পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 136 Friday, 17 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৩৬ সংখ্যা ❋ ৩ বৈশাখ ১৪৩৩, শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘মতুয়াদের দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে ওরা বিদেশি!’

দিনহাটার সভা থেকে শাহকে কড়া আক্রমণ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা, ১৬ এপ্রিলঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগেই ফের একবার এনআরসি এবং নাগরিকত্ব ইস্যু নিয়ে কোচবিহারের দিনহাটা থেকে গর্জে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, মতুয়া থেকে শুরু করে রাজবংশী-প্রান্তিক মানুষদের ভুল বুঝিয়ে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে বিজেপি। সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে মমতা জানিয়ে দিলেন, বাংলা থেকে কাউকে তাড়ানো যাবে না। দিনহাটার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিস্ফোরক দাবি করেন, ‘‘জানেন, মতুয়াদের দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছিল যে আমি ২০২৫ সালে বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমি গিয়ে বারণ করলাম। বললাম, এই ভুলটা করবেন না।’’ এই ঘটনাকে ‘ভোট কেটে দেওয়ার চক্রান্ত’ বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, সিএএ বা এনআরসি-র নাম করে আসলে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে কেন্দ্র। তিনি জানান, ইতিমধ্যে বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। এদিন সভা থেকে তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, ‘‘মতুয়াদের হাজার হাজার ভোট বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজবংশীদেরও কত ভোট বাদ গেছে তার হিসেব নেই।’’ এনআরসি-র নোটিস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘অনেকের বাড়িতে এনআরসি-র নোটিস পাঠানো হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই- মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া করা।’’ দিনহাটার সভা থেকে মমতার হুঁশিয়ারি, ‘কারও জমিদারি চলবে না’। গতকালের সভায় অমিত শাহ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, অনুপ্রবেশকারীদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। সেই মন্তব্যের পাল্টা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘অমিত শাহ কাল বলেছেন, এরপর যাঁর

ভোট থাকবে না তাঁকে বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেব। যেন জমিদারি! দাঙ্গা করার জমিদারি।’’ শাহের নাম না করে মমতা চ্যালেঞ্জ ছোড়েন, ‘‘বাংলা থেকে কেউ কোথাও যাবে না। বাংলার নাগরিকরা বাংলার মাটিতেই সম্মানের সঙ্গে থাকবেন।’’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘যাঁদের ভোট কেটেছে, তাঁরা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করে রাখুন। রেকর্ড রাখা জরুরি। আজ না হয় কাল, আপনাদের নাম তালিকায় উঠবেই।’’ পাশাপাশি, মতুয়াদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকার ফর্ম ভরানোর নাম করে স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নিচ্ছে যে ওই ব্যক্তি বিদেশি।’’ মমতার পরামর্শ, এই ফাঁদে পা দিলে আগামী দিনে নাগরিকত্ব নিয়ে চরম সংকটে পড়তে পারেন তাঁরা। রাজনৈতিক মহলের মতে, কোচবিহার এবং উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় রাজবংশী ও মতুয়া ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনআরসি এবং দেশভাগের আতঙ্ককে হাতিয়ার করেছেন। পাল্টা অমিত শাহের ‘বিতাড়ন’ তত্ত্বকে ‘জমিদারি’ বলে আক্রমণ করে তিনি আসলে প্রান্তিক মানুষের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চাইলেন। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে ভোটার তালিকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়কে নিজের ‘নৈতিক জয়’ হিসেবেই দেখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার এই রায়ের খবর পাওয়ার পরেই দিনহাটার জনসভা থেকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি। মমতা স্পষ্ট জানান, এই আইনি লড়াই তিনি নিজেই শুরু করেছিলেন এবং আজকের রায়ে তাঁর চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হতে পারে না। এদিন সভা শেষে হেলিকপ্টারে ওঠার ঠিক পরেই তিনি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের কথা জানতে পারেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি হেলিকপ্টারে উঠেই সুখবরটা পেলাম। বারবার করে সবাইকে বলছিলাম ধৈর্য রাখুন, ট্রাইব্যুনালে আবেদন করুন। আজ নয়তো কাল ফল পাবেনই। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে আমি খুবই খুশি। আমি নিজে কেস করেছিলাম, এটা আমার কেসের ওপর ভিত্তি করেই হয়েছে। আজকে আমার থেকে বেশি খুশি আর কেউ নয়।’’ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর আর সময় নষ্ট করতে চান না তৃণমূল নেত্রী। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর কড়া নির্দেশ- ট্রাইবুনালের ছাড়পত্র পাওয়ার পর কমিশন যখনই ‘অতিরিক্ত ভোটার তালিকা’ প্রকাশ করবে, তখনই যেন কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ওই ভোটারদের হাতে ‘ভোটের স্লিপ’ পৌঁছে দেন। যাঁদের নাম নতুন করে তালিকায় ফিরছে, তাঁদের ভোটদান যাতে সুনিশ্চিত হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্র তিনটি বিল পেশ করেছে সংসদে। এই বিল পেশ নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন বিরোধীরা। এবার নির্বাচনী প্রচারে ঘোকসাডাঙার ছোটশিমুলগুড়ি গ্রাউন্ডের জনসভা থেকে এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে আক্রমণ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এখন বলছে বিল আনছে, মহিলাদের কত অসম্মান দেখুন। আমরা মনপ্রাণ দিয়ে মহিলাদের ৩৩ সংরক্ষণ নিয়ে সমর্থন করেছি। সংসদেও লড়াই করেছি।’’ তিনি আরও জানান, ‘‘এই সংরক্ষণ অনেক দিন ধরে লড়াই চলছে। এর সঙ্গে পুনর্বিন্যাস বিল যুক্ত করা হল কেন? মহিলা বিল আলাদা বিল, পুনর্বিন্যাস বিল আলাদা বিল। এটা বাংলাকে ভাগ করার চেষ্টা, দেশ ভাগ করার চেষ্টা। দুটো বিল কখনও একসঙ্গে হতে পারে না। এটা ভোট কাটার চক্রান্ত, এনআরসি করার চক্রান্ত। এই পরিকল্পনায় পা দেবেন না।’

আইপিএস, আইএএস-দের বদলি নিয়ে বড় ধাক্কা রাজ্যের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃ আলোচনা ছাড়াই নির্বাচন কমিশনের একতরফা আইএএস ও আইপিএস বদলি ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ রাজ্যের আবেদন খারিজ করে দিল। বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই। ফের রাজ্য সরকার এবং কমিশনের ট্রাস্ট ডেফিসিট বা বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন প্রধান বিচারপতি। এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘২০২৪ সালের নির্বাচন এমনকি উপনির্বাচনেও বদলির সময় বা রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের সময় রাজ্যের মতামত নিত কমিশন। আইনেও আলোচনার সংস্থান রয়েছে। কিন্তু এই প্রথম বার একতরফা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কমিশন। রাজ্যপালের কাছেও আবেদন করা হয়নি।’’ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের আইনি প্রেক্ষিতকে স্বীকার করে নিয়েও প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যেহেতু রাজ্যে নির্বাচনের অল্প কিছুদিন মাত্র বাকি রয়েছে। তাই এই সময় সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। একই সঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘‘আপনার রাজ্যের সমস্যা হল সেখানে দুই সাংবিধানিক সংস্থার মধ্যে ট্রাস্ট ডেফিসিট রয়েছে। তাই এসব ঘটছে। তাই আমাদের জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করতে হয়েছে।’’ পাল্টা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘কমিশনের ক্ষমতা থাকা আর তার ব্যবহার করা দুটো আলাদা বিষয়। এ বার রাজ্যে যে সব ঘটনা ঘটছে, তা প্রথম বারের জন্য ঘটছে। তাহলে কি সন্দেহ জাগবে না?’’ শুনানি শেষে রাজ্যের আবেদন খারিজ করে দেয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। বাংলায় নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই গত ১৫ মার্চ থেকে ১৯ মার্চের মধ্যে ৪৬ জন অফিসার বদল করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে এবং এই আধিকারিকদের পুনর্বহালের দাবিতে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা। এই মামলায় সহমত হয় রাজ্য। পাশাপাশি বিডিও, আইসি এবং ওসি বদলি নিয়ে দায়ের হয় আর একটি মামলা। তবে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দুটি খারিজ করে দেয়। আদালতে তরফে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনের অফিসারদের বদলি করার সিদ্ধান্তকে ইচ্ছাকৃত, অযৌক্তিক বা দুরভিসন্ধিপূর্ণ বলে মনে করা যায় না। কারণ গোটা দেশে এমন অফিসার বদলির ঘটনা ঘটেছে একাধিক জায়গায়। হাইকোর্ট আরও বলেছিল, যদি দেখা যায় কোনও ক্ষমতা ছাড়াই প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করা হয়েছে অথবা অবৈধভাবে করা হয়েছে, তাহলেই তাতে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পায়নি আদালত। হাইকোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য। কিন্তু, সেখানেও ধাক্কা খেতে হল।

শুভেন্দুর গড়ে দাঁড়িয়ে বিজেপি-কে হুঁশিয়ারি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৬ এপ্রিলঃ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে ঝাঁঝালো আক্রমণ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বৃহস্পতিবার ভগবানপুর ও পটাশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে যান অভিষেক। তৃণমূল কর্মী, সমর্থকদের উচ্ছ্বাস দেখে অভিষেক বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই উদার হোন, এ বার আমার জেদ, ৪ তারিখ সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করতে হবে না। বেলা একটার পর থেকে ডিজে বাজবে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে। যাঁরা যে ভাষা বোঝেন, অভিষেক সে ভাষায় জবাব দিতে জানে।’’ ২১-এর নির্বাচনে ভগবানপুর আসনটি জিতেছিল বিজেপি, অন্য দিকে পটাশপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মোট ১৬টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৯টি আসনে জিতেছিল তৃণমূল। তবে ২০২৪ সালে সব হিসাব উল্টে যায়। লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে ১৪টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। গতবারের ফল ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ রয়েছে তৃণমূলের। জেতার ব্যাপারে

আশাবাদী অভিষেক বলেন, ‘‘মানুষের উচ্ছ্বাস প্রমাণ করছে, পূর্ব মেদিনীপুরের মাটি কোনওদিন গদ্দারদের সমর্থন করেনি। এই মাটি বশ্যতা বিরোধী মাটি। এই মাটি মেরুদণ্ড বিক্রি করে না। এটা সতীশ সামন্তের, বীরেন্দ্র শাসমল, মাতঙ্গিনীর মাটি। আর যাই হোক, এই মাটি মেরুদণ্ড বিক্রি করতে পারে না।’’ এই দু’টি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী (পটাশপুরে তপন মাইতি ও ভগবানপুরে শান্তনু প্রামাণিক) বহিরাগত বলে এ দিন কটাক্ষ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘‘এখানে যাঁকে প্রার্থী করেছেন, তাঁর বাড়ি রামনগর। আর পটাশপুরে যাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে তাঁর বাড়ি খেজুরি।’’ আসন জিততে এই কেন্দ্রের ভোটারদের ‘ধমক-চমক’ দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল সাংসদের হুঁশিয়ারি, ‘‘আমি তালিকা তৈরি করে রেখেছি, ব্লক ধরে ধরে, পঞ্চায়েত ধরে ধরে হিসেব হবে।’’ এই কেন্দ্রগুলি থেকে বিজেপি প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন অভিষেক। উল্লেখ্য, ভগবানপুর কেন্দ্র থেকে এ বার তৃণমূলের জোড়াফুল প্রতীকে লড়ছেন মানবকুমার পড়ুয়া ও পটাশপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন পীযুষকান্তি পন্ডা। বিধানসভা নির্বাচনের আবহে এবার মেরুকরণের রাজনীতির পাল্টায় ‘বাঙালিয়ানা’ এবং ‘অস্মিতা’র তাস খেললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ হোক বা দক্ষিণবঙ্গ-বিজেপির নেতৃত্বের আনা ‘অভিন্ন দেওয়ানি বিধি’ যে আসলে বাংলার বৈচিত্র্য নষ্ট করার চক্রান্ত, তা নিয়েই সরাসরি আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অমিত শাহ সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে ছ’মাসের মধ্যে ইউসিসি চালু করা হবে। সেই প্রসঙ্গ টেনেই অভিষেক এদিন বলেন, ‘‘ইউসিসি মানে আপনার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে আপনি কোন ধর্ম মানবেন। বিজেপি ঠিক করে দেবে আপনি কী করবেন।’’ ‘সবার জামার মাপ এক হয় না’, এমনই উদাহরণ টেনে বিজেপিকে এক্রমণ করেন তিনি। বিজেপির ‘এক দেশ, এক বিধান’-এর তত্ত্বকে খারিজ করতে গিয়ে অভিষেক এদিন অত্যন্ত সহজ কিছু উদাহরণ ব্যবহার করেন। তাঁর কথায়, ‘‘আপনার জামার এক মাপ, আমার জামার আরেক মাপ। আপনি এক ধরনের জুতো পরেন, আমি অন্য ধরনের। বিজেপি কি এখন মাপও ঠিক করে দেবে?’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘সব গাছে কি একই ফুল ফোটে? বিজেপি বলছে ইউসিসি মানে আমি কীভাবে আমার ধর্ম পালন করব তা ওরাই ঠিক করে দেবে।’’ তাঁর দাবি ইউসিসি বিপদে ফেলবে তফশিলি ও কুড়মি সমাজকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বেন প্রান্তিক মানুষজন। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘‘এতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তফশিলি জাতি, উপজাতি এবং কুড়মি ভাই-বোনেরা।’’ তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি এই আইনের ফলে খর্ব হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। দিল্লি-গুজরাতের বশ্যতা বাংলা মানবে না এই হুঙ্কার অভিষেকের। বক্তব্যের শেষে অভিষেক সুকৌশলে বিজেপিকে ‘বহিরাগত’ তকমা দিয়ে বাঙালির আবেগে শাণ দেন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, বাংলা বরাবরই প্রতিবাদী। যে মাটির জন্য বাংলার বিপ্লবীরা প্রাণ দিয়েছেন, যে মাটি স্বাধীনতা আন্দোলনে পথ দেখিয়েছে, সেই মাটি কোনওদিন বশ্যতা স্বীকার করেনি। দিল্লি-গুজরাত থেকে এখন এই মাটিকে চালাতে চাইছে ওরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অমিত শাহর ‘ছ’মাসের ডেডলাইন’-এর পাল্টা হিসেবে অভিষেক যেভাবে ইউসিসি-কে প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বের লড়াই হিসেবে তুলে ধরলেন, তা ভোটব্যাঙ্কে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে জঙ্গলমহল এবং উত্তরবঙ্গের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মুখে এই ‘ইউসিসি তাস’ তৃণমূলের বড় অস্ত্র হতে চলেছে।

‘বিরোধিতা করছেন, দেশের মহিলারা কোনওদিন ক্ষমা করবে না’, সংসদে হুংকার মোদির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃ মহিলা সংরক্ষণ বিল সংশোধন প্রসঙ্গে লোকসভায় সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার সংসদে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট জানালেন, এই উদ্যোগ প্রায় ২৫-৩০ বছর আগেই বাস্তবায়িত হওয়া উচিত ছিল। এতদিনে তা হলে এই ব্যবস্থার পরিপক্কতা অনেকটাই বেড়ে যেত। লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধীদের নাম না করে কটাক্ষ করেন মোদি। বলেন, ‘‘এই ধারণা যখন প্রথম সামনে এসেছিল, তখনই কার্যকর করা উচিত ছিল। তাহলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী এতে সংশোধন আনা যেত। সেটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু হয়নি, এখন হচ্ছে।’’ তিনি মনে করেন, দেশের ইতিহাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আসে, আর এই বিল সেই রকমই এক সন্ধিক্ষণ। কটাক্ষ চুপচাপ মেনে নেয়নি বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, ২০২৩ সালে সর্বসম্মতভাবে বিল পাশ হলেও এখনও তা কার্যকর হয়নি। সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিদ্যমান ৫৪৩ আসনের মধ্যেই ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করা যেত, কিন্তু সেটিকে ভবিষ্যতের জনগণনা ও সীমানা

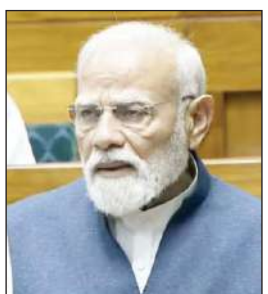

পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী পাল্টা বলেন, ‘‘এই সিদ্ধান্ত কোনও একটি রাজনৈতিক দলের লাভের জন্য নয়, বরং দেশের গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার জন্য।যারা অতীতে মহিলাদের এই অধিকার দিতে নাকচ করেছে, দেশের মহিলারা তাদের ক্ষমা করেনি। ভবিষ্যতেও করবে না।’’ পাশাপাশি তিনি সব রাজনৈতিক দলকে একসঙ্গে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। গত ২৫ বছরে গ্রাম থেকে বহু মহিলা নেতৃত্ব উঠে এসেছে। পঞ্চায়েত স্তরে কাজ করা এই নেত্রীদের এখন জাতীয় রাজনীতিতে জায়গা দেওয়ার সময় এসেছে। ‘‘রাজনীতিতে এগোতে গেলে এই বাস্তবতা মেনে নিতেই হবে’’, বলেন তিনি। ‘বিকশিত ভারতে’র প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী জানান, উন্নয়ন মানে শুধু অবকাঠামো বা অর্থনীতি নয়। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশে’র প্রতিফলন থাকতে হবে। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা, মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা এখন সময়ের দাবি। সংসদে এই বিল নিয়ে আলোচনা চলতে থাকায় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে এই বিল বাস্তবায়নের রূপরেখা কী হয়, এখন সেদিকেই নজর দেশের।

‘ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিমদের সংরক্ষণ দেবে না মোদি সরকার’, হুংকার শাহের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃ ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের কোনও প্রশ্নই ওঠে না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল (আজ সংবিধানের ১৩১ তম সংশোধনী, সীমানা পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আইন সংক্রান্ত সংশোধনী বিল পেশ করা হচ্ছে) পেশ করার আবহেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমাদের সংবিধান ধর্মের ভিত্তিতে কোনওরকমের সংরক্ষণ প্রদানের অনুমতি দেয়নি। আমি ফের সরকারের (নরেন্দ্র মোদি সরকার) সংকল্প বলে দিচ্ছি, ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিমদের কোনওরকম সংরক্ষণ প্রদান করা চরম সংবিধান-বিরোধী। এটার প্রশ্নই ওঠে না।’’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সেই মন্তব্যের পরে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব বলেন, ‘‘পুরো দেশ জনসংখ্যা অর্ধেকের সংরক্ষণ চায়। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর থেকে জানতে চাই যে মুসলিম মহিলারা কি সেই অর্ধেক জনসংখ্যার আওতায় পড়েন না?’’ তার পালটা শাহ বলেন, ‘‘(চাইলে) সমাজবাদী পার্টি সব টিকিট মুসলিমদের মহিলাদের দিয়ে দিক। আমাদের কোথায় আপত্তি? আমাদের কোনও আপত্তি নেই।’’ শুধু তাই নয়, আজ অখিলেশ এবং শাহের মধ্যে একাধিকবার সরাসরি সংঘাত হয়েছে।

আদমশুমারি নিয়ে সমাজবাটি পার্টি প্রধানের প্রশ্নের রেশ ধরে শাহ বলেন, ‘‘গোটা দেশ সংসদের কাজকর্মের দিকে নজর রাখছে। এমন কিছু বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, যা জনগণের মধ্যে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। অখিলেশজি প্রশ্ন তুলেছেন যে কেন আদমশুমারি হচ্ছে না। আমি উল্লেখ করতে চাই যে আদমশুমারির কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তারা বলেছিল যে আমরা জাতপাতের আদমশুমারি দাবি করব। সরকার একটি জাতিগত আদমশুমারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আদমশুমারি করা হচ্ছে।’’ সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘‘বাড়িতে কোনও জাতপাত নেই। বাড়িগুলো এখনও গণনা করা হচ্ছে। যখন নাগরিকদের গণনা করা হবে, অর্থাৎ ব্যক্তির সংখ্যা গণনা করা হবে, তখন একটি জাতিগত কলাম থাকবে।’’

৫০ শতাংশ বাড়ছে লোকসভার আসন! মহিলাদের বরাদ্দ ২৭২ সিট

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃ সংসদের বিশেষ অধিবেশনে পেশ হল তিন বিল। মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ, লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিল। আসন পুনর্বিন্যাস হলে কত আসন সংখ্যা বাড়বে? কোন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব কত হবে, তার ব্যাখ্যা দিল কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘাওয়াল জানান যে তিনটি বিলই লোকসভায় আসন সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশে আনা হয়েছে। বর্তমানে লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৪৩ রয়েছে। তা বাড়িয়ে ৮৫০ করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। সংবিধান (১৩১ তম সংশোধনী) বিলে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করা হবে। এরমধ্যে ৮১৫ জন

লোকসভার সাংসদ সমস্ত রাজ্য থেকে নির্বাচিত হবে, ৩৫ জন সাংসদ আসবেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল আরও জানান যে সমস্ত রাজ্যের লোকসভা আসনই ৫০ শতাংশ করে বৃদ্ধি পাবে। ৮১৫ আসনের মধ্যে ২৭২টি আসন মহিলা সাংসদদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তিনি জানান, এই বিলে মহিলাদের রাজনৈতিক সুবিচার নিশ্চিত করা হবে। কোনও রাজ্য এই বিধানে প্রভাবিত হবে না। ২০২৩ সালে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করা হয়েছিল। ২০২৬ সালের জনগণনা ও আসন পুনর্বিন্যাসের পর এর বিধানগুলি কার্যকর করা হবে। প্রসঙ্গত, মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিরোধীদের সেভাবে আপত্তি না থাকলেও, আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে বিরোধীদের, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির আপত্তি রয়েছে। জনসংখ্যার বিচারে আসন পুনর্বিন্যাস হলে, সেক্ষেত্রে উত্তর ভারতের আসন সংখ্যা অনেক বেশি হবে, সেই তুলনায় দক্ষিণ ভারতে জনসংখ্যা কম থাকায়, তাদের আসন সংখ্যাও কমে যাবে। সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পাবে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আশ্বাস দিয়েছেন যে আসন পুনর্বিন্যাসে কোনও রাজ্য বঞ্চিত বা ভেদাভেদের শিকার হবে না। প্রয়োজন হলে তিনি গ্যারান্টি দিতে রাজি।

ভোটের ২ দিন আগেও ট্রাইব্যুনাল ছাড়পত্র দিলে দেওয়া যাবে ভোট!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা ভোটের আগে এক নজিরবিহীন নির্দেশ দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া কয়েক লক্ষ মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সংবিধানের ১৪২ ধারা প্রয়োগ করল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার আদালত জানিয়ে দিল, নির্বাচনের মাত্র দু’দিন আগেও ট্রাইব্যুনাল যদি কোনও ভোটারকে বৈধ হিসেবে ছাড়পত্র দেয়, তবে তিনিও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। সাধারণত প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে কমিশন ভোটার তালিকা ‘ফ্রিজ’ করে দেয়। এরপর আর কোনও নাম তালিকায় ঢোকানো যায় না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এ দিন সেই প্রথা ভেঙে বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রথম দফায় যে এলাকাগুলিতে ভোট রয়েছে, সেখানকার বাতিল ভোটাররা যদি ২১ এপ্রিলের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল থেকে ছাড়পত্র পেয়ে যান, তবে তাঁরা ভোট দিতে পারবেন। দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রে

আবেদনের নিষ্পত্তির সময়সীমা রাখা হয়েছে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, ট্রাইব্যুনাল যদি কোনও আবেদনকারীর নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে, তবে তিনি ভোট দিতে পারবেন না। অর্থাৎ, স্রেফ আবেদন করলেই হবে না, ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত ছাড়পত্র থাকা আবশ্যিক। রাজ্যে মোট ৯১ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ। তাঁদের সুবিধার্থে ১৯ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির একটি প্যানেল তৈরি করা হয়েছে, যাঁরা বর্তমানে ‘আপিল ট্রাইব্যুনাল’-এ নথিপত্র খতিয়ে দেখছেন। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে জানিয়েছে, ভোটাররা নির্বাচন কমিশনের মোবাইল অ্যাপ বা কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। তবে ট্রাইব্যুনালে সশরীরে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক নয়। জেলাশাসক বা মহকুমা শাসকের দফতরেও নথি জমা দেওয়া যাবে। রাজ্য বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে সুপ্রিম কোর্টের এই ‘ব্যতিক্রমী’ হস্তক্ষেপে রাজ্যে রাজনৈতিক পারদ যেমন চড়ল, তেমনই কয়েক লক্ষ মানুষের ভোটদানের পথ প্রশস্ত হল। নির্বাচনের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে পর্যন্ত ভোটার তালিকা সংশোধনের এই সুযোগ সত্যিই ঐতিহাসিক।

মহিলা সংরক্ষণ বিলের সমালোচনায় সরব মনীশ তিওয়ারি

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃমহিলা সংরক্ষণ বিলের সমালোচনায় সরব হলেন কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা মনীশ তিওয়ারি বলেন, এটি কোনও নারী সংরক্ষণ বিল নয়, এটি নারী সংরক্ষণ বিলের ছদ্মবেশে একটি সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিল এবং এটাই প্রধান আপত্তি।তিনি আরও বলেন, আমি নারী সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় সমর্থক। সরকারের উচিত এটিকে আসন পুনর্নির্ধারণ থেকে আলাদা করা। তাদের একটি প্রস্তাব আনা উচিত যে, সংসদের বর্তমান ৫৪৩টি আসনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ, অর্থা ১৮১টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং ২০২৯ সালের মধ্যে এটি কার্যকর করা হবে। মনীশ বলেন, আমি বিশ্বাস করি, ভারতের সার্বভৌমত্বের জন্য কিছু মানুষের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগও প্রয়োজন, কিন্তু আমি এও বিশ্বাস করি যে সাংসদ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো ন্যায্যতার ভারসাম্য রক্ষা করা, এটা দেখা যে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায়, এক ব্যক্তি, এক ভোট, এক মূল্যবোধের নীতিকে সম্মান করার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্যও বজায় থাকে। আর সেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারসাম্যই এখন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ঃ ইরান খেলবে, আশ্বাস ফিফা সভাপতির

নিউ ইয়র্ক, ১৬ এপ্রিল ঃ ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বুধবার বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত থাকা সত্ত্বেও বিশ্বকাপে ইরান অবশ্যই অংশগ্রহণ করবে। ইনফান্তিনো বলেছেন, বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ, যদিও যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের বিমান হামলার পর থেকে দেশটির অংশগ্রহণ নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ইনফান্তিনো এও বলেছেন, আমরা আশা করি যে ততদিনে পরিস্থিতি অবশ্যই শান্তিপূর্ণ হবে। কিন্তু ইরানকে আসতেই হবে। অবশ্যই, তারা তাদের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা যোগ্যতা অর্জন করেছে। খেলোয়াড়রা খেলতে চায়।দুই সপ্তাহ আগে তুরস্কের আন্তালিয়ায় ইরানের জাতীয় দলের সঙ্গে সাক্ষা করেন ইনফান্তিনো এবং বুধবার জানান যে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। বলেন,আমি তাদের খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। তারা বেশ ভালো একটি দল। সেই সঙ্গে ফিফা সভাপতি বলেছেন, তারা সত্যিই খেলতে চায়, তাদের খেলা উচিত। খেলাধুলা রাজনীতির বাইরে থাকা উচিত।ক্যালিফোর্নিয়ার ইনগেলউডে গ্রুপ পর্বের দুটি এবং সিয়াটলে ইরানের একটি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে।

ভোটারদের জন্য ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ বিতরণের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকতা, ১৬এপ্রিলঃ কলকাতাপ্রথম দফার ভোটের আগে নির্বাচন কমিশন ওই সব কেন্দ্রের ভোটারদের জন্য ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ বিতরণের কাজ শুরু করেছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ভোটের অন্তত পাঁচ দিন আগে সমস্ত ভোটারের হাতে এই স্লিপ পৌঁছে দিতে হবে। বুথ লেভেল অফিসাররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরাসরি ভোটারদের হাতে এই স্লিপ তুলে দিচ্ছেন। ভোটার স্লিপে ভোটারের নাম, ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা, ভোটের তারিখ ও সময় ইত্যাদি, সমস্ত তথ্য দেওয়া থাকছে। পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রের একটি মানচিত্র এবং ভোটের দিন কী করবেন, কী করবেন না সেই নির্দেশিকাও রয়েছে। কিউআর কোডের মাধ্যমে দ্রুত তথ্য যাচাইয়ের সুবিধাও রাখা হয়েছে। বিশেষ ভাবে স্বক্ষম ভোটারদের জন্য ব্রেইল-সহ বিশেষ স্লিপ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। কমিশন জানিয়েছে, এই স্লিপ ভোটকেন্দ্রে ভিড় কমাতে এবং দ্রুত ভোটগ্রহণে সাহায্য করবে। তবে এই স্লিপ কোনওভাবেই পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য হবে না। ভোট দিতে গেলে বৈধ পরিচয়পত্র দেখানো বাধ্যতামূলক।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে নৈরাজ্য সমাধানের একটাই উপায়, ডাবল ইঞ্জিন সরকারঃযোগী আদিত্যনাথ

পশ্চিম বর্ধমান, ১৬ এপ্রিলঃআসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ময়দান ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সেই উত্তাপ আরও বাড়ালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী Yogi Adityanathú বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমানের এক নির্বাচনী জনসভা থেকে তিনি সরাসরি রাজ্যের শাসক দলকে আক্রমণ করে দাবি করেন, বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির একমাত্র সমাধান হল 'ডাবলইঞ্জিন' সরকার প্রতিষ্ঠা। জনসভায় উপস্থিত বিপুল জনতার সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ আজ এক গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কথায়, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, রাজনৈতিক হিংসা, দুর্নীতি এবং মাফিয়ারাজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তিনি দাবি করেন, এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন কেন্দ্র ও রাজ্যে একই রাজনৈতিক দলের সরকার, অর্থাৎ ' ডাবল ইঞ্জিন' ব্যবস্থা।এই প্রসঙ্গে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi-র নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির যে স্বপ্ন ছিল, তা আজ মোদীজির নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হয়েছে। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত হয়েছে, সেখানে এখন দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতোই আইন কার্যকর হচ্ছে। তিনি এই উদাহরণ টেনে বলেন, শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে যে কোনও সমস্যার সমাধান সম্ভব।তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে যোগী বলেন, গত দেড় দশক ধরে রাজ্যটি এক ধরনের পরিচয় সংকটে ভুগছে। তাঁর অভিযোগ, বাংলাকে সন্ত্রাস, মাফিয়া শাসন এবং দুর্নীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের টাকা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর আগেই দুর্নীতির জালে আটকে যাচ্ছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ' এবং স্থানীয় স্তরের দখলদারির অভিযোগও। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, বাংলায় আজ ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দাঙ্গা, রাজনৈতিক হিংসা, বালি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়ার দৌরাত্ম্য- সব মিলিয়ে এক অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উত্তর প্রদেশের উদাহরণ তুলে ধরেন এবং বলেন, কয়েক বছর আগেও সেই রাজ্যের পরিস্থিতি একই রকম ছিল, কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে।যোগীর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে উন্নয়নের প্রশ্ন। তিনি দাবি করেন, ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকলে উন্নয়নের গতি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, কারণ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় থাকে। তাঁর মতে, এই সমন্বয়ের অভাবেই পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। তিনি রাজ্যের মানুষকে আহ্বান জানান, আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে সুযোগ দিয়ে এই পরিবর্তনের পথ সুগম করতে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে চাইছে। বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের মডেলকে সামনে রেখে তারা বাংলার ভোটারদের কাছে একটি বিকল্প চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই সমস্ত অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করে আসছে এবং পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলছে।এই প্রেক্ষাপটে যোগী আদিত্যনাথের এই সফর ও বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা উসকে দিয়েছে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই এই ধরনের তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণ রাজ্যের রাজনৈতিক আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তুলছে। এখন দেখার বিষয়, এই সমস্ত বক্তব্য এবং প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত ভোটারদের কতটা প্রভাবিত করতে পারে এবং বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নেয়।

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে ভোটিং শুক্রবার, জানালেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ এপ্রিল ঃ মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে ভোটিং হবে শুক্রবার, এমনটাই বৃহস্পতিবার জানালেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বি।লা। লোকসভায় এদিন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, আলোচনা ১২ ঘণ্টা ধরে চলবে। আলোচনার সময় বাড়ানোর ক্ষমতা রয়েছে স্পিকারের। বিলগুলোর ওপর ভোটগ্রহণ আজ (শুক্রবার) করা হবে। স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, এই তিনটি বিল নিয়ে আলোচনা ১৫-১৮ ঘণ্টা ধরে চলবে। শুক্রবার বিকেল ৪টায় এই বিলগুলোর ওপর ভোটগ্রহণ করা হবে। লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন যে, নারী সংরক্ষণকে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিল দু'টিকে একত্রিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালের আনা প্রস্তাবের ওপর কংগ্রেস সাংসদ বেণুগোপালের আপত্তির বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই কথা বলেন। উল্লেখ্য, নারী সংরক্ষণ বিল ও সীমানা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে সংসদের তিন দিনব্যাপী বিশেষ অধিবেশন বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে।

'মাতৃশক্তি কার্ড' নিয়ে বিজেপিকে তোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ বিজেপির মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড নিয়ে তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এত যখন কাজের ইচ্ছা, তখন ভোটের আগে করোনি কেন বাপু? এখন ফর্ম পূরণ করাচ্ছে। ফর্মে আপনাদের নাম-ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর নিচ্ছে। ভুলেও দেবেন না। যেটুকু ছিল, তাও লুট করে নেবে। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের মাথাভাঙা বিধানসভা কেন্দ্রের ঘোকসাডাঙায় সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাবলু বর্মণের সমর্থনে এই সভার আয়োজনা করা হয়েছে।মাথাভাঙার সভায় মমতা বলেন, আমার হাতে আইনশৃঙ্খলার ভার এখন না-থাকলেও আগামী দিনে থাকবে। কোচবিহারে আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেন তিনি। বলেন, ভোট এলেই কোচবিহারে অশান্তি কেন হবে? মহিলা সংরক্ষণ বিলের সঙ্গে লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাসকে কেন জোড়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এটাও আসলে রাজ্য ভাগ, ভোটারদের নাম কাটা এবং এনআরসি করার চক্রান্ত।

অভাবকে জয় করে সাফল্যের শিখরে সোনাতলার পীযূষ, সিবিএসই-র দশমে ৯৭ শতাংশ নম্বর

খোয়াই (ত্রিপুরা), ১৬ এপ্রিল ঃ অভাব-অনটনের সংসার, সীমিত সুযোগ-তবুও অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর কঠোর পরিশ্রমকে পাথেয় করে নজির গড়ল খোয়াইয়ের সোনাতলা এলাকার কৃতি ছাত্র পীযূষ দাস। ২০২৬ সালের সিবিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হতেই নিজের অসাধারণ কৃতিত্বে সকলকে চমকে দিয়েছে সে। ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে খোয়াই মহকুমার মধ্যে সেরার আসন দখল করেছে পীযূষ।খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্র পীযূষের এই সাফল্যের পথ মোটেই সহজ ছিল না। তাঁর বাবা বিপ্লব দাস পেশায় গৃহশিক্ষক। মাসিক আয় মাত্র ৬ - ৭ হাজার টাকা, যা দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে চলে তিনজনের সংসার এবং ছেলের পড়াশোনার খরচ। পরিবারে আর্থিক টানাপোড়েনের পাশাপাশি আরও একটি ব। চ্যালেঞ্জ ছিল-পীযূষের মা মানসিক ভারসাম্যহীন। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দমে যায়নি এই মেধাবী ছাত্র।পড়াশোনার জন্য বাড়িতে উপযুক্ত পরিবেশও ছিল না। একটি ভালো টেবিল পর্যন্ত না থাকলেও প্রতিদিন গড়ে ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা নিয়মিত পড়াশোনা করত পীযূষ। নিজের অদম্য জেদ, অধ্যবসায় এবং অনলাইন কোচিং প্ল্যাটফর্মের সহায়তায় সে এই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। পাশাপাশি ইংরেজি ও জীববিজ্ঞান বিষয়ে দু'জন গৃহশিক্ষকের কাছ থেকেও সহায়তা পেয়েছে সে।বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সঞ্চিতা দাসের দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণাও পীযূষের এই সাফল্যের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। নিজের এই সাফল্যের জন্য শিক্ষিকাকে কৃতজ্ঞতা জানায় পীযূষ।ছেলের সাফল্যে আবেগাপ্লুত বাবা বিপ্লব দাস জানান, অত্যন্ত কষ্টের মধ্যেও ছেলের প।াশোনা চালিয়ে গেছি। আজ ওর এই ফল আমাদের সব কষ্ট সার্থক করেছে।ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে পীযূষ। সে জানায়, আপাতত একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করতে চায় এবং আরও বড় লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চায়।পীযূষের এই কৃতিত্বে খুশির হাওয়া বইছে তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং সোনাতলা এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। তাঁর এই সাফল্য আবারও প্রমাণ করল-অভাব কখনোই মেধা ও ইচ্ছাশক্তিকে দমিয়ে রাখতে পারে না।

পশ্চিম এশিয়া সংঘাতে ভারতের কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা অব্যাহত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ এপ্রিল ঃ পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে ভারতের কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা অব্যাহত রয়েছে। গত বুধবার আন্ত ঃমন্ত্রক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে একটি ফোন পেয়েছেন, যেখানে উভয় নেতা ভারত-মার্কিন সহযোগিতা পর্যালোচনা করেন এবং বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করার প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁরা পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন এবং হরমুজ প্রণালীকে উন্মুক্ত ও সুরক্ষিত রাখার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।রণধীর জানান, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ইজরায়েল ও অস্ট্রেলিয়ার বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং জাপানে জ্বালানি সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন বিষয়ক আজাক প্লাস বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নিরাপদ সামুদ্রিক ট্রানজিট এবং স্থিতিশীল জ্বালানি বাজারের প্রতি ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। ভারত জ্বালানি নিরাপত্তা, সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিশীলতা এবং প্রবাসী ভারতীয়দের কল্যাণের ওপর মনোযোগ দিয়ে উপসাগরীয় ও অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বিত কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।

পোস্টাল ব্যালটে ভোটকে কেন্দ্র করে ঝামেলা বালুরঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি,দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৬ এপ্রিল ঃভোটবাক্সে গালা সিল ছাড়াই পোস্টাল ব্যালট জমা দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার সকালে পোস্টাল ব্যালটে ভোট শুরু হতেই ঝামেলা শুরু হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট আদর্শ হাইস্কুলে। তৃণমূলের অভিযোগ, গালা সিল ছাড়াই ভোটবাক্সতে পোস্টাল ব্যালট জমা দেওয়া হচ্ছিল। পুলিশকে বাইরে রেখে পর্যবেক্ষকের নেতৃত্বে তা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ।এদিকে, পোস্টাল ব্যালট স্ট্রং রুমে ঢোকানোর প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকার অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের জবাব চেয়ে ধর্ণায় বসলেন বর্ধমান দক্ষিণের কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব সমাদ্দার। বৃহস্পতিবার বর্ধমানের নিউ কালেক্টরেট ভবনের সামনে হাতে পোস্টার নিয়ে তিনি ধর্ণায় বসেন। তাঁর অভিযোগ, বুধবার রাতে পোস্টাল ব্যালট সংরক্ষণ ও স্ট্রং রুমে প্রবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল না। যা নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। তাঁর বক্তব্য, সংবেদনশীল এই পর্যায়ে শুধুমাত্র রাজ্য পুলিশের উপরে নির্ভর না করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা উচিত ছিল।

ঝাড়খণ্ডে মাওবাদীদের পেতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে জখম জওয়ান

পশ্চিম সিংভূম, ১৬ এপ্রিলঃ ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার ছোটনাগরা থানা এলাকার ঘন জঙ্গলে বৃহস্পতিবার সকালে তল্লাশি অভিযানের সময় মাওবাদীদের পেতে রাখা আইইডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) বিস্ফোরণে এক জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় কোবরা ব্যাটালিয়ন-২১০-এর জওয়ান অভিনব কুমার মিত্তল জখম হন।নিরাপত্তা বাহিনীর আধিকারিকদের মতে, মাওবাদীরা এলাকায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে ক্রমাগত আইইডি পুঁতে রাখছে এবং জঙ্গলে লুকিয়ে হামলা চালাচ্ছে। তা সত্ত্বেও নিরাপত্তা বাহিনী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অভিযান চালাচ্ছে এবং এলাকাটিকে মাওবাদী মুক্ত করতে সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

মা ও বোনেদের সম্মান জানালেই দেশকে সম্মান জানানো হয়ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৬ এপ্রিলঃ সংসদে তিন দিনের বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়েছে। এই বিশেষ অধিবেশনে তিনটি বিল পাশ করাতে চাইছে কেন্দ্র। তিনটি বিল হল-মহিলা সংরক্ষণের জন্য ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল, লোকসভার সাংসদ সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করার জন্য আসন পুনর্বিন্যাস বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনটি বিলই লোকসভায় পেশ করা হয়েছে। প্রায় ১২ ঘণ্টা আলোচনার পরে শুক্রবার বিকেলে এই তিনটি বিলের উপর ভোটাভুটি হতে পারে সংসদের নিম্নকক্ষে।অধিবেশন শুরুর আগে বৃহস্পতিবার সকালেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে বার্তা দেন তিনি। তাঁর কথায়, নারী ক্ষমতায়নের জন্য এক ' ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' হতে চলেছে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে। প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ' সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভারত নারী ক্ষমতায়নের পথে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করতে প্রস্তুত। মা এবং বোনেদের সম্মান জানালেই দেশকে সম্মান জানানো হয়। এই ভাবনাকে পাথেয় করেই আমরা দৃঢ় সংকল্প করে এই পথে এগিয়ে চলেছি।'' ওই লেখার সঙ্গে নারী বন্দনায় এক স্তোত্রও পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

ডিলিমিটেশন বিলের বিরোধিতায় প্রতিবাদ স্ট্যালিনের, পোড়ালেন কপি

চেন্নাই, ১৬ এপ্রিল ঃবৃহস্পতিবার থেকে বসছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। সংসদে লোকসভার পুনর্বিন্যাস এবং মহিলা সংরক্ষণ আইনে সংশোধনী বিল পেশ করতে সক্রিয় হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিলের সঙ্গে যুক্ত প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন বিলের তুমুল বিরোধিতা করতে চলেছে ইন্ডি জোট-সহ বিরোধী দলগুলি। বৃহস্পতিবার সকালে ডিএমকে-র সভাপতি ও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন কেন্দ্রের সীমা পুনর্নির্ধারণ পদক্ষেপের প্রতিবাদে কালো পোশাক পরে কালো পতাকা উত্তোলন করেন। পাশাপাশি, তিনি প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন বিলের একটি কপিও আগুনে পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানান।শুধু স্ট্যালিন নন, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিলের প্রতিবাদে তামিলনাড়ুর মন্ত্রী ও ডিএমকে নেতা আনবিল মহেশ পোইয়ামোঝি তিরুচিরাপল্লীর থেন্নুরে অবস্থিত তাঁর বাসভবনে একটি কালো পতাকা উত্তোলন করেছেন।

প্রথম দফার ভোটে মোতায়েন করা হচ্ছে মোট ৪০ হাজার ৯২৮ জন রাজ্য পুলিশকর্মী ও আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,১৬এপ্রিলঃপ্রথম দফার ভোটে প্রায় আড়াই হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি মোতায়েন করা হচ্ছে মোট ৪০ হাজার ৯২৮ জন রাজ্য পুলিশকর্মী ও আধিকারিক। সবচেয়ে বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য জেলা দু'টি পুলিশ জেলায় বিভক্ত- মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলায় থাকছেন ৪,২১৬ জন এবং জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় ১,৫৫০ জন। সব মিলিয়ে জেলায় মোট ৫,৭৬৬ জন পুলিশকর্মী দায়িত্বে থাকবেন, যা প্রথম দফার মধ্যে সর্বাধিক। । কোচবিহারে ২,৩৭০ জন, মালদহে ২,৮১৮ জন, জলপাইগুড়িতে ১,৪৬৭ জন পুলিশ মোতায়েন থাকছে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে যথাক্রমে ১,১৭০ ও ৬২৭ জন পুলিশকর্মী থাকবেন। আলিপুরদুয়ারে ১,১৫৯ জন এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ১,২৯০ জন মোতায়েন করা হচ্ছে। উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও দুই পুলিশ জেলা- ইসলামপুরে ১,১১৯ জন এবং রায়গঞ্জে ১,০০৪ জন, মোট ২,১২৩ জন পুলিশ দায়িত্বে থাকছেন।জঙ্গলমহল এবং বীরভূমের মতো রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এলাকাতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। বীরভূমে ৩,২৪৮ জন, বাঁকুড়ায় ৩,১২৭ জন, পুরুলিয়ায় ৩,০০৫ জন এবং ঝাড়গ্রামে ১,১০৮ জন পুলিশ মোতায়েন থাকছে। দুই মেদিনীপুরেও জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে- পূর্ব মেদিনীপুরে ৩,৯৮১ জন এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩,৩২৭ জন পুলিশ দায়িত্বে থাকবেন।পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকাতেও থাকছে ৩,১২৭ জন পুলিশকর্মীঅন্যদিকে ২৩ এপ্রিলে রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা ভোটে মোট ২,৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। কমিশনের বিস্তারিত নিরাপত্তা পরিকল্পনায় সংকট প্রবণ জেলা ও বুথগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হচ্ছে মুর্শিদাবাদে। জেলা দু'ভাগে- মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলা ও জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা- ভাগ করে মোট ৩১৬ কোম্পানি বাহিনী রাখা হচ্ছে। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলাতেই রয়েছে ২৪০ কোম্পানি, জঙ্গিপুরে ৭৬ কোম্পানি।দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। ওই জেলায় ২৭৩ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। নন্দীগ্রাম-সহ একাধিক স্পর্শকাতর কেন্দ্র থাকায় এই জেলায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে কমিশন। পশ্চিম মেদিনীপুরে মোতায়েন হচ্ছে ২৭১ কোম্পানি বাহিনী।এ ছাড়া বাঁকুড়ায় ১৯৩, বীরভূমে ১৭৬, মালদহে ১৭২, পুরুলিয়ায় ১৫১ এবং কোচবিহারে ১৪৬ কোম্পানি বাহিনী রাখা হচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮৩, ঝাড়গ্রামে ৭৪, দার্জিলিঙে ৬১, কালিম্পঙে ২১, জলপাইগুড়িতে ৯২ এবং আলিপুরদুয়ারে ৭৭ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে।উত্তর দিনাজপুর জেলাকে ইসলামপুর ও রায়গঞ্জ- এই দুই পুলিশ জেলায় ভাগ করে মোট ১৩২ কোম্পানি বাহিনী রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি ও আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটেও যথাক্রমে ৪৪ এবং ১২৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে।নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রতিটি জেলায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বাহিনী পাঠাতে হবে এবং কোনও ঘাটতি বরদাস্ত করা হবে না। বাহিনী পাঠানোর ক্ষেত্রে একক ডিসপ্যাচ পয়েন্ট ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, যাতে সমন্বয় বজায় থাকে।

অস্বস্তিতে কংগ্রেস নেতা পবন খেড়া', তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের অগ্রিম জামিন আদেশে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

গুয়াহাটি, ১৬এপ্রিল ঃ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা পবন খেড়াকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের এক সপ্তাহের ট্রানজিট অগ্রিম জামিনের আদেশ স্থগিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। অসমে নথিভুক্ত মামলায় তেলেঙ্গানা উচ্চ আদালতের জামিন আদেশে বিস্ময় প্রকাশ করেছে সর্বোচ্চ আদালতের দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।সুপ্রিম কোর্টে আজকের শুনানি সম্পর্কে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের সিনিয়র অ্যাডভোকেট বিজন মহাজন বলেন, ট্রানজিট অগ্রিম জামিনের ওপর সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছেন পবন খেড়া। অসমে দায়েরকৃত একটি মামলার অভিযুক্ত পবন। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার স্ত্রী রিনিকি ভূঞা শর্মার একাধিক বিদেশি পাসপোর্ট রয়েছে বলে অসম বিধানসভা নির্বাচনের চারদিন আগে গত ৫ এপ্রিল গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন কংগ্রেস নেতা পবন। ওই অভিযোগকে খণ্ডন করে গত ৬ এপ্রিল কংগ্রেস নেতা পবন খেড়ার বিরুদ্ধে আসাম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন রিনিকি ভূঞা শর্মা।রিনিকি ভূঞা শর্মার অভিযোগের ভিত্তিতে পবন খেড়ার বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে আসাম পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। প্রযোজ্য ধারাগুলি যথাক্রমে ১৭৫ (নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত মিথ্যা বিবৃতি), ৩৫ (ব্যক্তি ও সম্পত্তির আত্মরক্ষার অধিকার) এবং ৩১৮ (প্রতারণা)। এই মামলার ভিত্তিতে গত ৭ এপ্রিল আসাম পুলিশের একটি দল দিল্লিতে পবন খেড়ার বাসভবনে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়নি।বিজন মহাজন বলেন, হায়দরাবাদে বসবাসের কারণ দেখিয়ে পবন খেড়ার কৌঁসুলি অভিষেক মনু সিংভি ৮ এপ্রিল তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে তাঁর মক্কেল (পবন খেড়া)-কে অগ্রিম জামিন প্রদানের আবেদন জানিয়ে এই মামলায় গ্রেফতারি থেকে সুরক্ষা চেয়েছিলেন।১০ এপ্রিল তেলেঙ্গানা হাইকোর্কের বিচারপতি সুজানা কালাসিকামের আদালত পবন খেড়ার জামিন আবেদনের শুনানিকালে সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষার কথা উল্লেখ করে কিছু শর্ত বেঁধে দিয়ে এক সপ্তাহের অন্তর্বর্তী ট্রানজিট অগ্রিম জামিন মঞ্জুর করেছিল।তেলেঙ্গানা উচ্চ আদালত জামিন মঞ্জুর করে নির্দেশ দিয়েছিল, পবন খেড়াকে গ্রেফতার করা হলে ব্যক্তিগত মুচলেকায় তাঁকে জামিনে মুক্তি দিতে হবে। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে, প্রযোজন অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উপস্থিত থাকতে হবে, নির্দিষ্ট আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশ ছাড়তে পারবেন না ইত্যাদি।এদিকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত এক সপ্তাহের অন্তর্বর্তী জামিনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জনিয়ে ১২ এপ্রিল ভারতের সুপ্রিম কোর্টে অসম সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী শুভদীপ রায় আবেদন দায়ের করেছিলেন।গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের বরিষ্ঠ আইনজীবী বিজন মহাজন বলেন, মঙ্গলবার ১৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেকে মহেশ্বরী এবং অতুল এস চন্দ্রকরের বেঞ্চ অসম সরকারের দায়েরকৃত আবেদনের শুনানি শেষে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের এক সপ্তাহের ট্রানজিট অগ্রিম জামিনের আদেশ স্থগিত করেছে।অসম সরকারের পক্ষে সওয়াল করেছেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা। যুক্তি প্রদর্শন করে আদালতকে সলিসিটর জেনারেল মেহেতা বলেন, পবন খেড়া কেন অসমের পরিবর্তে তেলেঙ্গানার আদালতে গিয়েছিলেন তার যথাযথ ব্যাখ্যা দেননি। ' শপিং' সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, অতীতে শীর্ষ আদালত এ ধরনের প্রক্রিয়াকে নিরুসাহিত করেছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতার যুক্তি-ব্যাখ্যা শুনে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানায়, খেড়া যদি অসমের উপযুক্ত আদালতে অগ্রিম জামিনের জন্য আবেদন করেন, তা-হলে এই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ তাঁর আবেদন বিবেচনায় কোনও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।শুনানিকালে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের আদেশে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। বিচারপতি জেকে মহেশ্বরী মন্তব্য করেন, ' আর সারপ্রাইজড' (আমরা বিস্মিত)।

রাশিফল

মেষঃআপনি ভ্রমণ করার পক্ষে খুবই দুর্বল তাই দীর্ঘ যাত্রা এড়ানোর চেষ্টা করুন। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু খরচ বৃদ্ধির ফলে আপনার সঞ্চয় করা কঠিন হবে। আপনার সন্তানসন্ততিদের জন্য কিছু বিশেষ পরিকল্পনা করুন।।

বৃষঃ যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।

মিথুনঃ আপনি ভ্রমণ করার পক্ষে খুবই দুর্বল তাই দীর্ঘ যাত্রা এড়ানোর চেষ্টা করুন। আপনি আজকে ভাল অর্থ উপার্জন করবেন- কিন্তু খরচ বৃদ্ধির ফলে আপনার সঞ্চয় করা কঠিন হবে।।

কর্কট রাশি ঃ আজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন। শুভ দিন হবে।

সিংহঃ আজকের দিনটা সিংহ রাশির জন্য অনেক উৎসাহে ভরা থাকবে। এই সময়ে আপনার এনার্জি আর আত্মবিশ্বাস একদম চূড়ায় থাকবে, যার জন্য আপনি যেকোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে

কন্যাঃপ্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। যদিও আপনার আঙুল গলে টাকা বেরিয়ে যাবে-তাহলেও আপনার সৌভাগ্যশালী নক্ষত্রগুলি টাকার প্রবাহ বজায় রাখবে। পুরোনো যোগাযোগ এবং বন্ধুরা সহায়ক হবে।

তুলাঃ আজকের দিনটা ভারসাম্য আর শান্তির। সম্পর্কগুলোর মধ্যে ইতিবাচকতা বাড়বে, আর প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলা আনন্দ দায়ক হবে। আর্থিক উন্নতি হবে।

বৃশ্চিকঃ আজকের দিনটা নতুন সম্ভাবনা আর সুযোগে ভরা থাকবে। আপনার অন্তর্দৃষ্টি আর সচেতনতা আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। ব্যসায় লাভ হবে।

ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা আর সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনি আপনার আইডিয়া গুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন এবং এটা আপনার কাজে নতুন এনার্জি আনবে।

মকরঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক হবে। আপনার কাছের সম্পর্কগুলো আরও ভাল হবে এবং আপনি প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে আনন্দ পাবেন।

কুম্ভঃ আজকের দিনটা মিশ্র হবে। আপনার ক্রিয়েটিভিটি আর সোশ্যাল কথাবার্তা বাড়বে। আজ আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, তাই আপনার মনের ভাব খোলামেলা ভাবে শেয়ার করার চেষ্টা করুন।।

মীনঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে আসবে। আপনার ভিতরে একটা পজিটিভ এনার্জি থাকবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্য অর্জন করতে মোটিভেট করবে। শুভদিন

আবহাওয়া

হাঁসফাঁস গরমের মধ্যে অবশেষে স্বস্তি। ফের বৃষ্টিতে ভিজল দক্ষিণবঙ্গ। বৃহস্পতিবার সকালে কালো মেঘে ঢেকে যায় শহর ও শহরতলির আকাশ। শুরু হয় বৃষ্টিও। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত পশ্চিমের জেলাগুলিতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। তবে, ১৮ এপ্রিলের পর ফের শুষ্ক থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া। বা।বে গরম ও অস্বস্তি। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ১৬-১৭ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পুরুলিয়া, বাঁকু।, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এই সমস্ত জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বইবে দমকা হাওয়া। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, ১৮ এপ্রিল থেকে ফের শুষ্ক থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১৬-১৭ তারিখের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪৫ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে বৃহস্পতিবার খবর সূত্র থেকে জানা যায় মনে হয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫২মিনিট এবং রাত ১২ টা ৫১ মিনিটে। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫১মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ২৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৮মিনিটে হতে পারে।

পাকিস্তানে জঙ্গি নেতা মাওলানা আমির হামজার ওপর গুলিচালনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ পাকিস্তানে জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন ও জামাত-উদ-দাওয়ার শীর্ষ নেতা মৌলানা আমির হাংজা-র ওপর হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা তাঁর গাড়িকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে প্রাথমিক সূত্রে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটে যখন হামজা নিজের গাড়ির ভিতরে ছিলেন। হামলাটি পূর্বপরিকল্পিত বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন কিনা বা তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থা কী;তা এখনো স্পষ্ট নয়। মাওলানা আমির হামজা দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের জিহাদি নেটওয়ার্কে একজন গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শিক মুখ হিসেবে পরিচিত। তিনি হাফিজ সঈদ-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন এবং লস্কর-ই-তৈবার মতাদর্শ ও প্রচার কাঠামো গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর এই প্রভাব ও অবস্থানের কারণে তিনি শুধু সংগঠনের মধ্যেই নয়, বৃহত্তর নিরাপত্তা পরিসরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং বিস্তারিত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

নিজের ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে 'হুমকি' কল পেলেন তৃণমূল যুব নেতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ ভোটের মুখে নিজের ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে 'হুমকি' কল পেলেন তৃণমূল যুব নেতা, বেলুড় থানায় অভিযোগ দায়ের। আসন্ন ভোটের মুখে বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই 'প্রাণনাশে'র হুমকি পান হাওড়া জেলা সদরের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি ভীম পাণ্ডে। তাঁর অভিযোগ, তিনি বালিতে দলীয় প্রার্থীর প্রচার সেরে আসার পর ফোন খোলার পরই ওই উস্কানিমূলক ও হুমকিমূলক ফোন কল পান। এদিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ তাঁর ফেসবুক মেসেঞ্জারে ওই কল আসে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় হুমকি দেওয়া হয়। ফোনে শাসানো হয়, তিনি যেন বেশি 'বাড়াবাড়ি' না করেন। এবং বালিতে রাজনৈতিক কাজ করতে হলে বিজেপির হয়ে প্রচার করেন। এই ঘটনার পরই ভীম পাণ্ডে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে বেলুড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই একটি জিডি করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ফোনটির উৎস বিহার হতে পারে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

বেপরোয়া যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের পোস্টে ধাক্কা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি, ১৬ এপ্রিল ঃ বেপরোয়া যান চলাচল দিন দিন বেড়ে চলেছে। আর বাংলা নববর্ষের শুরু থেকে পথ দূর্ঘটনা জয়নগর ও কুলতলির একাধিক জায়গায়। বুধবার ভোরে জয়নগর থানার মলিঘাটি এলাকার পর রাতে মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা ঘটে গেল কুলতলি থানার কেল্লার সন্নিকট এলাকায়। বুধবার রাতে তিন বন্ধু মিলে কেল্লা থেকে ব্যানার্জীর চকে বাড়িতে ফিরছিলো একটি মোটরসাইকেলে। প্রত্যেককেই মদ্যপান করেছিলো বলে জানা যায়। আর নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি বিদ্যুৎ এর পোস্টে তারা ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়ে। আশেপাশের মানুষ ছুটে এসে তাদেরকে উদ্ধার করে জয়নগর পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় একজনকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানাতরিত করে চিকিৎসকেরা। আর কলকাতা যাবার পথে একজনের মৃত্যু ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম স্বপন দাস, বাড়ি জয়নগর থানার ব্যানার্জির চক এলাকায়। আর বাকি আহত দুই জন হলো সমীর হালদার ও আশিষ সরদার। ওদের ও বাড়ি ব্যানার্জীর চক এলাকায়।

প্রথম দফার আগেই আদালতে স্বস্তি পবিত্র করের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ কলকাতা নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেই বড় স্বস্তি পেলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পবিত্র কর। হুমকি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় আপাতত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নিতে পারবে না পুলিশ; এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে কোনও বাধা নেই বলেও স্পষ্ট করেছেন বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ সামনে আসতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে শাসক শিবির। ঘটনার সূত্রপাত গত ৬ এপ্রিল। অভিযোগকারী নন্দীগ্রামের কৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দা বুদ্ধদেব গিরি। তাঁর দাবি, সেদিন নিজের বাড়ির কাছে বসে থাকাকালীন ওই এলাকা দিয়ে দলবল নিয়ে যাচ্ছিলেন পবিত্র কর। সেই সময় তাঁকে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে বলা হয়। কিন্তু তিনি সেই স্লোগান দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বুদ্ধদেবের দাবি, তাঁর কাছ থেকে ৩ হাজার ৭০০ টাকা ছিনতাই করা হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই নন্দীগ্রাম থানায় পবিত্র কর-সহ মোট চার জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। ঘটনার পরই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ভোটের ঠিক আগে এমন অভিযোগে চাপে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী। পরিস্থিতি সামাল দিতে গত ১০ এপ্রিল হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন পবিত্র কর। তাঁর আইনজীবী এফআইআর খারিজের দাবি জানান এবং দ্রুত শুনানির আবেদন করেন। সেই প্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার বিচারপতি অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। শুনানির পর আদালত জানায়, আপাতত পবিত্র করের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পুলিশি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। অর্থাৎ গ্রেফতারি বা জোরালো আইনি পদক্ষেপ থেকে তিনি আপাতত সুরক্ষিত থাকছেন। তবে একই সঙ্গে আদালত স্পষ্ট করে দেয়, তদন্ত প্রক্রিয়া বন্ধ করা যাবে না। ফলে পুলিশ ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। এই রায়ের ফলে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা গিয়েছে। নন্দীগ্রাম এমনিতেই রাজ্যের অন্যতম 'হটস্পট' হিসেবে পরিচিত। সেখানে এবারের লড়াই আরও তীব্র, কারণ মুখোমুখি হচ্ছেন দুই 'ভূমিপুত্র'; তৃণমূলের পবিত্র কর এবং বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রামে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রভাব থাকলেও পবিত্র করও ওই এলাকায় যথেষ্ট পরিচিত মুখ। ফলে এই আসন ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। রাজনৈতিক ইতিহাসও এই লড়াইকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। একসময় পবিত্র কর ছিলেন শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় শুভেন্দুর সঙ্গে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। প্রায় এক বছর পর বিজেপির প্রতি মোহভঙ্গ হয়ে রাজনীতি থেকে কিছুটা দূরে সরে যান পবিত্র কর। পরবর্তীতে হঠাৎই গত ১৭ মার্চ তৃণমূলে যোগ দেন তিনি, তাও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর হাত ধরে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁর এই যোগদান রাজনৈতিক মহলে চমক সৃষ্টি করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান মামলা ও হাই কোর্টের রায় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শাসক শিবির নন্দীগ্রামে 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা' তোলার কৌশল নিয়েছে। অর্থাৎ শুভেন্দু অধিকারীর প্রভাব খর্ব করতে তাঁরই প্রাক্তন ঘনিষ্ঠকে প্রার্থী করা হয়েছে। ফলে লড়াই শুধু দলীয় নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনও এখানে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে। হাই কোর্টের নির্দেশের পর আপাতত আইনি স্বস্তি পেলেও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ কিন্তু কমেনি পবিত্র করের সামনে। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই এই অভিযোগকে হাতিয়ার করে আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে। অন্যদিকে তৃণমূল শিবির এই রায়কে তাদের পক্ষে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে এবং প্রচারে তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে। আদালতের এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ পরিস্থিতিকে সাময়িকভাবে শান্ত করলেও ভোটের ময়দানে তার প্রভাব কতটা পড়বে, সেটাই এখন দেখার।

মাসে ৩ হাজার টাকা, স্টার্ট-আপে ১০ লক্ষ, আরও কী রয়েছে বিজেপির যুবশক্তি ভরসা কার্ডে ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ কলকাতা ইস্তাহারে নারী ও যুব শক্তির বিকাশে জোর দিয়েছে বিজেপি। একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সেই মর্মে বিজেপি গতকাল নববর্ষে মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড প্রকাশ করেছিল। আর এবার যুবদের ভোট নিজেদের ঝুলিতে টানতে আজ যুবশক্তি ভরসা কার্ড প্রকাশ করল বিজেপি। নিউটাউনের হোটেলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী টেনিস তারকা ও বিজেপি নেতা লিয়েন্ডার পেজ এবং বেজিং অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী বক্সার বিজেন্দ্র সিং-এর উপস্থিতিতে প্রকাশ করা হল যুবশক্তি কার্ড।

যুবশক্তি কার্ডে কী কী রয়েছে?

যুবশক্তি কার্ডের মাধ্যমে যুবসমাজের জন্য একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এটি নতুন কোনও প্রকল্প নয়। মূলত বিজেপির সঙ্কল্পপত্রের ভিত্তিতে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছে, তার গ্যারান্টি হিসেবেই এই যুবশক্তি কার্ড প্রকাশ করা হয়েছে। কী কী বলা হয়েছে যুবশক্তি কার্ডে, জেনে নিন -

যতদিন না চাকরি পাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে প্রত্যেক যুবককে।

শিল্প হবে, বিনিয়োগ হবে। আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান হবে।

প্রতি বছর এসএসসি, টেট-সহ নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

সরকারি চাকরির বয়স সীমায় ৫ বছরের ছাড়।

স্টার্ট আপ করতে চাইলে আর্থিক সাহায্য করবে বিজেপি। ৫ লক্ষ যুবক-যুবতিদের ১০ লক্ষ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

কী বললেন লিয়েন্ডার পেজ?

টেনিস তারকা ও বিজেপি নেতা লিয়েন্ডার পেজ এদিন জানান, গত ১৫ বছরে রাজ্যের অর্থনীতি, শিক্ষা, চাকরির অবস্থা খুব খারাপ। বাংলা ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে যুবসমাজ। কেউ কাজের জন্য যাচ্ছেন। কেউ আবার উচ্চশিক্ষার জন্য মুম্বই, দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর চলে যাচ্ছে। এখানে কত স্টার্টআপ হয়েছে? নারীরা আদৌ কত সুরক্ষিত? চাইলেও যুবসমাজ তাঁর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন না। পুরনো বাংলাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই যুব সমাজকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতেই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে মোদী সরকার। গতকালই মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড প্রকাশ করেছে বিজেপি। সঙ্কল্পপত্র অনুযায়ী মাসে মহিলাদের ৩০০০ হাজার আর্থিক সহায়তা করা হবে। মহিলাদের সাবলম্বী করতেই এই কার্ড প্রকাশ করা হয়েছে। সঙ্কল্পপত্রে বিজেপির প্রতিশ্রুতি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার। ক্ষমতায় এলে এই প্রকল্প চালু করা হবে। সরকারি বাসেও মহিলাদের যাতায়াত বিনামূল্যে চালু হবে।

আমেরিকা ও ইরানের শান্তি বৈঠকের হোটেলের বিল মেটাতে পারছে না পাকিস্তান

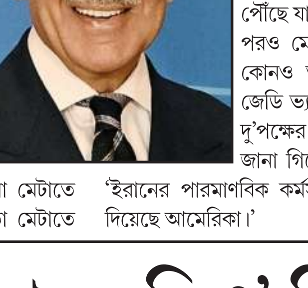

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ পাকিস্তানের অর্থনৈতি যে একদম তলানিতে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই দেশ খুবই বিলাসবহুল হোটেলে আয়োজন করেছিল শান্তি বৈঠকের। এখন পড়েছে সমস্যায়। শনিবার ইসলামাবাদের একটি বিলাসবহুল হোটেলে উপস্থিত হয়েছিলেন দু'দেশের প্রতিনিধিরা। কিন্তু সেই হোটেলের বকেয়া মেটাতেই নাভিশ্বাস অবস্থা শাহবাজ শরিফ সরকারের। এমনটাই দাবি করা হয়েছে একটি রিপোর্টে। ইসলামাবাদের বিলাসবহুল হোটেলগুলির মধ্যে অন্যতম হল সেরেনা। প্রায় ১৫ একর জমিতে অবস্থিত এই হোটেলে মোট ৪০০টি ঘর রয়েছে। রয়েছে একাধিক ব্যাঙ্কোয়েট হলও। ভাড়া হাজার হাজার টাকা। এখানেই বসেছিল ইরান-আমেরিকার শান্তি বৈঠক। সাম্প্রতিক রিপোর্টটিতে দাবি করা হয়েছে, হোটেলের বকেয়া মেটাতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় পাক সরকারকে। কিন্তু তারপরও তারা তা মেটাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত হোটেলের কর্ণধারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সূত্রের খবর, তিনিই বকেয়া মেটান। প্রায় ৪০ দিন যুদ্ধ চলার পর ২ সপ্তাহের সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে ইরান-আমেরিকা। এই সময়সীমার মধ্যে সংঘর্ষবিরতি যাতে স্থায়ী হয়, সেই চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছিল দু'দেশ। সেই লক্ষ্যে শনিবার শান্তি বৈঠকে যোগ দিতে ইসলামাবাদে পৌঁছে যান দু'দেশের প্রতিনিধিরা।কিন্তু ২১ ঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠকের পরও মেলেনি কোনও সমাধান সূত্র। বৈঠক নিয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আনতে চাননি মার্কিন উপ রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যান্স। তবে প্রধানত ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে দু'পক্ষের অসম্মতির কারণেই এই আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইসলামাবাদে সাংবাদিক বৈঠকে ভ্যান্স বলেন, 'ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রগুলি আগেই ধ্বংস করে দিয়েছে আমেরিকা।'

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি ?' বিজেপি কর্মীকে মারধর, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকির অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ নিজস্ব সংবাদদাতা, রানাঘাট ভোটের মুখে ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত নদিয়ার রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভা এলাকা। বিজেপি করার 'অপরাধে' এক কর্মীকে মারধর, এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীর বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধীর মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তাহেরপুর থানার অন্তর্গত কালিনায়নপুর-পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের চক কৃষ্ণপুর শর্মাপাড়া এলাকায় বুধবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। আক্রান্ত মলয় শর্মার দাবি, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সক্রিয় কর্মী। প্রতিদিনের মতোই ফুচকা বিক্রি সেরে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় পাড়ায় ঢোকার মুখে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা দীপা দাসের স্বামী জানকীকান্ত দাস কয়েকজনকে নিয়ে তাঁর উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। মলয়ের অভিযোগ, তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, বিজেপির এক শক্তি প্রমুখের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের। ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা। বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা তাহেরপুর থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হন এবং অভিযুক্তের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি তোলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে নামে পুলিশ বাহিনী। পরবর্তীতে রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় থানায় গিয়ে আক্রান্তের পাশে দাঁড়ান। তিনি প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কড়া বার্তা দেন; 'এভাবে চলতে পারে না। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।' অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন অভিযুক্ত জানকীকান্ত দাস। তাঁর দাবি, ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে উপস্থিতই ছিলেন না। তাঁর কথায়- 'আমার নামে মিথ্যে অপপ্রচার করা হচ্ছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই।' পাল্টা তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে দাবি করেন, সাম্প্রতিক কিছু অশান্তির ঘটনার সঙ্গেও বিজেপির যোগ থাকতে পারে। এদিকে, ঘটনার জেরে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে পুলিশ প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে তাহেরপুর থানার পুলিশ। ভোটের আগে এই ধরনের সংঘর্ষ ফের আইনশৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।

দুই শতাধিক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ১৬ এপ্রিল ঃ প্রায় দুই শতাধিক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান। তৃণমূল প্রার্থী সমর মুখার্জির হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন প্রভাবশালী নেতা আলমগীর শেখ। বিগত পঞ্চায়েত ভোটে আলমগীর শেখ নির্দলের প্রার্থী হয়ে লড়াই করেছিলেন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যজুড়ে উন্নয়নের নিরিখে এবং বিজেপির এস আই আর এর চক্রান্তের বিরুদ্ধে আজ শতাধিক কর্মীদের নিয়ে রতুয়ার বাহারালে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল প্রার্থী বর্ষিয়ান নেতা সমর মুখার্জির হাত ধরে যোগদান করেন। এবং আগামী দিনে রতুয়া বিধানসভায় যে আবারো বিপুল ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হতে চলেছে তাও জানিয়ে দেন।

উত্তরবঙ্গের একাধিক ভোটকেন্দ্রে বাড়তি নিরাপত্তা কমিশনের

দুরন্তবার্তা, সুমন দে, ১৬ এপ্রিল ঃ রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের একাধিক ভোটকেন্দ্র ঘিরে নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি সতর্কতা নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। যেসব ভোটকেন্দ্রে পাঁচিল নেই এবং আশপাশ জঙ্গল বা ঝোপঝাড়ে ঘেরা, সেই সব বুথে এবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের কেন্দ্র গুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে অস্থায়ী বাঁশের বেড়া তৈরি করা হবে। ওই বেড়ার ভিতরেই থাকবে ভোটকেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা মোতায়েন থাকবেন। এর ফলে বাইরে থেকে সহজে কেউ বুথ এলাকায় ঢুকতে পারবেন না। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, শুধুমাত্র বৈধ ভোটার পরিচয়পত্র থাকলেই ভোটাররা ওই নির্দিষ্ট বেড়ার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন। অন্য কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। পর্যবেক্ষকদের রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ধরনের সব বুথকেই সংকট প্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই কারণেই সেখানে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ওয়েবকাস্টিং ও নজরদারি ব্যবস্থায় কড়া অবস্থান কমিশনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ নির্বাচন কমিশন প্রথম দফার ভোটের আগে ওয়েবকাস্টিং ও নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে কড়া অবস্থান নিচ্ছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের তরফে মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ৬৪২টি 'শ্যাডো জোন' চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে স্বাভাবিক ওয়েবকাস্টিংয়ে সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ২৬২টি জোনে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, ফরাক্কা ও আলিপুর এলাকায় সবচেয়ে বেশি শ্যাডো জোন রয়েছে। এই সমস্ত এলাকায় বিশেষ ক্যামেরা বসানো হচ্ছে, যাতে সিম কার্ড ব্যবহার করে সরাসরি সংযোগ বজায় রাখা যায়। ফলে মনিটরিংয়ে কোনও বিঘ্ন ঘটবে না বলেই কমিশনের দাবি।কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উঠলে তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট জওয়ানকে সাসপেন্ড করা থেকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার মতো কঠোর পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে। নজরদারি আরও জোরদার করতে ইসিআই সদর দফতর এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের অফিসে বিশেষ স্ক্রিন বসানো হচ্ছে। প্রতিটি রিটার্নিং অফিসারের জন্য আলাদা মনিটরিং স্ক্রিন থাকবে। এই পুরো ব্যবস্থার তদারকিতে ১৫ থেকে ২০ জন আইপিএস আধিকারিককে নিয়োগ করা হচ্ছে। এ বার নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারও বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। ওয়েবকাস্টিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে বুথের পরিস্থিতি রিয়েল টাইমে বিশ্লেষণ করা হবে। কোনও বুথে চারজনের বেশি ভোটার একসঙ্গে উপস্থিত থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে নজরে আসবে। একই ভাবে ইভিএমের কাছে একজনের বেশি লোক থাকলেও সতর্কবার্তা পাঠানো হবে।

একদিনের নোটিশে এত বড় জনসভা ... অভিষেক ব্যানার্জী হলে ডবল বিরিয়ানির প্যাকেট দিতে হতো

দুরন্তবার্তা, শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের বাকি হাতে মাত্র কয়েকটা দিন তার আগে প্রচারে ঝড় তুলছে শাসক থেকে বিরোধী সকলেই। জেলা জুড়ে হেবি ওয়েট প্রার্থীদের রমরমা। বৃহস্পতিবার শীতলকুচি বিধানসভার অন্তর্গত গোপালপুর অঞ্চলের হাসপাতাল সংলগ্ন ময়দানে শীতলকুচির বিজেপি প্রার্থী সাবিত্রী বর্মনের সমর্থনে জনসভা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এই জনসভাকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছিল তার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বেশ খানিকটা বেশি ছিল। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুরুতেই তিনি বলেন আমি একদিন আগে জানিয়েছিলাম জনসভায় আসব তাতেই যে বিপুল জনসমাগম দেখতে পাচ্ছি। এই জনসমাগম যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদিনের নোটিশ করতে হতো তাহলে প্রত্যেককে ডবল বিরিয়ানির প্যাকেট দিতে হতো। মঞ্চ থেকেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়া দেন তিনি। বলেন যেদিকেই যাচ্ছি একটাই দেওয়াল লিখন লক্ষীর ভান্ডার ৫০০ থেকে বাড়িয়ে হাজার হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৫০০। ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিলেন আর কি কিছু লেখার ছিল না। বিজেপি ক্ষমতায় আসলে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে আমরা তিন হাজার টাকা দেব। পাশাপাশি গর্ভবতী মায়েদের জন্য দেওয়া হবে ২১ হাজার টাকা। তুমি আরো বলেন শীতলকুচি সীমান্তবর্তী এলাকা। বিজেপি ক্ষমতায় আসলে একটি অনুপ্রবেশ হবে না আর যারা এসেছে তাদেরকে ফেরত যেতে হবে। তৃণমূলের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন যারা বিজেপি-দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছেন ভোট দিতে যাবেন না তারা সাবধান হয়ে যান ৫ তারিখের পর বিজেপির পুলিশ আসলে আপনাদের উল্টো করে ঝুলিয়ে সোজা করে দেওয়া হবে।

বারুইপুরে বস্তাবন্দী খুনের কিনারা, গ্রেফতার প্রেমিক ও দাদা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ বারুইপুরে বস্তাবন্দী খুনের কিনারা করলো পুলিশ ৭২ ঘন্টার মধ্যে। প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠলো বারুইপুরে। বাড়িতে ডেকে শারীরিক সম্পর্কের পর প্রেমিকাকে খুন করে দেহ বস্তাবন্দী করে জলাশয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ প্রেমিকের বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত প্রেমিক ও তার দাদাকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, রায়দিঘী থানা এলাকার বাসিন্দা রুকসানা খাতুনের সঙ্গে ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয় মেহেরাজ হোসেনের। মেহেরাজ বিবাহিত এবং তার সন্তানও রয়েছে, যদিও তা গোপন রাখা হয়েছিল। বারুইপুরের পদ্মপুকুর এলাকায় ভাড়া বাড়িতে দাদা মেহেবুব হোসেনের সঙ্গে থাকত সে। ঘটনার দিন অর্থাৎ রবিবার বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে রুকসানাকে ডেকে আনে মেহেরাজ। তদন্তে উঠে এসেছে, বিয়ের জন্য চাপ ও আর্থিক লেনদেন নিয়ে দুজনের মধ্যে অশান্তি হয়। সেই অশান্তি থেকে বচসার একপর্যায়ে মানিব্যাগে থাকা ব্লেড দিয়ে রুকসানার গলা কেটে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর দেহ বস্তাবন্দী করে ঘরেই রাখা হয়। রাতে দাদা বাড়ি ফিরলে তাকে বিষয়টি জানানো হয়। পরে একটি গাড়িতে করে ধোপাগাছির একটি জলাশয়ে দেহ ফেলে দেওয়া হয়। সোমবার সকালে স্থানীয়রা দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় এবং তদন্ত শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে গাড়িটিকে শনাক্ত করা হয়। ঘটনার পর অভিযুক্তের দাদা পরিবার নিয়ে বকখালিতে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। মেহেরাজকে বড়বাজারের একটি লুঙ্গি কারখানা থেকে ডেকে এনে গ্রেফতার করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রুকসানার দাদার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত দুজনকে বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকমা আদালতে পেশ করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আক্রান্ত বিজেপি কর্মীকে নিয়ে হাসনাবাদ থানায় রেখা পাত্র

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ১৬ এপ্রিল ঃ হাসনাবাদের পাটলীখানপুরে বেলেডাঙায় নির্বাচনী প্রচার চালানোর সময় তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গী সাথীরা এক বিজেপি কর্মীকে মারধোর করে বলে অভিযোগ। বিজেপি কর্মী সুব্রত মন্ডলের কাছে তৃণমূলের হয়ে ভোট চায় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। তখনই সে বেহাল রাস্তা ঘাটের কথা উল্লেখ করেন। আর তার পরই তাকে মারধোর করা হয়, তাকে ঠেকাতে আসলে তার বাবাকেও মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। ৪ তারিখের পর ঘর লুঠের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। ১৩ তারিখ সকালে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ করলেও এখনও রিসিভ মেলেনি। অভিযোগ বুধবার তারা ফের এসে হুমকি দেয় সুব্রত মন্ডল ও তার পরিবারকে। বৃহস্পতিবার ঘটনার বিবরণ জানিয়ে, ওই আক্রান্ত সমর্থকদের নিয়ে হাসনাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করতে আসেন হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। আইনানুগ পদ্ধতিতে দোষীদের শাস্তির দাবি করেন রেখা। অপরদিকে তৃণমূল প্রার্থী আনন্দ সরকার বলেন, ওই ব্যক্তি নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ছিলো, অশ্লীল কথাবার্তা বলছিলো। এতটাই বাজে কথা বলছিলো যেটা ভদ্র সমাজের মানুষ করতে পারেনা। তিনি ওখান থেকে চলে এসেছিলেন, পিছনে যারা ছিলো তাদের সঙ্গে মুখ বচসা হয়। মানুষ থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন, কোথায় কি কেস করা যাবে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষ দু হাত তুলে তৃণমূল কংগ্রেসকে আশীর্বাদ করবে এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বিজেপি ক্ষমতায় আসলে আমি এখানেই আসবো মাছ মাংস খেতে, সেদিন দিদিকেও নেমন্তন্ন করব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার, ১৬ এপ্রিল ঃ কোচবিহার এক ব্লকের ফলিমারী অঞ্চলে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোসের সমর্থনে জনসভা করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। হেমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য শোনার জন্য উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত। হেলিকপ্টারে করে মঞ্চের পাশে থাকা হেলি পেটে নেমে মঞ্চে উপস্থিত হতেই মামা মামা বলে চিৎকার শুরু হয় কর্মী সমর্থকদের মধ্য থেকে। বরণ-পর্ব শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উপড়ে দেন তিনি। তিনি বলেন - দিদি বলেছেন বিজেপি ক্ষমতায় আসলে মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে এটা কি রকম কথা। অসমে বিজেপি ক্ষমতায় আছে সেখানে কি মানুষ মাছ মাংস খায় না। তবে ক্ষমতায় আসলে দিদির অসুবিধা হবে। কারণ বিজেপি ক্ষমতায় আসলে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়ে যাবে। ত্রিপুরা অসম আর পশ্চিমবঙ্গ যদি বিজেপির শাসিত রাজ্য হয় সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সীমানা কাটা তার দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সেখানে কারেন্ট বসিয়ে দেওয়া হবে যারা আসবেন ওখানেই টের পাবেন। একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন অসমে আমি অনেক জায়গা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে দিয়েছি তারা প্রথমে সমস্যা করছিল পরে ট্রিটমেন্ট দেওয়াতে সব ঠিক হয়ে গেছে। এরাজ্যে অনুপ্রবেশ একটা বড় সমস্যা কারণ রাজ্যের অনুপ্রবেশকারীদের দিদিমণি নতুন বউয়ের মতন আদর যত্ন করেন। যদি সন্তানদের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে হয় আগামী দিনে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয় তাহলে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি আরো বলেন রাজ্যের সরকার একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে আর মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য তার সিকি ভালো নয়। অসম অনেক ছোট রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ অনেক বড় যদি অসমে হয় তবে কেন পশ্চিমবঙ্গে নয়। অসমে মা-বোনেদের ক্ষুদ্র লোন মুকুব করে দিয়েছে। নির্দিষ্ট আইন আনা হচ্ছে ব্যক্তির বেশি বিয়ে কেউ করতে পারবে না। তিনি বলেন বিজেপি ক্ষমতায় আসলে মাছ মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে এটা ঠিক নয় অসমে বিজেপি ক্ষমতায় আছে এবং সকলে প্রচুর মাছ মাংস খাচ্ছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে উদ্দেশ্য করে বলেন - অসমে আসুন প্রচুর মাছ মাংস খাওয়াবো। বক্তব্য শেষে তিনি বলেন রাজ্যে বিজেপি সরকারকে নিয়ে আসুন আপনারা হয় আসামে আসবেন না হয় আমি এই জায়গায় আবার আসবো একসাথে মাছ মাংস দিয়ে খাওয়া হবে সেদিন দিদিমণিকে আমরা নিমন্ত্রন্ন করব। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য রীতিমতো উচ্ছ্বাস চোখে পরে করবি সমর্থকদের মধ্যে। যদিও বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলার ঘোকসারডাঙ্গা এবং দিনহাটায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সভা থাকার কারণে অনেক কর্মী সমর্থক সভাস্থলে আসতে পারেননি। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গাড়ি অটো ও টোটো আগে থেকেই শাসক দল নিয়ে নিয়েছিল। মঞ্চে প্রার্থীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কোচবিহার জেলার কার্যকর্তারা। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোস অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে নিজের হাতে লেখা একটি বই উপহার হিসেবে দেন। হেমন্ত বিশ্ব শর্মার জনসভা কে কেন্দ্র করে মোতায়েন করা হয়েছিল বিরাট কেন্দ্রীয় বাহিনী।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৩৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩ বৈশাখ, ১৪৩৩

নারীশক্তি

নারীশক্তি। সময়টা ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি, কলকাতা গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসে সেদিন দুপুরবেলা তুলকালাম কাণ্ড! স্পেশাল অফিসার গোল্ডি সাহেবের গালে সপাটে চড় কষিয়েছে বছর ত্রিশের এক বন্দিনী। দ্বিতীয় চড়টি মারবার আগেই অবশ্য তাঁর হাত চেপে ধরেছেন অফিসের অন্য কর্মীরা। সেই অবস্থাতে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত গর্জাচ্ছেন। এত বড় স্পর্ধা তোমাদের? আমাদের দেশের মানুষ পরাধীন বলে কি কোন মান-সম্মান নেই? চিঠিটা যদি ছিঁড়েই ফেলবে তবে লিখতে বলেছিলে কেন? তেজ দেখে তো সবাই থ! জেলে তাঁর ওপর লাগাতার পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন করে আছেন একুশ দিন। তবুও কোন দুর্বলতা নেই, মনোবল অটুট। এমনই দৃঢ়চেতা ছিলেন এই বাঙালি ঘরের বিধবা। অনেক খানাতল্লাশির পর রিষড়ার এই মহিলা বিপ্লবীকে পেশোয়ার থেকে গ্রেফতার করা হয় ১৯১৬ সালের প্রথম দিকে। তাঁকে রাখা হয়েছিল কাশীর এক পুরনো জেলে। সেখানে নানাভাবে অত্যাচার করেও বিপ্লবীদের বিষয়ে একটি কথাও বের করতে পারেননি কাশীর দুঁদে জেল সুপার জিতেন ব্যানার্জী। শরীরের গোপনাঙ্গে লঙ্কাবাটা অব্দি লাগানো হয়েছে জমাদারনীদের দিয়ে। কিন্তু টুঁ শব্দটি বের করা যায়নি তাঁর মুখ থেকে। শেষ চেষ্টা হিসেবে তাঁকে স্যাঁতসেঁতে আলো বাতাস হীন এক আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে একাকি আটকে রাখা হয়েছিল দিনের পর দিন। তবুও মুখ থেকে একটি কথাও বের করা যায়নি। অসুস্থ হয়ে পড়ায় এরপর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। জেল থেকে রোজকারের মত সেদিনও তাঁকে জেরা করার জন্য গোয়েন্দা অফিসে আনা হয়েছিল। সাহেব তাঁকে বারবার অনশন তুলে নেবার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে বসলেন,তঅনশন তুলে নিতে পারি একটি শর্তে। আমাকে বাগবাজারে শ্রীসারদা মা'র কাছে রেখে আসতে হবে।দ সাহেব বললো চিঠিতে লিখে দিতে। তিনি চিঠি লিখলেন। এরপর মুচকি হেসে সাহেব চিঠিটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন বাজে কাগজের ঝুড়িতে। আর যায় কোথায়? তখনই ওনার গালে পড়ল সপাটে এক চড়! এক সাধারণ কালা চামড়া মেয়েছেলের এত স্পর্ধা! ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের ধারা প্রয়োগ হল তাঁর বিরুদ্ধে, রাজবন্দি হিসাবে প্রেসিডেন্সি জেলে চালান হলেন তিনি। বাংলার প্রথম রাজবন্দি এই মহিলা ছিলেন হাওড়া জেলার বালির এক সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। সেই সময়ের সামাজিক রীতি মেনে মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায় ১৯০৪ সালে স্বামী মারা গেলেন। বয়স তখন মাত্র ষোল। সেকালের আর পাঁচটা বাঙালি বিধবার মতো বাকি জীবনটা পুজোআচ্চা উপবাসে কাটিয়ে দেবার পাত্রী ছিলেন না তিনি। সামান্য লেখাপড়া ও জানতেন, তাই ঠাঁই হলোনা শ্বশুর বাড়িতে। বাপের বাড়ীতে ভাইপো অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি ছিলেন নামকরা বিপ্লবী,চরমপন্থী যুগান্তর পার্টির নেতা। তিনিই তাঁকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। শুরু হল তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির একজন সক্রিয় সহযোগী। ইনি হলেন ননীবালা দেবী।

সেই শান্তিনিকেতন নেই

আজ আর সে শান্তিনিকেতন নেই। তার মানে এ নয়, গুরুদেব নেই, দিনুবাবু নেই, ক্ষিতিমোহনবাবু ক্লাস নেন না। সে তো জানা কথা। কোম্পানির রাজত্ব, মহারানীর সরকারই যখন চলে গেল। তখন এরাও যে শালবীথি থেকে একদিন বিদায় নেবেন, সে তো আমাদের জানাই ছিল; কিন্তু এটা জানা ছিল না যে, আশ্রমের চেহারাটিও গুরুদেব সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। খুলে কই। তখন আশ্রমের গাছপালা ঘর-বাড়ি ছিল অতি কম। গাছের মধ্যে শালবীথি, বকুলতলা, আম্রকুঞ্জ আর আমলকি-সারি। বাস। হেথা-হোথা খানসাতেক ডরমিটরি, অতিথিশালা আর মন্দির। ফিরিস্তি কমপ্লিট। তাই তখনকার দিনে আশ্রমের যেখানেই বসো না কেন, দেখতে পেতে দূরদূরান্তব্যাপী, চোখের সীমানা-চৌহদ্দি ছাড়িয়ে-খোয়াইয়ের পর খোয়াই, ডাঙার পর ডাঙা-চতুর্দিকে তেপান্তরী মাঠ। ভোরবেলা সুজ্জিঠাকুরের টিকিট বেরুনোমাত্র সিটিও আমাদের চোখ এড়াতে পারত না। রাত তেরটার সময় চাদের ডিঙির গলুইখানা ওঠামাত্রই আমরা গেয়ে উঠতুম-চাঁদ উঠেছিল গগনে।' যাবে কোথায়, চতুর্দিকে বেবাক ফাঁক। আর আজ? গাছে গাছে ছয়লাপ। আম জাম কাঁঠাল খানদানী ঘরানারা তো আছেনই, তার সঙ্গে জুটেছেন যত সব দেশ-বিদেশের নাম-না-জানা কলো নীল হলদে ইয়াইয়া ফুলের গাছ। এখন আশ্রমের অবস্থা কলকাতারই মত। সেখানে পাচতলা এমারত সুজি-চন্দর ঢেকে রাখে, হেথায় গাছপালায়। ওই দূরদূরান্তে, চোখের সীমানার ওপারে তাকিয়ে থাকা ছিল আমাদের বাই। অবশ্য যারা লেখাপড়ায় ভাল ছেলে তারা তাকাত বইয়ের দিকে, আর আমার মত গবেটরা এক হাত দূরের বইয়ের পাতাতে চোখের চৌহদ্দি বন্ধ না রেখে তাকিয়ে থাকত সেই সুদূর বাটের পানে;তাকিয়ে আছে কে তা জানে। গুরুরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীমশাই মিশ্রজী কিছু বলতেন না। তারা জানতেন, বরঞ্চ একদিন শালতলার শালগাছগুলো নর-নরৌ-নিরাঃ, গজ-গজৌ-গজাঃ উচ্চারণ করে উঠতে পারে। কিন্তু আমাদের দ্বারা আর যা হোক, লেখাপড়া হবে না। অন্য ইস্কুল হলে অবশ্য আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত, কিন্তু তারা দরদ দিয়ে বুঝতেন, আমি বাপমা-খেদানো ছেলে, এসেছি। এখানে, এখান থেকে খেদিয়ে দিলে, হয় যাব ফাঁসি নয় যাব জেলে। এই দুরের দিকে তাকিয়ে থাকার নেশা আপনাদের বোঝাই কী প্রকারে? আমি নিজেই যখন সেটা বুঝে উঠতে পারি নি, তখন সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, এ-নেশাটা সাঁওতাল ছোঁড়াদের বিলক্ষণ আছে। আকাশের সুদূর সীমানা খুঁজতে গিয়ে তারা বেরিয়েছিল সাজে, তারপর অন্ধকার রাতে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিচুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

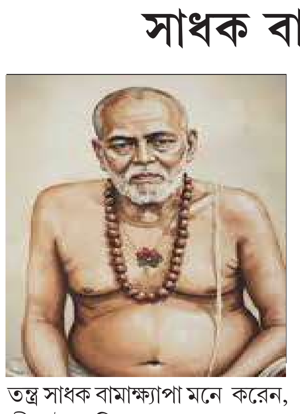

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। তারাপীঠের মা কালী সকলের জীবনকে রক্ষা করে থাকেন। তিনি কারোর জীবন নষ্ট করতে দেন না। তারাপীঠের মা.েরে নাম যিনি স্মরণ করেন তিনি আজীবন সকলের কাছে মহান হন।

বিশ্বভারতীর কলাভবনের সুমানকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেন শিল্পী নন্দলাল বোস

রবীন্দ্রকুমরা শীল

(শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী তখন সারা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সুনাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি নিজের পচ্ছন্দের সেরা শিল্পীদের স্থান সেখানে দিয়েছিলেন। নন্দলাল বোস তার মধ্যে অন্যতম। কলাভবনের সুনাম আনতে অধ্যক্ষ নন্দলাল

বোস অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর সময়ে বিশ্বভারতীতে যেসব প্রতিভাবান ছাত্ররা পড়াশুনা করতেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সৈয়দ মুজতবা আলি, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রথম চৌধুরী থেকে শুরু করে বিনোদ বিহারীসহ আরও অনেকে। পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও সেই সময়ে বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলেন। নন্দলাল বোসের জন্ম ১৮৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর পূর্ববিহারের হাভেলি-খড়গপুরে। তাঁর পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলায়। বাল্যকাল থেকেই তিনি চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। এ আগ্রহ থেকেই তিনি কলকাতার একটি চারুকলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এ বিদ্যালয়ে তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন শিষ্য হয়ে ওঠেন।)

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা সংঘে তিনি শিল্পকলার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন ও ১৯২২ এ কলাভবনের অধ্যক্ষ হন। ১৯৩৫-৩৭ সালে পর পর তিন বছর তিনি কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে শিল্প প্রদর্শনী ব্যবস্থা পকের দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত হরিপুরা সম্মেলনে তিনি লোকচিত্রের ধারাবাহী ৮৩টি পট প্রদর্শন করেন যা হরিপুরা পট নামে খ্যাত। ১৯৪৩ সালে তিনি বরোদার মহারাজের কীর্তিমন্দির অলঙ্কৃত করার দায়িত্ব লাভ করেন। এই কীর্তিমন্দিরের চারিদিকের এবং শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের দেয়ালচিত্র নন্দলাল বসুকে খ্যাতিমান করে তুলে। ভারতীয় সংবিধানের সচিত্র সংস্করণও নন্দলাল বসু অলংকৃত করেন। তার আঁকা ছোট ছোট ছবিগুলোতেও তার প্রতিভার এবং স্বাতন্ত্রের পরিচয় মেলে।

শেষ জীবনে নন্দলাল বসু তুলি-কালি এবং ছাপচিত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন এবং এক্ষেত্রে সাফল্যের পরিচয় দেন। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠের ছবিগুলিও তার আঁকা। তার বিখ্যাত চিত্রগুলির মধ্যে অন্নপূর্ণা, সতী, দার্জিলিং প্রভৃতি উল্লেখ্য।

.....কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ব্যক্তিপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন, ''--চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসুর নাম আমাদের দেশের অনেকেরই জানা আছে। নিঃসন্দেহে আপন আপন রুচি মেজাজ শিক্ষা ও প্রথাগত অভ্যাস অনুসারে তাঁর ছবির বিচার অনেকে অনেক রকম করে থাকেন। এরকম ক্ষেত্রে মতের ঐক্য কখনো সত্য হতে পারে না, বস্তুত প্রতিকূলতাই অনেক সময়ে শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ রূপে দাঁড়ায়। কিন্তু নিকট থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভালো করে জানবার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই সুযোগে যে-মানুষটি ছবি আঁকেন তাঁকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই শ্রদ্ধায় যে-দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ করে। শিল্পী ও মানুষকে একত্র জড়িত করে আমি নন্দলালকে নিকটে দেখেছি। বুদ্ধি, হৃদয়, নৈপুণ্য অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এরকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায়। তাঁর ছাত্র, যারা তাঁর কাছে শিক্ষা পাচ্ছে, তারা এ কথা অনুভব করে এবং তাঁর বন্ধু যারা তাঁকে প্রত্যহ সংসারের ছোটো বড়ো নানা ব্যাপারে দেখতে পায় তারা তাঁর ঔদার্যে ও চিত্তের গভীরতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট। নিজের ও তাঁদের হয়ে এই কথাটি জানাবার আকাঙ্ক্ষা আমার এই লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। এরকম প্রশংসার তিনি কোনো অপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমার নিজের মনে এর প্রেরণা অনুভব করি।" ১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী তাকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে। এই মহান চিত্রকর ১৯৬৬ সালের ১৬ই এপ্রিল ৭৯ বছর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতনে পরলোক গমন করেন।

শিষ্য বসু তাঁর ভারতীয় শৈলীর চিত্রকলার জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের অধ্যক্ষ হয়ে তিনি তার খ্যাতি বিশ্বজনীন করে তোলেন। তিনি ঠাকুর পরিবার এবং অজন্তার ম্যুরাল দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন; তাঁর ধ্রুপদী শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী, নারী এবং গ্রাম্য জীবনের দৃশ্যের চিত্র। আজ, অনেক সমালোচক তার চিত্রকর্মকে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক চিত্রকলার মধ্যে গণ্য করেন। ১৯৭৬ সালে, ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের অধীনস্থ ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ তার কাজকে সেই নয়জন শিল্পীর মধ্যে ঘোষণা করে, যাদের কাজ প্রাচীন নিদর্শন না হওয়া সত্ত্বেও, তাদের শৈল্পিক এবং নান্দনিক মূল্যের কারণে অতঃপর শিল্প সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। তাঁকে ভারতের সংবিধানের অলঙ্করণের কাজ দেওয়া হয়েছিল।

শৈশবের জীবন ঃ নন্দলালের পরিবারটি মূলত পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার জেজুরের অধিবাসী ছিল । তাঁর বাবা পূর্ণচন্দ্র বসু, সেই সময় দ্বারভাঙ্গা এস্টেটে কাজ করতেন। তাঁর মা ক্ষেত্রমণি দেবী ছিলেন একজন গৃহিণী, যিনি ছোট নন্দলালের জন্য খেলনা এবং পুতুল তৈরিতে পারদর্শী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই নন্দলাল মূর্তি গড়ার প্রতি এবং পরে পূজার প্যান্ডেল সাজানোর প্রতি আগ্রহী হন। ১৮৯৮ সালে, পনেরো বছর বয়সে, নন্দলাল সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশোনার জন্য কলকাতায় চলে আসেন। ১৯০২ সালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, তিনি একই প্রতিষ্ঠানে কলেজের পড়াশোনা চালিয়ে যান। ১৯০৩ সালের জুন মাসে তিনি এক পারিবারিক বন্ধুর কন্যা সুধীরা দেবীকে বিয়ে করেন। নন্দলাল শিল্পকলা নিয়ে পড়াশোনা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার পরিবার তাকে অনুমতি দেয়নি। ক্লাসে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে না পেরে, নন্দলাল অন্যান্য কলেজে চলে যান এবং ১৯০৫ সালে বাণিজ্য নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। বারবার ব্যর্থ হওয়ার পর, তিনি তার পরিবারকে কলকাতার স্কুল অফ আর্টে শিল্পকলা নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য রাজি করান।

কর্মজীবন ঃ নন্দলাল বসুর আঁকা চিত্রকর্ম থেকে যম ও সাবিত্রী, ১৯১৩ কিরাত-অর্জুন, ১৯১৪। তরুণ শিল্পী হিসেবে নন্দলাল বসু অজন্তা গুহার ম্যুরাল দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি ধ্রুপদী ভারতীয় সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাওয়া শিল্পী ও লেখকদের একটি আন্তর্জাতিক বৃত্তের অংশ হয়েছিলেন; এই বৃত্তে ইতিমধ্যে ওকাকুরা কাকুজো, উইলিয়াম রথেনস্টাইন, ইয়োকোয়ামা তাইকান, ক্রিস্টিয়ানা হ্যারিংহাম, লরেন্স বিনিয়ন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং লন্ডনের প্রখ্যাত আধুনিকতা বাদী ভাস্কর এরিক গিল এবং জ্যাকব এপস্টাইন অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ব্রিটিশদের লবণের উপর কর আরোপের প্রতিবাদ করার জন্য ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেফতারের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে, শিল্পী নন্দলাল সাদা পটভূমিতে কালো রঙে গান্ধীর লাঠি হাতে হেঁটে যাওয়ার একটি লিনোকাট প্রিন্ট তৈরি করেন। এটি অহিংস আন্দোলনের প্রতীকী চিত্রে পরিণত হয়। নন্দলাল বসু রচিত শিরোনামহীন, ১৯৫৪, কাগজের উপর কোলাজ ও কালি, ডিএজি মিউজিয়ামস গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর , আনন্দ কুমারস্বামী এবং ওসি গাঙ্গুলীর মতো শিল্পী ও শিল্প সমালোচকরা তাঁর প্রতিভা এবং মৌলিক শৈলীকে স্বীকৃতি দেন। শিল্পের এই অনুরাগীরা অনুভব করেছিলেন যে চিত্রকলার বিকাশের জন্য বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা প্রয়োজন এবং তাঁরা ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯২১ সালে শান্তি নিকেতনের ঠাকুর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের অধ্যক্ষ হন। জওহরলাল নেহেরু তাঁকে ভারত সরকারের পুরস্কার, যেমন ভারতরত্ন এবং পদ্মশ্রীর প্রতীকগুলির নকশা তৈরি করতেও বলেছিলেন। তাঁর শিষ্য রাম মনোহরের সাথে, নন্দলাল বসু ভারতের সংবিধানের মূল পাণ্ডুলিপিকে সুন্দর করার দায়িত্ব নেন। তিনি ১৯৬৬ সালের ১৬ই এপ্রিল শান্তিনিকেতনে স্বাভাবিক কারণে মারা যান।আজ, দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্টের সংগ্রহে তার ৭০০০টি শিল্পকর্ম রয়েছে, যার মধ্যে ১৯৩০ সালের ডান্ডি মার্চের একটি সাদা-কালো লিনোকাট রয়েছে যেখানে মহাত্মা গান্ধীকে চিত্রিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের সাতটি পোস্টার ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর এন রবির উদ্যোগে নববর্ষ উৎসব

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতার লাকভবনে পয়লা বৈশাখ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল আর এন রবি। তিনি বাংলার ঐতিহ্য এবং বাংলার সেরা উৎসবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করে তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছেন। পয়লা বৈশাখের দিন রাজ্যপাল আর এন রবি কলকতার কালীঘাটে গিয়ে মাতৃবন্দনা করেছেন। কালীমন্দিরে পয়লা বৈশাখে অধিকাংশ ভক্তরা

উপস্থিত হয়ে মায়ের পুজো দিয়ে থাকেন। রাজ্যপাল আর এন রবি ব্যতিক্রম নন। কলকাতার লোক ভবনে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পয়লা বৈশাখ উদযাপিত হল; বর্ণময় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি এক অনন্য মাত্রা পায়, যা বাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকেই সগৌরবে প্রতিফলিত করেছে।

রাজ্যপাল রবি ভারতের সভ্যতাগত অভিযাত্রায় বাংলার চিরস্থায়ী অবদানের কথা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন;যা দেশের আধ্যাত্মিক গভীরতা, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি, বৌদ্ধিক নেতৃত্ব এবং শিল্পোন্নয়নকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি এই মর্মে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, এক সময়ে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বাংলার অবদান যেখানে ছিল ১০ শতাংশের বেশি, আজ তা প্রায় ৫ শতাংশে নেমে এসেছে; যে ভূমি একদা তার অনন্য মেধা ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, আজ সেখানে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির হার জাতীয় গড়ের নিচে; এবং সমগ্র ভারতে ৫.৫ কোটিরও বেশি নিবন্ধিত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প থাকা সত্ত্বেও বাংলার অংশ সেখানে মাত্র কয়েক লক্ষ।

এই পয়লা বৈশাখে তিনি বিশেষ করে যুবসমাজের প্রতি এক 'নববর্ষ সংকল্প' গ্রহণের আহ্বান জানান, যাতে বাংলার হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা যায় এবং এক উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশ ও বৈশ্বিক নেতৃত্বের রূপান্তরমূলক যাত্রায় বাংলা আবারও অগ্রণী আলোকবর্তিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

'Lok Bhavan celebrated Poila Boishakh with warmth and enthusiasm– marked by vibrant cultural performances and wide participation from people across diverse walks of life– showcasing the rich traditions of Bengal. In his address– Governor Ravi underscored Bengal enduring contributions to Bharat civilizational journey– shaping its spiritual depth– cultural richness– intellectual leadership– and industrial growth. He expressed dismay that Bengal– once contributing over 10% to the nation GDP– now accounts for nearly 5%— that a land of intellectual vibrancy today has Gross Enrollment Ratios below the national average— and that despite over 5.5 crore registered MSMEs in India– Bengal accounts for only a few lakhs.

On this Poila Boishakh– he called upon especially the youth to take a Nabo Barsho resolve to reclaim Bengalós glory and heritage and remerge as a leading light in Bharat transformative journey towards a developed nation and global leadership.' পয়লা বৈশাখের দিন কলকাতার লোকভবনকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ভেসে আসে। পাশাপাশি দেশাত্ববোধক সঙ্গীত সুর শোনা যায়। এই অনুষ্ঠানটি নতুন মাত্রা বহন করে নিয়ে আসে। বর্তমান রাজ্যপাল বাংলার ঐতিহ্য সম্পর্কে উদাসীন নন। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

উচ্চ শিক্ষার প্রতি বিমুখতা তরুণ সমাজের অন্ধকার কি?

অনিকেত নস্কর

উচ্চশিক্ষার প্রতি বিমুখতা; পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রজন্মের মানসিকতার পরিবর্তনের সংকেত। পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির উর্বর ভূমি হিসেবে পরিচিত। এই রাজ্যের ইতিহাসে শিক্ষা শুধু পেশাগত উন্নতির মাধ্যম নয়, বরং একটি সামাজিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলনের অংশ ছিল। স্কুল থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়;সব ক্ষেত্রেই একসময় জ্ঞানের চর্চা ছিল গর্বের বিষয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে;উচ্চ শিক্ষার প্রতি ছাত্র ছাত্রীদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রের একটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়, বরং তা বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক পরিবর্তনের প্রতিফলন।

একসময় উচ্চশিক্ষা মানেই ছিল একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন মানে ছিল সম্মানজনক চাকরি, সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক স্থিতি। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় সেই সমীকরণ আর আগের মতো সরল নেই। বহু ছাত্রছাত্রী এখন মনে করছে যে, দীর্ঘদিন পড়াশোনা করে ডিগ্রি অর্জন করলেও তার যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না। চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা বেড়েছে, সুযোগ সীমিত হয়েছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতার সঙ্গে কাজের মিলও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে উচ্চশিক্ষার প্রতি এক ধরনের অনাস্থা তৈরি হচ্ছে।

এই অনাস্থার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। অনেক পরিবারের পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে সন্তানের পড়াশোনার খরচ বহন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। বিশেষত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবার গুলির ক্ষেত্রে দ্রুত আয়ের প্রয়োজনীয়তা একটি বাস্তব চাপ তৈরি করে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় উচ্চশিক্ষার পথে না গিয়ে দ্রুত কর্ম সংস্থানের দিকে ঝুঁকছে। স্বল্পমেয়াদি কোর্স, কারিগরি প্রশিক্ষণ বা সরাসরি চাকরিতে প্রবেশ;এই পথগুলি তাদের কাছে বেশি বাস্তবসম্মত মনে হচ্ছে।

তবে শুধু অর্থনৈতিক কারণই নয়, মানসিকতার পরিবর্তনও এই প্রবণতার পিছনে কাজ করছে। বর্তমান প্রজন্ম দ্রুত ফলাফল চায়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বদলে তারা তাৎক্ষণিক সাফল্যের দিকে বেশি আকৃষ্ট। ডিজিটাল যুগে তথ্যের সহজলভ্যতা, সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব এবং দ্রুত সাফল্যের নানা উদাহরণ তাদের মানসিকতাকে প্রভাবিত করছে। ফলে তারা মনে করছে, প্রচলিত উচ্চশিক্ষার পথ হয়তো আর একমাত্র সফলতার রাস্তা নয়।

শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অনেক ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ হয়নি, শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে তার সংযোগ দুর্বল, এবং ব্যবহারিক দক্ষতার উপর জোর কম। ফলে ছাত্রছাত্রীরা মনে করছে, তারা যে শিক্ষা পাচ্ছে তা বাস্তব জীবনে খুব বেশি কাজে লাগছে না। এই অনুভূতি তাদের মধ্যে হতাশা তৈরি করছে এবং উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে।

একই সঙ্গে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি এবং তাদের উচ্চ ফি-র কাঠামোও একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অনেক ছাত্রছাত্রী আর্থিক কারণে সেই প্রতিষ্ঠান গুলিতে ভর্তি হতে পারছে না, আবার সরকারি প্রতিষ্ঠানে আসন সীমিত। ফলে তারা বিকল্প পথ খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে। এই পরিস্থিতি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রকে আরও সংকুচিত করে তুলছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা। বহু ছাত্র ছাত্রী ডিগ্রি অর্জনের পরও দীর্ঘদিন বেকার থেকে যাচ্ছে। এই বাস্তবতা নতুন প্রজন্মকে নিরুৎসাহিত করছে। তারা ভাবছে, এত বছর পড়াশোনা করে যদি নিশ্চিত ভবিষ্যৎ না মেলে, তবে সেই পথে হাঁটার অর্থ কী? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়, কিন্তু এটি যে বাস্তব, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তবে এই প্রবণতাকে শুধুমাত্র নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখলে ভুল হবে। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ধারণাও বদলাচ্ছে। এখন অনেকেই প্রচলিত ডিগ্রির বাইরে গিয়ে নতুন ধরনের দক্ষতা অর্জনের দিকে ঝুঁকছে। প্রযুক্তি, স্টার্টআপ, ফ্রিল্যান্সিং;এই সব ক্ষেত্র নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। ফলে অনেক ছাত্রছাত্রী নিজেদের আগ্রহ ও দক্ষতার ভিত্তিতে বিকল্প পথ বেছে নিচ্ছে।

তবুও, উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব কমে যায় না। একটি সমাজের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য উচ্চশিক্ষা অপরিহার্য। গবেষণা, উদ্ভাবন, সমালোচনামূলক চিন্তা;এই সব কিছুর ভিত্তি উচ্চশিক্ষার উপর দাঁড়িয়ে। যদি ছাত্রছাত্রীরা এই ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যায়, তবে তা দীর্ঘমেয়াদে সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন। পাঠ্যক্রমকে আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক করা, শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানো, এবং ব্যবহারিক দক্ষতার উপর জোর দেওয়া জরুরি। একই সঙ্গে, শিক্ষার খরচ কমানো এবং আর্থিক সহায়তার সুযোগ বাড়ানো দরকার, যাতে সব শ্রেণির ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়।

সরকারের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিরও দায়িত্ব রয়েছে। তাদের উচিত ছাত্রছাত্রীদের শুধু ডিগ্রি প্রদান নয়, বরং তাদেরকে বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করা। ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, ইন্টার্নশিপ, এবং শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে সহযোগিতা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিবার ও সমাজের ভূমিকাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীদের উপর নির্দিষ্ট ধরনের পেশা বেছে নেওয়ার চাপ থাকে, যা তাদের আগ্রহের সঙ্গে মেলে না। এই চাপ তাদের মধ্যে বিরক্তি ও অনাগ্রহ তৈরি করে। তাই তাদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া এবং তাদের আগ্রহকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

সব মিলিয়ে, পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ শিক্ষার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ কমে যাওয়ার প্রবণতা একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা। এর পেছনে রয়েছে অর্থনৈতিক চাপ, শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা এবং প্রজন্মের মানসিকতার পরিবর্তন। এই সমস্যার সমাধানও তাই একমাত্রিক হতে পারে না।

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত

বিশেষ প্রতিবেদক

উল্লাসকর দত্ত আত্মত্যাগের এক অনন্য কাহিনি। উল্লাসকরের নাম খুব কম মানুষই জানেন। কারণ তিনি কখনোই আত্মপ্রচারে বিশ্বাস করতেন না। নীরবে, নির্লোভভাবে দেশের জন্য কাজ করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র আদর্শ। আলো-ঝলমলে মঞ্চ নয়, প্রচারের রোশনাই নয়;তিনি বেছে নিয়েছিলেন নিভৃত আত্মত্যাগের পথ। অথচ তাঁর জীবন ছিল ঘটনা বহুল, সংগ্রামে ভরা, বৈচিত্র্যময়। ফাঁসির আসামি হয়েও যিনি মাথা উঁচু করে বেঁচেছিলেন;সেই Ullaskar Dutt-কে আগামী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা আজ বিশেষ প্রয়োজন, যাতে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের যুগেও মানুষ হয়ে দেশকে ভালোবাসতে শেখে।

সে যুগে দেনা-পাওনার রাজনীতি ছিল না। ছিল ত্যাগ, ছিল আদর্শ, ছিল আত্মবিসর্জনের মহিমা। সেই সময়ের এক মেধাবী ছাত্র উল্লাসকর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বদেশি আন্দোলনে। ১৮৮৫ সালের ১৬ই এপ্রিল ত্রিপুরার কালিকচ্ছ গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা দ্বিজদাস দত্ত ছিলেন বৈদিক সাহিত্যে পণ্ডিত ও কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্র। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই মানুষটির স্বপ্ন ছিল;ছেলেকে একজন উচ্চ শিক্ষিত, আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

১৯০৩ সালে উল্লাসকর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে ভর্তি হন। সেই সময়েই তাঁর মনে ধীরে ধীরে দেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। পড়াশোনার পাশাপাশি সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। কলেজে এক ইংরেজ অধ্যাপকের অপমান জনক মন্তব্যে তিনি প্রতিবাদ করেন। সেই প্রতিবাদই ছিল তাঁর জীবনের মোড় ঘোরানো মুহূর্ত। সেদিনই তিনি বুঝে যান;শুধু বইয়ের পাতায় নয়, জীবন দিয়েই লড়তে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তিনি কলেজ ছেড়ে বিপ্লবের পথে পা বাড়ান। বিলিতি পোশাক ত্যাগ করে পরেন ধুতি, গ্রহণ করেন সাধারণ বাঙালির জীবন।

এরপর তিনি যোগ দেন যুগান্তর-এর বিপ্লবী দলে। ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন দলের সর্বক্ষণের কর্মী। দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে তিনি এতটাই নিবেদিত ছিলেন যে, শয়নে-স্বপনে দেশের মুক্তিই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। ব্যক্তিগত সুখ, আরাম, ভবিষ্যৎ;সবকিছুই তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন একটিমাত্র স্বপ্নের জন্য।

সঙ্গীত ও ব্যঙ্গচিত্র আঁকায়ও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। শিল্প আর প্রতিবাদ;দুটিকেই তিনি হাতিয়ার বানিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে তিনি তাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। আন্দোলনের উত্তাল দিনে-রাতে তিনি ছিলেন নির্ভীক সৈনিকের মতো।

১৯০৮ সালের ২রা মে মুরারীপুকুর বাগানবাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আলিপুর বোমা মামলায় তাঁর ও বারীন ঘোষের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ হয়। মৃত্যুদণ্ডের খবর শুনেও তিনি ভেঙে পড়েননি। আপিলের পর সেই সাজা দ্বীপান্তরে রূপান্তরিত হয়। হাসিমুখে উল্লাসকর সেই শাস্তি গ্রহণ করেন। দেশের মুক্তির জন্য পাওয়া শাস্তিকে তিনি লাঞ্ছনা নয়, গৌরব হিসেবেই দেখেছিলেন।

কিন্তু আন্দামানের নিষ্ঠুর কারাবন্দিত্ব তাঁর শরীর ও মনকে ধীরে ধীরে ভেঙে দেয়। দিনের পর দিন নির্যাতন, অপমান, একাকীত্ব ও অমানবিক আচরণ তাঁর স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অবশেষে ১৯২০ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু জেলের দরজা খুলে গেলেও, তাঁর ভেতরের ক্ষত আর কোনোদিন পুরোপুরি সারে না।

একটি পরিচ্ছন্ন ভবিষ্যতের পথেঃ ১৭৩ বছরের রেল ঐতিহ্যকে নতুনভাবে উদ্‌যাপন করছে পূর্ব রেল, অঞ্চলজুড়ে পরিচ্ছন্নতা বিপ্লবের মাধ্যমে

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ ১৮৫৩ সালে বোরি বন্দর থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম বাষ্পচালিত ইঞ্জিন চলার ঐতিহাসিক মুহূর্ত আজও ইতিহাসে প্রতিধ্বনিত হয়। সেই স্মরণীয় দিনের ১৭৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে গিয়ে পূর্ব রেল প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতার বাইরে এসে ভবিষ্যতের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। সমগ্র অঞ্চলজুড়ে এক উচ্চ-উদ্যম পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক দিনটিকে এক নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে, যা মাসব্যাপী স্বচ্ছতা সচেতনতা অভিযানের চূড়ান্ত পর্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আজকের (১৬ এপ্রিল) কার্যক্রম বিশেষভাবে কোচ ও ট্র্যাক পরিচ্ছন্নতার উপর কেন্দ্রীভূত ছিল,

যা প্রমাণ করে যে অতীতের ঐতিহ্যকে সম্মান জানানোর সর্বোত্তম উপায় হল ভবিষ্যতের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন ও টেকসই পরিবেশ গড়ে তোলা। যেদিন ভারতীয় মাটিতে প্রথম রেলের চাকা ঘুরতে শুরু করেছিল, সেই দিনটি উদ্‌যাপন করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে যাত্রীদের জন্য আরও পরিচ্ছন্ন ও উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করছি, বলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর। এটি শুধুমাত্র অতীতের উদ্‌যাপন নয়, বরং আমাদের যাত্রীদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ও টেকসই ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি। মিলিন্দ দেওস্করের নেতৃত্বে আজকের এই কর্মসূচি পূর্ব রেলের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যায়, যেখানে সমস্ত প্রিন্সিপাল হেড অফ ডিপার্টমেন্টস, বিভাগীয় প্রধানগণ, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারগণ, বিভাগীয় আধিকারিক এবং প্রতিটি কর্মচারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। জেনারেল ম্যানেজার নিজে আজ হাওড়া স্টেশন পরিদর্শন করে ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে গভীর সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেন। এই সময় তিনি যাত্রীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করেন এবং রেলপথে বা ট্রেনের কোচের ভিতরে ময়লা না ফেলার বিষয়ে সচেতন করেন। তিনি যাত্রীদের সবসময় নির্ধারিত ডাস্টবিন ব্যবহার করার অথবা অন-বোর্ড হাউসকিপিং স্টাফ (OBHS)-এর জন্য অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন, যারা সরাসরি সিট থেকে ময়লা সংগ্রহ করার জন্য নিয়োজিত। এছাড়াও তিনি যাত্রীদের শৌচাগার ব্যবহারের পর ফ্লাশ ব্যবহারের গুরুত্ব বোঝান যাতে পরবর্তী যাত্রী সেটি ব্যবহার করতে পারেন এবং বায়ো- টয়লেটে ময়লা না ফেলার বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করেন, উল্লেখ করেন যে এর জন্য নির্দিষ্ট ডাস্টবিন ব্যবহার করা উচিত, যাতে সিস্টেমের কোনো বিঘ্ন না ঘটে। এই সরাসরি যোগাযোগের উদ্যোগ সমগ্র অঞ্চলে প্রতিফলিত হয়, যেখানে এজিএম, পিএইচওডি, এইচওডি, ডিআরএম, এডিআরএম এবং অন্যান্য শাখার আধিকারিকরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। শিয়ালদহ, হাওড়া, মালদা এবং আসানসোল স্টেশনগুলিতে সিনিয়র আধিকারিকরা উপস্থিত থেকে হাজার হাজার যাত্রীর মধ্যে নাগরিক দায়িত্ববোধের বার্তা পৌঁছে দেন। পূর্ব রেলের ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস (ERBSG), সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক, আরপিএফ এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই কর্মসূচি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সাফল্যের প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক এবং ERBSG-এর রাজ্য সম্পাদক শিবরাম মাজি উল্লেখ করেন যে পরিচ্ছন্ন রেল ব্যবস্থা বজায় রাখা কোনো একদিনের কাজ নয়, বরং এটি প্রতিদিনের প্রয়োজন। তিনি জানান যে রেল প্রশাসন পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তবে যাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না। তিনি সকল যাত্রীদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানান যে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, যখন নাগরিক এবং রেল একসঙ্গে কাজ করে, তখন রেলব্যবস্থা শুধুমাত্র একটি পরিবহন মাধ্যম হয়ে থাকে না, বরং এটি একটি যৌথ বাসস্থান হয়ে ওঠে।

সুন্দরবনের জঙ্গলে শুরু হলো মধু সংগ্রহের কাজ, দেওয়া হলো সরকারি পাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ১৬ এপ্রিল ঃ বৈশাখের শুরুতেই শুরু হয়ে গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে মধু সংগ্রহের কাজ। তবে এই বিপদসংকুল পেশায় শুধুমাত্র সেই সকল মৌলেদেরই অনুমতি দিয়েছে বনদফতর, যাদের বিগত দিনের মধু সংগ্রহের অভিজ্ঞতা আছে এবং যারা বনদফতরের নির্ধারিত কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে পেরেছেন। বনদফতর সূত্রে জানা গেছে, যাদের বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে, যাদের কাছে জেনারেল ইন্সুরেন্স আছে এবং বিগত বছরগুলিতে বৈধ অনুমতিপত্রের জেরক্স কপি ও হার্ড কপি রয়েছে, কেবল তারাই এ বছর সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রাহের বৈধ অনুমতি পাবেন। এক কথায়, অতীতের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মৌলেরাই শুধু এবার মধু সংগ্রহের অনুমতি পেলেন। মধু সংগ্রহ একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। বাঘ ও কুমিরের আক্রমণ তো আছেই, সঙ্গে রয়েছে জঙ্গলের প্রতিকূল আবহাওয়া। তাই এবছর মৌলেদের সুরক্ষায় একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনদফতর। বনদফতরের পক্ষ থেকে মৌলেদের দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, মধু রাখার পাত্র, মুখোশ সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এছাড়া দেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক ডিভাইস ও মুঠোফোন। যাতে জঙ্গলে কোনওরকম সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে বনদফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তাঁরা। নিরাপত্তার জন্য ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স ও সশস্ত্র বনকর্মী মোতায়েন রাখা হয়েছে। বন দফতরের পেট্রোল বোর্ডের পাশাপাশি ওয়াইল্ডলাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার (ডব্লিউটিয়াই) সদস্যরাও মৌলেদের সহায়তা করবেন। বিগত বছরে কুলতলি বিট অফিস থেকে ৫৫টি দলকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এবছর দু'শতাধিক দলকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি দল এক পক্ষকাল (১৫ দিন) জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করবে আর সেই মধু বন দফতরের দিতে বাধ্য থাকবে। এছাড়া যেহেতু এটি একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ, তাই বনদফতরের পক্ষ থেকে মৌলেদের জন্য বিশেষ জীবন বিমার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বন দফতর জানিয়েছে, এবছর মধুর দাম কেজি প্রতি ১০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ গ্রেডের মধু ২৭৫ টাকা এবং বি গ্রেডের মধু ২৩৫ টাকা দরে ক্রয় করবে বন দফতর। উল্লেখ্য, বিগত বছরে বনদফতরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ মেট্রিক টন মধু সংগ্রহ, যা সফল হয়েছিল। এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২০ মেট্রিক টন। সংরক্ষিত বনাঞ্চল বা 'কোর এরিয়া'তে ঢোকা আইনত নিষিদ্ধ। মৌলেরা কেবল 'বাফার জোনে' মধু সংগ্রহ করতে পারবেন বলে জানালেন জেলা বন আধিকারিক নিশা গোস্বামী।

ভারতরত্ন ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১৩৫তম জন্মবার্ষিকী পালন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে

মালিগাঁও, ১৬ এপ্রিল ঃ 'ভারতরত্ন' ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের ১৩৫ তম জন্মবার্ষিকী বৃহস্পতিবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মূখ্য কার্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত ড. ভূপেন হাজরিকা সভাগৃহে উদ্‌যাপন করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ 'ভারতীয় সংবিধানের জনক' হিসেবে সুপরিচিত ভারতরত্ন ড. বি. আর. আম্বেদকরের প্রতিছবির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওযের মুখ্য কার্যালয়ের আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থা ও ইউনিয়নের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। মালিগাঁওয়ে নবনির্মিত জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ) কার্যালয় ভবনের কনকোর্স হলে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নির্মাণ সংস্থা দ্বারা একটি সমান্তরাল কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, ড. আম্বেদকরের জীবন ও অবদান বিষয়ক পাঠ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার প্রতি তাঁর আজীবন অঙ্গীকার নিয়ে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব আমাদের সংবিধান প্রণয়ন এবং সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিতকরণে ড. বি. আর. আম্বেদকরের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি নারী ক্ষমতায়ন এবং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির উন্নয়নে ড. বি. আর. আম্বেদকরের ভূমিকারও প্রশংসা করেন। জেনারেল ম্যানেজার আরও বলেন, তাঁর সমগ্র জীবন সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের জন্য এক অনুপ্রেরণা।

স্বমেজাজে প্রচারের ময়দানে গলসির তৃণমূল প্রার্থী অলোক মাঝি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৬ এপ্রিল ঃ২০১৬ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে গলসি বিধায়ক হয়েছিলেন তিনি। ২০২৬ বিধানসভায় ওই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে পুনরায় টিকিট পেয়ে নিজের পরিচিত এলাকায় সকাল - সন্ধ্যায় ঝোড়ো প্রচার চালাচ্ছেন অলোক কুমার মাঝি। খন্ডঘোষের বাসিন্দা হলেও ২০১৬ - ২১ পাঁচ বছর বিধায়ক থাকার সুবাদে গলসির অলি-গলি তার চেনা, আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রায় সকলেই তাকে এক বাক্যে চেনেন, জানেন এবং কাজের মানুষ হিসাবে মানেনও। তাই নিজের পুরোনো এলাকায় ফিরে এসে স্বমেজাজে ক্লান্তিহীনভাবে প্রচার চালাচ্ছেন অলোক বাবু। মিছিল, কর্মী বৈঠক, ঘরে ঘরে জনসংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের প্রচার কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এলাকায় এক প্রকার ঘরের ছেলে হিসাবেই অভ্যর্থনা ও সমর্থন পাচ্ছেন গলসির এই তৃণমূল প্রার্থী। বৃহস্পতিবার গলসি -২ ব্লকের কুরকুবা অঞ্চলে প্রচার চালান অলোকবাবু ও স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। নির্বাচনে জিতে গলসির কুরকুবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহিরঘন্যা গ্রামে খড়ি নদীর উপর অস্থায়ী বাসের সেতুকে পাকা সেতু বানানোর প্রতিশ্রুতিও দেন তৃণমূল প্রার্থী অলোক কুমার মাঝি। অলোক বাবু তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলায় মানুষের উন্নয়নের জন্য যা কাজ হয়েছে তা এই দেশের অন্য কোন রাজ্যে হয় নি। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসার পর তার একটাও পূরন করে নি। কিন্তু এরাজ্যে তৃণমূল যা প্রতিশ্রুতি দেয় তা বাস্তবায়ন করে। গলসি শুধু নয়, ৪ মে সারা রাজ্য জুড়ে সবুজ আবীর উড়বে। তৃণমূল আগের থেকেও বেশী আসনে ২০২৬ এর বিধানসভায় জয়লাভ করবে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, শিয়ালদহ, ৪র্থ তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার নং. ইএল-এসডিএইচ-কন-টিআরএল-১৭৮আর-২০২৫-এর জন্য সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল-এসডিএইচ-কন- টিআরএল-১৭৮আর-২০২৫-এনআইটি-এর প্রেক্ষিতে সংশোধনী।** উপরোক্ত টেন্ডারে, **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি** ২,১৩,৫০০ টাকার পরিবর্তে **২,৫৪,১০০ টাকা** পড়তে হবে। অন্যান্য বিশদ অপরিবর্তিত। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailway.gov.in/ www.ireps. gov.in**-তেও পাওয়া যাবে।

(CON-02/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৩.০৪.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ টিএন-০৪-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** ব্রিজ নং ১৩ সিসিআর-এর স্প্যান নং ৫, ৬ এবং ৭-এর জন্য স্যান্ড ব্লাস্টিং ও মেটালাইজিং-এর জন্য ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৩৩,৩৭,৪০৮.৫০ টাকা। **ইএমডিঃ** ৮,৬৬,৮০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ টিএন- ০৫-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রাধীনে টিবিআর - ১৭.৪৭৩ কিমি, টিবিআর পয়েন্টস এবং ক্রশিং - ৩১ সেট, টিএসআরপি - ৪.৬৮৮ টিকেএম, টিটিআর - ৫০ সেট, টিএফআর - ১৯.২১৮ কিমি, টিবিআরপি - ৪.৯৩৪ কিমি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৭৩,০৯,০৬১.৮৬ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৯,৪৬,২০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮ (আঠেরো) মাস (উভয়ের জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা (উভয়ের জন্য)। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.০৫.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (উভয়ের জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।

(SDAH-05/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of " Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/ Hooghly Rural Police District, Hooghly.(15 nos accommodation centers)."

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-25 of 2026- 27

Bid submission closing date: 18/04/2026 upto 02.30 P.M.

Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T.

Sd/-

Executive Engineer, P.W.Dte.

Hooghly Electrical Division

Format C-1

(for candidate to publish in Newspaper, TV)

Declaration about criminal cases

[(As per the judgment dated 25th September, 2018 of Hon'ble Supreme Court in WP (Civil) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors, Vs. Union of India & Anr.)]

Name and address of candidate : **SUBHANKAR HALDAR, Vill. – Turapara Road, Ward No. 09, P.O. - Nabadwip, P.S. – Nabadwip , Dist. – Nadia, W.B. , Pin code : - 741302.**

Name of Political Party : (Independent candidates should write "Independent" here) **Independent.**

Name of Election : **General Election to the Legislative Assembly, 2026, West Bengal.**

*Name of Constituency : **84, Nabadwip AC.**

I, **Subhankar Haldar** a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents :

(A) Pending Crimital Cases

Sl. No.	Name of Court	Case No. and dated	Status of case(s)	Section(s) of Acts concerned and brief description of offence(s)
1.	**Judicial Magistrate Nabadwip Court**	**G.R-690/2022 , Nabadwip P.S. Case No. 98/2020, dated exactly not known.**	Charge	**Under Section- 188 IPC, 32 Police Act, 5/6 AR (Prevention and Control of Pollution Act) Alleged disobedience of Order duly promulgated by police servant.**
2.	**Judicial Magistrate Nabadwip Court**	**G.R. -443/2022, Nabadwip P.S. case No. 71/19, dated 25/06/2019**	Appearance	**Under Section- 448/354A/323/307/506/379/34 IPC Alleged House Trespass, voluntary causing hurt, Attempt to murder, criminal intimidation.**
3.	**Judicial Magistrate Nabadwip Court**	**G.R. – 31/2018 Nabawip P.S. case No. 34/18, dated 27/01/2018**	Charge	**Under Section- 147/149/332/333/353/307/427/506 IPC Alleged agitation before Nabadwip P.S.**
4.	**Judicial Magistrate Nabadwip Court**	**G.R. 255/2018, date exactly not known.**	Charge	**Under Section – 341/186/332/506/34 IPC Protest for student admission at Nabadwip Vidyasgar College.**
5.	**Judicial Magistrate Nabadwip Court**	**G.R. 602/2014, date exactly not known.**	Evidence	**Under Section-354D/506 IPC Alleged Facebook Contact**
6.	**16, Judicial Magistrate Kolkata, Bankshall Court**	**G.R. 810/2024, Maidan P.S. case No. 35/24, dated 27/01/2024**	Appearance	**Under Section- 189/191/190/1/132/109/326/61 B.N.S., 3 PDPP Act. Assembled to protest against the R.G.Kar Medical College and Hospital incident against the failure of the Administration.**
7.	**18, Judicial Magistrate Kolkata, Bankshall Court**	**G.R. 1353/2018, Here street P.S. case No.265/2018, dated 25/09/2018**	Appearance	**Under Section- 143/145/149/283 IPC Unlawful Assembly Public Road Block**

(B) Details about case of conviction for criminal offences

Sl. No.	Name of Court & date(s) of order(s)	Description of offence(s) & punishment imposed	Maximum Punishment Imposed
1	Not applicable	Not applicable	Not applicable
2	Not applicable	Not applicable	Not applicable
3	Not applicable	Not applicable	Not applicable
4	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Not applicable	Not applicable	Not applicable
6	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7	Not applicable	Not applicable	Not applicable

In the case of election to council of States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

NOTICE

Motilal Oswal Financial Services Limited

SEBI Registration No.: INZ000158836

Member of Multi Commodity Exchange of India Limited (MCX); Member ID 55930, BSE Limited (BSE) Clearing No.: 446, National Stock Exchange of India Ltd (NSE) Member ID 10412 (NCDEX) ID 1240

Registered office Address of Member: Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Tel No.: 022-7193 4200.

This is to inform all concerned that we have initiated the process of cancellation of registration of our below mentioned Authorised Person (AP) due to regulatory reasons/concerns.

Exchange	Name of AP	Trade Name of AP	Address of AP	AP Registration No.
BSE	PRAVEEN SINGHANIA	PRAVEEN SINGHANIA	289, GT ROAD, VISHNU VATIKA, BLK V, FLAT 1C, BELUR BALLY, M HOWRAH, WEST BENGAL - 711202.	AP0104460197253
NSE	PRAVEEN SINGHANIA	PRAVEEN SINGHANIA	289, GT ROAD, VISHNU VATIKA, BLK V, FLAT 1C, BELUR BALLY, M HOWRAH, WEST BENGAL - 711202.	AP029769131

Any person dealing with the above-mentioned Authorised Person henceforth shall do so at their own risk. **Motilal Oswal Financial Services Limited** shall not be liable for any dealings with the said entity post the issuance of this notice.

Investors having any queries or concerns regarding this matter are requested to contact **Motilal Oswal Financial Services Limited** within **15 days** from the date of issuing this notice.

For **Motilal Oswal Financial Services Limited**

Date: April 16, 2026
Place: Mumbai

Sd/-
Authorised Signatory

নাকা চেকিংয়ে বিপুল নগদ উদ্ধার, আটক ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী নজরদারি জোরদার করতে জোকা এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন বিপুল পরিমাণ অঘোষিত নগদ অর্থ উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার রোড সংলগ্ন জোকা ট্রাম ডিপোর কাছে ঠাকুরপুকুর থানা এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এসএসটি স্থানীয় থানা এবং সিএপিএফ জওয়ানদের যৌথ তল্লাশিতে গাড়ি আটক করা হয়। নগদ ৪,৭৩,৯০০ টাকা উদ্ধার হয়।

NIQ

O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/NIQ09/ 2026-27

Bid submission last date: **17/04/2026 upto 12:00 PM**

For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

NIQ

O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/NIQ06/ 2026-27

WBPWD/EE/JED/NIQ07 /2026-27

WBPWD/EE/JED/NIQ08 /2026-27

Bid submission last date: **18/04/2026 upto 12:00 PM**

For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN: L15495WB1911PLC002275

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ স্যার আর.এন.এম. হাউস (৪র্থ তলা), ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেইলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

ভৌত শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনঃদাখিলের জন্য বিশেষ সময়সীমা

SEBI-এর সার্কুলার নং. HO/38/13/11 (2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/ 2026, তারিখ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬-এর বিধান অনুযায়ী, কোম্পানিটি ভৌত শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার হস্তান্তরের জন্য পুনরায় আবেদন জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি এককালীন বিশেষ সুযোগ প্রদানের ঘোষণা দিতে পেরে আনঃদিত। এই বিশেষ সুযোগটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত-অর্থাৎ এক বছরের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এর উদ্দেশ্য হলো ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে ক্রয় বা বিক্রয়কৃত ভৌত শেয়ারগুলোর হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন প্রক্রিয়াকে সহজতর করা। এছাড়া, যেসব ক্ষেত্রে শেয়ার হস্তান্তরের মূল আবেদনগুলো ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর পূর্বে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু নথিপত্র বা প্রক্রিয়ার ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, সেগুলোর ওপরও এই বিশেষ সুযোগটি প্রযোজ্য হবে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হস্তান্তরের জন্য পুনরায় জমা দেওয়া শেয়ারগুলোর প্রক্রিয়াকরণ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড বা ইলেকট্রনিক রূপেই সম্পন্ন করা হবে।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণ প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ তাঁদের শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্টের (RTA) নিকট জমা দিতে পারেন।

উপরোক্ত প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসা বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ

যোগাযোগের ঠিকানা	
সচিব বিভাগ, ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড, ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, স্যার আর.এন.এম. হাউস (৪র্থ তলা), কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬-১৫৯০৯৩ ইমেইলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in	মেসার্স মহেশ্বরী ডেটোমেটিক্স প্রাঃ লিঃ (RTA) ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা- ৭০০ ০০১ ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৩-৫০২৯, ২২৪৮-২২৪৮ ফ্যাক্সঃ(০৩৩) ২২৪৮৪৭৮৭ ইমেইলঃ mdpldc@yahoo.com ওয়েবসাইটঃ https://www.mdpl.in/

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষরিত /-
নম্রতা সারাফ
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং. A40824

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ১৭ এপ্রিল, ২০২৬

HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED

CIN: L70101WB1983PLC036161

Regd Office: 7,P.K Tagore Street, Kolkata - 700006

E-mail id: shranchi@yahoo.com **Website:** www.hallmarkpropertiesandtraders.com

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2026

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.3.2026	31.12.2025	31.3.2025	31.3.2026	31.3.2025
	(Refer Notes Below)	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
1	**Income**					
	(a) Revenue from Operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Other Income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Income [a+b]	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	**Expenses**					
	(a) Purchase of stock-in-trade/services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Employee benefits expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Finance Cost	—	—	—	—	—
	(d) Depreciaion and amortisation expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(e) Other expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Expenses [a+b+c+d+e]	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**Profits/(Loss) before Exceptional Items (1-2)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	Exceptional items	—	—	—	—	—
5	**Profits/(Loss) before Extraordinary Items & Tax (3-4)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6	Extraordinary Items	—	—	—	—	—
7	Profits/(Loss) before tax (5-6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**Tax Expense**					
	(a) Current Tax	—	—	—	—	—
	(b) Deferred Tax	—	—	—	—	—
9	**Net Profit/Loss for the period after tax (7-8)**	—	—	—	—	—
10	**Others Comprehensive Income**					
	Items that will not be reclassified to Profit or (Loss)			—		
	(a) Changes in Fair Value of Equity Instruments through Other Comprehensive Income	—	—	—	—	—
	(b) Income tax relating to item (a) above	—	—	—	—	—
11	**Total Other Comprehensive Income (net of tax)**	—	—	—	—	—
12	**Total Comprehensive Income for the period (9+11)**	—	—	—	—	—
13	Paid-up equity share capital (Face value : Rs.10/- per share)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
14	Other Equity (excluding Revaluation Reserves)				-24.00	-24.00
15	**Earnings per Equity Share (not annualised)**					
	(a) Basic (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Diluted (Rs.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

STANDALONE STATEMENT OF ASSETS & LIABILITIES AS ON MARCH 31, 2026

(Rs. in Lakhs)

		Particulars	As at 31.03.2026 (Unaudited)	As at 31.03.2025 (Unaudited)
A.		**ASSETS**		
	1.	**Non-current assets**		
		Property, plant and equipment	—	—
		Goodwill	—	—
		Other Intangible Assets	—	—
		Financial assets		
		Investments	—	—
		Trade Receivable	—	—
		Loans	—	—
		Other financial assets	—	—
		Other non-current assets	23.58	—
		Sub-total - Non-Current Assets	**23.58**	—
	2.	**Current assets**		
		Financial assets		
		Investment	—	—
		Trade receivables	—	—
		Cash and cash equivalents	—	—
		Bank Balance other than cash & cash equivalents	0.93	—
		Loans	—	—
		Other Financial Assets	—	—
		Other current assets	—	—
		Sub-total - Current Assets	**0.93**	—
		TOTAL - ASSETS	**24.51**	**—**
B.		**EQUITY AND LIABILITIES**		
	1.	Equity		
		Equity Share capital	24.00	24.00
		Other equity	–24.00	–24.00
		Sub-total - Equity attributable to owners of the Company	—	—
	2.	**LIABILITIES**		
		Non-current liabilities		
		Financial liabilities		
		Borrowings	24.51	—
		Other financial liabilities	—	—
		Other non-current liabilities		
		Provisions	—	—
		Deferred tax liabilities (net)	—	—
		Sub-total - Non-current liabilities	**24.51**	—
	3.	**Current liabilities**		
		Financial liabilities		
		Borrowings	—	—
		Trade payables due to :		
		Micro and Small Enterprises	—	—
		Other than micro and Small Enterprises	—	—
		Other financial liabilities	—	—
		Other current liabilities	—	—
		Provisions	—	—
		Current tax liabilities (net)	—	—
		Sub-total - Current liabilities	—	—
		TOTAL - EQUITY AND LIABILITIES	**24.51**	—

STANDALONE STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Half Year Ended	
	31.03.2026 (Unaudited)	31.03.2025 (Unaudited)
A. Cash flow from operating activities	—	—
Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by operating activities:		
Depreciation and amortisation	—	—
Interest Income	—	—
Other Income	—	—
Operating profit before working capital changes	—	—
Changes In working capital: Adjustments for		
(Increase)/decrease in trade receivables & unbilled revenue	—	—
(Increase)/decrease in Loans (Current)	—	—
(Increase)/decrease in other Financial Assets (Non Current)	—	—
(Increase)/decrease in Other Current Assets	—	—
(Increase)/decrease in Other Non Current Assets	—	—
Increase/(decrease) in trade & other payables (Current)	—	—
Increase/(decrease) in Other Current Liabilities	—	—
Increase/Decrease in Non Current loan	—	—
(Increase)/decrease in other Financial Laibilities (Non Current)	—	—
Increase/(decrease) in Provisions (Current)	—	—
(Increase)/decrease In working capital	—	—
Cash generated from operations	—	—
Income taxes paid	—	—
Net cash (used in)/generated from operating activities	—	—
B. Cash flow from Investing activities		
Increase in non current Asset	(23.58)	—
Purchase of fixed assets	—	—
Interest received	—	—
Other Income	—	—
(Purchase)/sale of current investments	—	—
Net cash (used In)/generated from investing activities	**(23.58)**	**—**
C. Cash flow from financing activities		
Proceeds from Issue of share capital	—	—
Cash generated from Financing Activities	24.51	—
Finance cost paid	—	—
Dividend paid	—	—
Net cash (used In)/generated from financing activities	**24.51**	—
Net increase/(decrease) In cash and cash equivalents (A+B+C)	0.93	—
Cash and cash equivalents at beginning of the period	—	—
Cash and cash equlvalents at end of the period	**0.93**	—

Note: The above Statement of Cash Flows has been prepared under the Indirect Method as set out in IND AS 7 "Statement of Cash Flows".

Notes:

1. The audited standalone financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
2. The above audited standalone financial results for the quarter and year ended March 2026 were reviewe by the Board and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 16th April, 2026. These results have been subjected to a Limited Review carried out by the Statutory Auditors.
3. The figures for the corresponding periods have been regrouped, reclassified & restated wherever necessary, to conform to the figures of the current period.
4. The Company derives revenue primarily from engaged in business of deal in freehold, leasehold, ground rents and interest received from lending money services.There are no other reportable segment in terms of IND AS-108 Segment Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Vinita Harlalka
(Director)
DIN:00612517

Place : Kolkata
Date : 16.04.2026

অফবিট

চাঁদ হতে পারে মানুষের ভবিষ্যতের ঠিকানা! যুগ যুগ ধরে লুকিয়ে থাকা জলভাণ্ডার খুঁজে নিল চন্দ্রযান-২

এ. দাশগুপ্ত

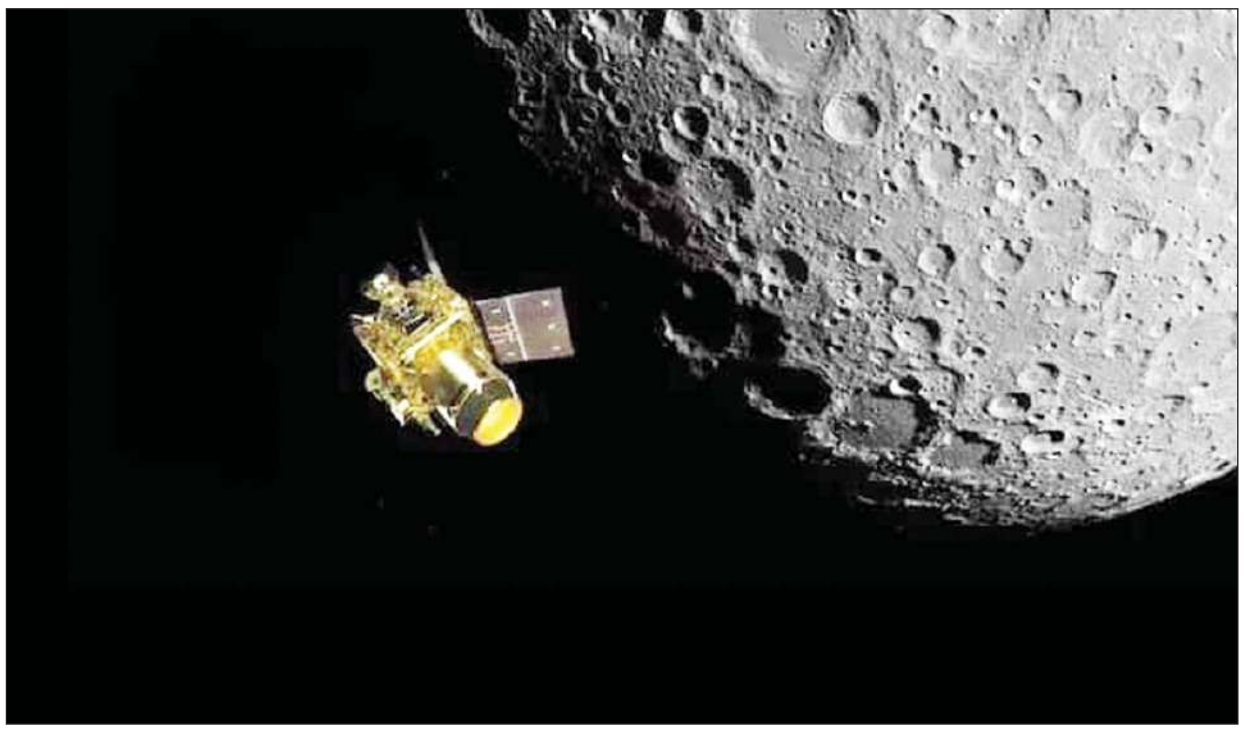

চাঁদের দক্ষিণ মেরু নিয়ে এল দারুণ খবর! নতুন আন্তর্জাতিক গবেষণায় জানা গেল, চাঁদের অন্ধকার অঞ্চলগুলিতে কোটি কোটি বছর ধরে লুকিয়ে থাকা বরফ আসলে আগের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি শক্তপোক্ত ও স্থির। এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে চাঁদে মানুষের বসতি গড়ার স্বপ্নকে আরও বাস্তবের কাছাকাছি এনে দিল।

চাঁদের 'চির-অন্ধকারে জল এত স্থির কেন?

এই গবেষণায় অংশ নিয়েছেন ভারতের Physical Research Laboratory এবং Indian Institute of Science Education and Research-এর বিজ্ঞানীরা। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক জার্নাল নেচার-এ। গবেষকদের মতে, চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কিছু গভীর ক্রেটারে সূর্যের আলো কোনওদিনই পৌঁছায় না। সেখানে তাপমাত্রা নেমে যায়-১৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড-এর নীচে। এই ভয়ানক ঠান্ডাই বরফকে কোটি কোটি বছর ধরে জমাট রাখে।

এলাকা লক্ষ্য করে রয়েছে নাসা-র আর্টিমিস প্রোগ্রাম-সহ ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক মিশনগুলো। ভারতের চন্দ্রযান ২ অরবিটারের তথ্যও এই গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

মিলল অবাক করা তথ্য

গবেষকরা চাঁদের দক্ষিণ মেরুর অন্ধকার জায়গাগুলোর লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ক্রেটার পরীক্ষা করে দেখেছেন। আগে মনে করা হত-এদের আঘাতে বরফ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু নতুন গবেষণায় দেখা গেছে-

- চাঁদের প্রায় ৭৪ অন্ধকার অঞ্চল ছোটখাটো ধাক্কায় একেবারেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।
- মাইক্রো ধাক্কায় পৃষ্ঠ একটু বদলায় ঠিকই, কিন্তু বরফের বড় ভান্ডারের ওপর তেমন প্রভাব পড়ে না।
- এমনকি কিছু ধাক্কা বরফকে ওপরের দিকে তুলে আনতেও সাহায্য করে, যা ভবিষ্যৎ মিশনে বরফ খুঁজে পেতে সুবিধা দেবে।

গবেষকদের মতে, চাঁদের বরফ অনেক বেশি শক্ত, স্থির এবং সহনশীল।

মানুষের ভবিষ্যৎ মহাকাশযাত্রায় কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ?

চাঁদের স্থায়ী বরফ ভবিষ্যতে মানুষের থাকার জন্য সুবিধা করে দিতে পারে। এই বরফ থেকেই তৈরি করা যাবে-

- পানীয় জল
- নিঃশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন
- রকেটের জ্বালানি তৈরির জন্য হাইড্রোজেন

অর্থাৎ, চাঁদে মানুষের বসবাস থেকে মহাকাশ ভ্রমণ- সবকিছুতেই এই বরফ বড় ভূমিকা নিতে পারে।

ভারতের বড় অবদান

এই গবেষণায় চন্দ্রযান ২-এর তথ্য অনেক সাহায্য করেছে। ফলে ভারতের ভবিষ্য চন্দ্র মিশনের ভিত্তি আরও শক্ত হল।

মার্কিন মধ্যস্থতায় লেবানন-ইজরায়েলের শান্তি বৈঠকের ঘোষণা ট্রাম্পের

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ১৬ এপ্রিলঃ দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে শান্তি বৈঠকে বসতে চলেছে ইজরায়েল ও লেবানন। মার্কিন মধ্যস্থতায় হতে চলেছে এই বৈঠক। ইরান যুদ্ধের মাঝেই বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানা যাচ্ছে, ৩৪ বছর পর আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার হতে চলেছে ঐতিহাসিক এই বৈঠক। পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের মাঝেই বৃহস্পতিবার নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেল ট্রুথে বার্তা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। লেখেন, 'ইজরায়েল ও লেবাননের মধ্যে চলমান সংঘাত কমানোর চেষ্টা করছি। প্রায় ৩৪ বছর পর দুই দেশের নেতারা মুখোমুখি হতে চলেছেন। আগামিকাল হতে চলেছে এই বৈঠক। নিশ্চিতভাবে এটা একটা দারুন ব্যাপার।' অন্যদিকে, এই বৈঠক নিয়ে আশাবাদী লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন। ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন তিনি। তাঁর কথায়, আশাবাদী এই বৈঠকের মাধ্যমে দক্ষিণ লেবাননের মানুষের দুর্ভোগ শেষ হতে চলেছে। পাশাপাশি তাঁর বার্তা, বৈঠকের মূল লক্ষ্য আন্তর্জাতিক সীমানায় লেবাননের সেনার নিয়ন্ত্রণ। সেখানে অন্য কেউ নাক গলাবে না। তাছাড়া শান্তি ফেরানো সম্ভব নয়।

CHANGE OF NAME

I, Sk Muktar Ali (Old Name) S/o Shaikh Mohammed Sultan Residing at Sunrise Towers, Tower-1, 2nd Floor, Flat-2F, 134B Beliaghata Road, Tangra, P.s - Narkeldanga, District - Kolkata, Pin - 700015 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Shaikh Muktar Ali (New Name) as declared before the First Class Judicial Magistrate, Kolkata vide affidavit no 6585 Dated 10-03-2026. Sk Muktar Ali (Old Name) and Shaikh Muktar Ali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Vineet Poddar (Old Name) S/o Vivek Kumar Poddar Residing at 41, Mahatma Gandhi Road, Kolkata - 700009 have changed my name and shall henceforth be known as Vineet Kumar Poddar (New Name) as declared before the Ld. First Class Judicial Magistrate Alipur court, District Kolkata, State West Bengal, vide affidavit no 7087 Dated 04-11-2020 Vineet Poddar (Old Name) and Vineet Kumar Poddar (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Suparna Maity (Old Name) W/o Subir Maity Residing at Dilalpur, Orphuly, Bagnan, District - Howrah, Pin - 711303, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Suparna Maity Mitra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 82/2026 Dated 16-04-2026. Suparna Maity (Old Name) and Suparna Maity Mitra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anoara Begum (Old Name) W/o Sekh Mahammad Hossain Residing at Eazpur, Debalay, Debalaya District - North 24 Parganas, Pin - 743424, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Anomara Begam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 81/2026 Dated 16-04-2026. Anoara Begum (Old Name) and Anomara Begam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pradip Kumar Roy (Old Name) S/o Sunil Roy Residing at Shree Ramakrishna Pally, Mallikpur (CT), P.o - Mallickpore, District - South 24 Parganas, Pin - 700145, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Pradip Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 80/2026 Dated 16-04-2026. Pradip Kumar Roy (Old Name) and Pradip Roy (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Laboni Addy (Old Name) D/o Mukti Kiran Banerjee Residing at 18, DR. K.K Ghosh Road, Vtc - Uttarpara Kotrung (M), P.o - Bhadrakali, District - Hooghly, Pin - 712232, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Laboni Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 79/2026 Dated 16-04-2026. Laboni Addy (Old Name) and Laboni Banerjee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mushtaree Begum (Old Name) W/o Md. Ladoo Residing at 9/B Ripon Lane, Park Street, Park Street H.O, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Mustari Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 78/2026 Dated 16-04-2026. Mushtaree Begum (Old Name) and Mustari Begum (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Ziaul Haque S/o Sk Rabial Haque Residing at 25, Topsia Road South, P.s - Topsia, District - Kolkata, Pin- 700046, West, Bengal India, that my minor son who previously known as Zayn Haque (Old Name) shall henceforth be known as Sk Zayn Haque (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 16-04-2026. I declare that my minor son Zayn Haque (Old Name) and Sk Zayn Haque (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sk Riyaj (Old Name) S/o Oyeli Ahamed Residing at Saheb Pukur O Aashutepukur, Paschim Azadpally, P.o - Budbud, P.s - Budbud, District - Purba Bardhaman, Pin - 713403, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Riyaj (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-04-2026. Sk Riyaj (Old Name) and Md Riyaj (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Asish Chatterjee (Old Name) S/o Sakti Pada Chatterjee Residing at 48C, Dr Suresh Sarkar Road, P.o - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ashis Chatterjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-04-2026. Asish Chatterjee (Old Name) and Ashis Chatterjee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Hossain Ali, Md Hossain Ali (Old Name) S/o Rahamat Ali Residing at M.A Sarani, Bisharpara, P.s - Airport, District - North 24 Parganas, Pin - 700051, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Hossain Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-04-2026. Mohammad Hossain Ali, Md Hossain Ali (Old Name) and Hossain Ali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Murtuza Abid Golwala (Old Name) S/o Amina Golwala Residing at 35, Ripon Street, 2nd Floor, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Murtuza Golwala (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 10 Dated 15-04-2026. Murtuza Abid Golwala (Old Name) and Murtuza Golwala (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nand Lal Prajapati (Old Name) S/o Pashuram Prajapati Residing at 47/1/A, N.S Road, P.o - Rishra, District - Hooghly, Pin - 712248, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Nandalal Prajapati (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-04-2026. Nand Lal Prajapati (Old Name) and Nandalal Prajapati (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sourav Kumar Jain (Old Name) S/o Narendra Jain Residing at 24B, Mohan Lal Street, Shyambazar, District - Kolkata, Pin - 700004, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sourav Jain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-04-2026. Sourav Kumar Jain (Old Name) and Sourav Jain (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Binod Kumar Ray (old name) Son of Late Ramdeo Raut, residing at 49/5/3E, K.M. Sarani, Kanchan Colony, Kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Vinod Raut (new name), as declared before the Learned 1st Class Magistrate at Alipur, vide an affidavit no-5401, dated 12/03/2026. Binod Kumar Ray (old name) and Vinod Raut (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sibsadhan Ghosh @ Sibsadahan Ghosh, S/O Indranarayan Ghosh, resident of Vill.- Debpur, P.O.- Debpur, P.S.- Bhatar, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713121, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SHIBSADHAN GHOSH, vide Affidavit No.- 1671 dated 16/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Sibsadhan Ghosh, Sibsadahan Ghosh and Shibsadhan Ghosh all are one and the same identical person.

CHANGE OF NAME

I, Agit Gope, S/O- Sital Gope, resident of Vill.- Aushgram, P.O.- Aushgram, P.S.- Aushgram, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713156, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as AJIT GOPE vide Affidavit No.- 1670 dated 16/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Agit Gope and Ajit Gope both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mamataj Khatun, W/O- Sekh Motiar Rahaman, resident of Keshabgang chati, P.O.- Rajbati, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713104, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MAMTAJ KHATUN vide Affidavit No.- 1672 dated 16/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That Mamataj Khatun and Mamtaj Khatun both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Susmita Dhara (Old Name) D/o.- Ganesh Chandra Senapati R/o. Vill.&P.O.-Jaspra, P.S.-Panskura, Dist-Purba Medinipur WB, that have change my name & shall henceforth be known as Susmita Senapati (New Name),vide an Affidavit Sl. No. 5947 dtd. 17.03.2026, before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Tamluk, Purba Medinipur. That, Susmita Dhara (Old Name) & Susmita Senapati (New Name) both are same & one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sabir SK, S/O- SK Mahimuddin, resident of Vill. Bijala, P.O. Keotara, P.S. Jamalpur, Dist. Purba Bardhaman, PIN - 713156, my name wrongly mentioned as SK Sabir Ali @ Sekh Sabir Ali and my father's name wrongly mentioned as Sekh Mahimuddin @ Mahimuddin SK in various documents, my actual name is Sabir SK and my father's actual name is SK Mahimuddin vide Affidavit No. 1311 dated 07/04/2026, sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Purba Bardhaman, hereby declare that Sabir SK, SK Sabir Ali and Sekh Sabir Ali is same and one identical person and SK Mahimuddin,Sekh Mahimuddin, Mahimuddin SK is the same and one identical person.

মস্তিষ্কে জমাট বাঁধা রক্ত, যে কোনও মুহূর্তে ব্রেন স্ট্রোক হতে পারে কাম্বলির!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৬ এপ্রিলঃ ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলির শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক সমস্যায় ভোগার পর এখন তাঁর মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধার কথা সামনে এসেছে। চিকিৎসকদের মতে, পরিস্থিতি জটিল হলে ভবিষ্যতে স্ট্রোকের ঝুঁকি ষোলো আনা। বর্তমানে সুস্থতার পথে থাকলেও পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সময় লাগবে। কাম্বলির এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানিয়েছেন, তাঁর মস্তিষ্কে একটি ক্লট তৈরি হয়েছে, যা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে এখন আর অস্ত্রোপচার করে সরানো সম্ভব নয়। চিকিৎসকদের আশঙ্কা, এই অবস্থার পরবর্তী ধাপ হতে পারে ব্রেন স্ট্রোক। ফলে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে কাম্বলির স্মৃতিশক্তি আগের মতো নেই। অনেক কিছু মনে রাখতে পারেন না, মাঝেমধ্যে পরিচিত বিষয়ও ভুলে যান। গত কয়েক মাসে অবস্থার অবনতি না হলেও খুব একটা উন্নতিও হয়নি। পাশাপাশি শরীরের ভারসাম্য ধরে রাখা নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। হাঁটাচলা বা দৈনন্দিন কাজকর্মে অসুবিধা তৈরি হচ্ছে বলে খবর। চিকিৎসকদের পরামর্শে কাম্বলি মদ্যপান বন্ধ করেছেন ঠিকই, তবে ধূমপানের প্রবণতা পুরোপুরি কাটেনি। মাঝেমধ্যে বাইরের লোকজনের কাছ থেকেও সিগারেট চেয়ে নিচ্ছেন-যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করতে পারে। চিকিৎসকরা স্পষ্ট জানাচ্ছেন, এখন মূল সমস্যা হার্ট বা লিভার নয়, বরং মস্তিষ্ক। তাই সামান্য অবহেলাও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। কাম্বলির চিকিৎসা ও দৈনন্দিন খরচের জন্য বন্ধু ও প্রাক্তন ক্রিকেটাররা এগিয়ে এসেছেন। একটি গ্রুপ তৈরি করে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে। অতীতে তাঁকে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। আপাতত চিকিৎসকরাই পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করছেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ঝুঁকি কাটেনি। নিয়ম মেনে চিকিৎসা এবং জীবনযাপনই এখন তাঁর সামনে একমাত্র পথ।

CHANGE OF NAME

I, Abdul Kuddus (Old Name) S/O–Abusama Mondal resident of Gajdharpara Badshahirasta, Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742102 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Kuddus to Abdul Kuddus Sk and henceforth I shall be known as Abdul Kuddus Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/04/ 2026. My name Abdul Kuddus Sk & Abdul Kuddus both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Joydeb Bhattacharya (Old Name) S/O–Krishnalal Bhattacharya resident of Shibchandra Pal Lane, Santipur, Ranaghat , West Bengal, Pin-741404 do hereby declared that I have changed my name from Joydeb Bhattacharya to Joydev Bhattacharya and henceforth I shall be known as Joydev Bhattacharya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 16/04/2026. My name Joydev Bhattacharya & Joydeb Bhattacharya both are same and one identical person.

'ভারতের যত তেল দরকার, তত দেব'

ঘোষণা রাশিয়া, এসইউ-৫৭ যুদ্ধবিমান নিয়েও চলছে কথা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিলঃ ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তনের মাঝেও ভারত ও রাশিয়ার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আরও মজবুত হচ্ছে। সম্প্রতি ভারতে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত ডেনিস আলিপভ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। ভ্লাদিমির পুতিনের আসন্ন ভারত সফর, এস-৪০০ মিসাইল প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে। আলিপভ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, রাশিয়ার এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের আওতায় যৌথভাবে উৎপাদনের সুযোগ থাকতে পারে। এটি সফল হলে ভারতের সামরিক শক্তি কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে। সংবাদমাধ্যম ইওনের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''ব্রহ্মস (আমাদের যৌথভাবে করা খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হবে সেই প্রক্রিয়া। অন্যান্য ধরনের সামরিক সরঞ্জাম এবং সাধারণভাবে আমাদের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে। আমি এর বিস্তারিত বিবরণে যাব না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয়দের এ বিষয়ে কিছুই জানা উচিত নয়। আমি ভারতীয় জনগণের সঙ্গে এটি ভাগ করে নিতে পারলে খুশি হব।

সিস্টেমের সরবরাহ এবং রাশিয়ার অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান এসইউ-৫৭ নিয়ে তাঁর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। তিনি জানিয়েছেন, ভারতের যত তেল দরকার, ততটাই দিতে রাজি রাশিয়া। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রাশিয়ার সবথেকে শক্তিশালী এবং আধুনিক যুদ্ধবিমান হল এসইউ-৫৭। রাশিয়ার দূত জানিয়েছেন, ভারতের বায়ুসেনাকে আরও শক্তিশালী করতে এই স্টেলথ ফাইটার জেট নিয়ে আলোচনা চলছে। সম্প্রতি ভারত এই যুদ্ধবিমানের প্রযুক্তির কাজের) বিশাল বড় প্রমাণ। কে ২০৩-এর উৎপাদন এবং ভারতকে এর লাইসেন্স প্রদানও আমাদের পারস্পরিক লাভজনক সহযোগিতার একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, যা ভারতের জন্য একটি সাম্প্রতিক বিষয় এবং আমাদের কাছেও অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছি, কিন্তু আবারও বলছি, আমি বিস্তারিত কিছু বলব না।'' আলিপভ বলেছেন, ''কয়েকটি এস-৪০০ দেওয়া এখনও বাকি আছে। সেজন্য আমাদের একটি পারস্পরিকভাবে সম্মত সময়সূচি তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এটি একটি সংবেদনশীল বিষয়, যা আমরা গোপন রাখার চেষ্টা করি।'' বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকার চাপ সত্ত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখেছে ভারত। রুশ রাষ্ট্রদূত মনে করেন, ভারতের এই 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন' প্রশংসনীয়। পশ্চিমা চাপের মুখেও ভারত রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেনি, যা দুই দেশের গভীর বিশ্বাসের পরিচয় দেয়। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, আফগানিস্তান পরিস্থিতি এবং ব্রিকস-এর মতো মঞ্চে দুই দেশ একে অপরকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

শরিফ নামেই প্রধানমন্ত্রী, পাকের আসল 'বস' আসিম মুনির, বিস্ফোরক প্রাক্তন মন্ত্রীই

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ১৬ এপ্রিলঃ শেহবাজ শরিফ নামেই স্রেফ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। আসলে পাকিস্তানের ক্ষমতার রাশ আছে সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের হাতেই। ফাঁস করে দিলেন খোদ পাকিস্তানেরই প্রাক্তন মন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী। সংবাদসংস্থা এএনআইএয়ের সাক্ষাকারে তিনি বলেছেন, ''এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে পাকিস্তান সেনাপ্রধান আসিম মুনিরই আসলে পাকিস্তানের প্রধান। এই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল (আসিম মুনিরের) হাতেই রয়েছে। এমনকী গতকালও যদি দেখেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তান সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, পাকিস্তানের এই উদ্যোগের পিছনে অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে। পাকিস্তান বর্তমানে চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আইএমএফ এবং বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর ঋণের ওপর নির্ভরশীল দেশটি চাইছে আমেরিকার সুনজরে থাকতে। ট্রাম্পের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে একদিকে যেমন ভারতের সঙ্গে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হবে, তেমনই আমেরিকার কাছ থেকে আর্থিক সুবিধাও আদায় করা সম্ভব হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মুনির খুব সুকৌশলে আমেরিকার বর্তমান প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন।

সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে পাকিস্তানের নেতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং শাহবাজ শরীফের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজনও মনে করেননি। এতেই এটা খুব স্পষ্ট হয়ে যায় যে পাকিস্তান সেনাপ্রধান আসিম মুনিরই পাকিস্তানের আসল নেতা। এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই।'' তারইমধ্যে ইরানে পৌঁছে গিয়েছেন মুনির। ইসলামাবাদে আমেরিকা এবং ইরানের শান্তি বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পরে তেহরানে পৌঁছেছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান। ডোনাল্ড ট্রাম্পের টিমের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের একটি পরোক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলছে। পাকিস্তান বোঝাতে চাইছে যে, আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ইরান ইস্যু-সবক্ষেত্রেই পাকিস্তানের কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম। যদি পাকিস্তান সফলভাবে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে কোনো ধরনের সমঝোতা বা আলোচনার টেবিলে বসাতে পারে, তবে সেটি হবে জেনারেল মুনিরের জন্য একটি বড় কূটনৈতিক জয়।

ডিলিমিটেশন বিলের কপি পোড়ালেন স্ট্যালিন, আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে মহিলা সংরক্ষণ চায় কংগ্রেস

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও চেন্নাই, ১৬ এপ্রিলঃ সংসদে এবং বিধানসভা ও বিধান পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ এবং সংসদীয় কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিল নিয়ে লোকসভায় বিতর্ক শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের তরফে অসমের সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ বলেন, তাঁরা চান লোকসভার বর্তমান আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সিট সংরক্ষণ করা হোক। এদিকে পূর্ব ঘোষণা মতো তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন বৃহস্পতিবার লোকসভায় বিতর্ক শুরু হওয়া মাত্র ডিলিমিটেশন বিলের কপি পুড়িয়ে প্রতিবাদ করেন। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রীর স্ট্যালিন বৃহস্পতিবার নামাক্কাল জেলায় গিয়েছেন। প্রচার থামিয়ে বিলের কপি পুড়িয়ে স্ট্যালিন অভিযোগ করেন, তামিলনাড়ু সহ দক্ষিণের রাজ্যগুলিকে ডিলিমিটেশন বিলে বঞ্চনা করা হয়েছে। দক্ষিণের রাজ্যগুলির আসন সংখ্যা যথেষ্ট বাড়ছে না। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমরা মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণে একশো শতাংশ সহমত। কিন্তু কেন্দ্র যেভাবে একতরফা লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে চাইছে ডিএমকে যে কোনও মূল্যে তার বিরোধিতা করবে।'' তাৎপর্যপূর্ণ হলো মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র স্ট্যালিন এবং আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে ডিএমকে ডিলিমিটেশন বিলের তীব্র বিরোধিতা করছে। কেন্দ্র বিলটি

প্রত্যাহার না করলে রাজ্য অচল করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী। স্ট্যালিনের ঘোষণা, বিলটির প্রতিবাদে এমন আন্দোলন হবে যা স্মরণকালে কেউ দেখেনি। ডিএমকে সুপ্রিমোর বক্তব্য, লোকসভার আসন সংখ্যা রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়ানো অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। তাঁর বক্তব্য, তামিলনাড়ু সহ দক্ষিণে রাজ্যগুলির জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে দেশের বাকি অংশের তুলনায় অনেক এগিয়ে ফলে এই রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই নগণ্য। ফলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হলে দক্ষিণের রাজ্যগুলি বঞ্চিত হবে। এদিকে, লোকসভায় বিলের বিরোধিতা করে গৌরব গগৈ প্রশ্ন তোলেন, কোন মানদণ্ডে সরকার লোকসভার আসন সংখ্যা ৫০ শতাংশ বাড়াতে চাইছে? তাঁর অভিযোগ, মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলে কেন্দ্রীয় সরকার আসলে বিজেপির ভোট ব্যাংক সুরক্ষিত করতে চাইছে। এই কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, বর্ধিত আসন সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। সরকারের তরফে সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু দাবি করেন, সর্বদলীয় বৈঠকে সরকার আসন সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু কংগ্রেস সেই বৈঠক বয়কট করে। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেস এবং বাম দলগুলিও সর্বদলীয় বৈঠকে অংশ নেয়নি। তবে যে দলগুলি অংশ নেয় তাদের বক্তব্য কীসের ভিত্তিতে আসন সংখ্যা ৫৪৩ থেকে বৃদ্ধি করে ৮৫০ করার সিদ্ধান্ত সরকার নিল তার ব্যাখ্যা সর্বদলীয় বৈঠকে মেলেনি।

‘দুধে স্নান’ করে ‘পাপস্খলন’ কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে ফিরলেন রাণীনগরের মামুন শেখ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল ঃ হিন্দিতে একটি বিখ্যাত প্রবাদ রয়েছে, ‘দুধ কা ধুলা হুয়া

কোই নেহি’-অর্থাৎ কেউই একেবারে নিষ্কলঙ্ক নয়। অনেকের বিশ্বাস দুধে স্নান করলে নাকি সব পাপ ধুয়ে যায়! এবার সেই প্রবাদেরই বাস্তব রূপ দেখল মুর্শিদাবাদের রাণীনগর। বুধবার সন্ধ্যায় দলবদলের ‘পাপ’ ধুয়ে নিজেকে ‘শুদ্ধ’ করতে বালতি ভর্তি দুধে স্নান সেরে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে ফিরলেন ডেপুটিপাড়া পানিপিয়া গ্রামের যুবক মামুন শেখ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দিন কয়েক আগেই মামুন-সহ প্রায় ৩০ জন তৃণমূল কর্মী কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। অভিযোগ, কংগ্রেসের বাইক মিছিলে অংশ নিতে বাইকের তেল ও নগদ টাকার প্রলোভন দেখানো হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ জমে যুবকদের মধ্যে। নিজেদের ‘ভুল’ বুঝতে পেরে বুধবার তাঁরা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের উপস্থিতিতে ‘ঘরওয়াপসি’র সিদ্ধান্ত নেন। আর সেই ফেরার মুহূর্তকে স্মরণীয় করতেই অভিনব পন্থা বেছে নেন মামুন। বালতি ভর্তি দুধে স্নান করে নিজেকে ‘শুদ্ধ’ ঘোষণা করে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন তিনি। মামুন শেখ বলেন, আমরা প্রথম থেকেই তৃণমূল করতাম। শুধু টাকার লোভে ভুল করে কংগ্রেসে গিয়েছিলাম। এখন নিজেদের ভুল বুঝে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। তৃণমূল একটি পবিত্র দল। তাই সেই দলে আসার জন্য নিজেকেও পবিত্র হওয়া দরকার। এজন্যই দুধ দিয়ে স্নান করলাম। দুধ দিয়ে স্নান করে দলবদলের এই ঘটনাকে অনেকে ‘রাজনৈতিক প্রতিবাদের অভিনব রূপ’ বলেই দেখছেন। ভোটের মুখে রাণীনগরের ডেপুটিপাড়ায় এই ‘দুধ-স্নান’ এখন চায়ের দোকান থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার একটি বিষয় হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত, গত বছর জুন মাসে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার এক যুবক, আরিফুল শেখ, স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর দুধ দিয়ে স্নান করেছিলেন। বাড়ির অমতে ভালোবেসে বিয়ে করার ‘ পাপ ’ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ওই যুবকও দুধ দিয়ে স্নান করে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন।

চন্দ্রকোণায় দেবের রোড শো

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে চন্দ্রকোণা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করলেন অভিনেতা ও সাংসদ দেব। তৃণমূল প্রার্থী সূর্য্যকান্ত দোলইয়ের সমর্থনে বৃহস্পতিবার চন্দ্রকোণার রামজীবনপুরে একটি বর্ণাঢ্য রোড শো করেন তিনি। রামজীবনপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে রামজীবনপুর কালিতলা পর্যন্ত প্রায় দু’কিলোমিটার পথ জুড়ে এই রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। দেবকে একঝলক দেখার জন্য রাস্তার দু’ধারে ভিড় জমায় অগণিত মানুষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশ প্রশাসনকে।রোড শো চলাকালীন দেব জানান, সারা বাংলা জুড়ে তাঁরা মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন । তাঁর দাবি, গতবারের তুলনায় এবার তৃণমূল কংগ্রেস অন্তত ৫ থেকে ১০টি আসন বেশি পাবে। চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল-দুই কেন্দ্রেই জয়ের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দেব বলেন, গত ১০ বছরে তিনি একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। এদিকে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারে আসা মিঠুন চক্রবর্তী প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে হেসে তিনি বলেন, ‘লাভ ইউ মিঠুন দা ’।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে রুট মার্চ ও বুথ পরিদর্শনে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৬ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ভাবেই অশান্তি বা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি না হয়, তা নিশ্চিত করতে এবার সরাসরি মাঠে নেমে পড়ল নদীয়া জেলা প্রশাসন। ভোটারদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং নির্ভয়ে ভোটদানের পরিবেশ গড়ে তুলতে জেলাশাসক ও কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার একযোগে স্পর্শকাতর এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করা হয়। সেই নির্দেশে বলা হয়, বিগত বিধানসভা, লোকসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেসব এলাকায় হিংসা, ভীতি প্রদর্শন বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল, সেই সমস্ত পঞ্চায়েত ও বুথ এলাকাগুলি চিহ্নিত করে সেখানে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনতে বিশেষ আস্থামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করার কথাও উল্লেখ করা হয়। নির্দেশ জারির পরেই নদীয়া জেলা প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এদিন সকালে জেলা শাসক শ্রীকান্ত পল্লী ও কৃষ্ণনগর পুলিশ সুপার ওয়াইং রঘুবংশীয়, কৃষ্ণনগর এলাকার বিভিন্ন স্পর্শকাতর বুথ পরিদর্শন করেন। বিশেষ করে নাজিরা পাড়া এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তারা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। বুথ চত্বরের নিরাপত্তা, আশপাশের পরিবেশ এবং সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকগুলি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। শুধু প্রশাসনিক পরিদর্শনেই থেমে থাকেননি আধিকারিকরা। এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন তাদের অভিজ্ঞতা ও উদ্বেগের কথাও শোনেন জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার। এলাকায় কোনও ধরনের সন্ত্রাস, ভয়ভীতি বা রাজনৈতিক চাপ রয়েছে কিনা, তা বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করেন তারা। অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ নিজেদের সমস্যার কথা খোলাখুলি ভাবে তুলে ধরেন বলেও জানা গেছে। স্থানীয়দের উদ্দেশ্যে জেলাশাসক স্পষ্টভাবে জানান, ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ভয় বা চাপ সহ্য করা হবে না। যদি কোনও সমস্যা বা হুমকির মুখে পড়েন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি আরও

বলেন, প্রশাসন সর্বদা মানুষের পাশে রয়েছে এবং নির্ভয়ে ভোটদান নিশ্চিত করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ সুপারও নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বাস দিয়ে জানান, স্পর্শকাতর বুথগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন, নিয়মিত টহল এবং নজরদারি বাড়ানো হবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্য নেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। জেলা শাসক আরও জানান, ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন স্পর্শকাতর বুথ ও অশান্তিপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। মূল লক্ষ্য একটাই ভোটারদের মধ্যে আস্থা তৈরি করা এবং সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন করা। জেলা প্রশাসন সুত্রে খবর মোট বুথগুলোকে সুপার সেনসেটিভ, ক্রিটিক্যাল,নরমাল সহ মোট চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রশাসনের এই তৎপরতাকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তবে ভোটের দিন প্রকৃত পরিস্থিতি কেমন থাকে, সেটাই এখন দেখার।

তৃণমূল প্রার্থীর পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের সমর্থনে লাগানো পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশবাড়ি এলাকায়। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্বপ্না বর্মনের সমর্থনে একাধিক পোস্টার লাগানো হয়েছিল, যা রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা ছিঁড়ে ফেলে। পাশাপাশি দলীয় পতাকা পু।য়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার জন্য সরাসরি বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপির কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের পোস্টার ছিঁড়ছে এবং বাঁশবাড়িতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, এই বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হবে। অন্যদিকে, স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এই ঘটনাকে কেমদ্রে করে বর্তমানে ওই এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ছত্তিশগড়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণ- কফিনবন্দি হয়ে ফিরলেন হলদিয়ার তিন শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ১৬ এপ্রিল ঃ ভোটের আগে বাড়ি ফেরার আনন্দ ছিল চোখে-মুখে। পরিবারকে দেওয়া ছিল প্রতিশ্রুতি-কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরবেন, কাটাবেন ছুটি, তারপর আবার কাজে যোগ দেবেন। কিন্তু সেই ফেরা আর হল না। ফিরলেন কফিনবন্দি হয়ে। ছত্তিশগড়ের ভয়াবহ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্ফোরণে প্রাণ হারানো হলদিয়ার তিন শ্রমিকের নিথর দেহ বৃহস্পতিবার পৌঁছল তাঁদের গ্রামের বাড়িতে। আর সেই দৃশ্য দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল পরিবার-পরিজন থেকে গোটা এলাকা। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন শেখ সইফুদ্দিন (৪৫), দীপঙ্কর সিং (২৩) এবং চিত্ত দলুই (৩০)। তিনজনই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া মহকুমার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, চিত্ত দলুইয়ের বাড়ি সুতাহাটা থানার মোহনপুরে, শেখ সইফুদ্দিনের বাড়ি দুর্গাচক থানার চাপিপানা এলাকায় এবং দীপঙ্কর সিংয়ের বাড়ি ভবানীপুর থানার মনোহরপুর গ্রামে। তাঁদের অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তিনটি পরিবারই নয়, স্তব্ধ গোটা অঞ্চল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকা থেকে প্রায় ৩০ জন যুবক কাজের সন্ধানে ছত্তিশগড়ের শক্তি জেলায় অবস্থিত একটি বেসরকারি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। ভোটের আগে তাঁদের অনেকেরই বাড়ি ফেরার কথা ছিল। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন সকলে। কিন্তু হঠাৎ ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সেই সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ৩০ জনের মধ্যে তিনজনের নিথর দেহই শেষমেশ ফিরল গ্রামের মাটিতে। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার দুপুর প্রায় ২টো নাগাদ। আচমকা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। সে সময় ভিতরে অন্তত ৪০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন বলে জানা গেছে। বিস্ফোরণের জেরে প্রথমে ৯ জনের মৃত্যুর খবর মিললেও, পরে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪- তে। গুরুতর আহত হন আরও বহু শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে দুই বাঙালিও রয়েছেন, যাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। বৃহস্পতিবার মৃত তিন শ্রমিকের দেহ গ্রামে পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবেশীরাও শেষবারের মতো তাঁদের দেখতে ভিড় জমান। জীবিকার তাগিদে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া এই শ্রমিকদের এমন করুণ পরিণতি মেনে নিতে পারছেন না কেউই।

চা বাগানএলাকায় লিডের লক্ষ্যে তৃণমূল প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা আগামী বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেই ভোটকে সামনে রেখে প্রচারে জোর বাড়িয়েছেন ধূপগুড়ি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র রায়। ভোটের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি থাকায় শেষ মুহূর্তে প্রচারে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই চা বাগান অধ্যুষিত বানারহাট এলাকায় ব্যাপক জনসংযোগ কর্মসূচি পালন করেন নির্মল চন্দ্র রায়। উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে এই চা বাগান এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস পিছিয়ে ছিল। তাই এবার এই এলাকায় ভালো ফল করার লক্ষ্যেই বাড়তি জোর দিচ্ছেন প্রার্থী। এদিন তিনি বিভিন্ন চা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও সুবিধার কথাও তুলে ধরেন তিনি। স্থানীয় মানুষের সাড়া পেয়ে আশাবাদী নির্মল চন্দ্র রায় জানান, এবার বানারহাটের চা বলয় থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে থাকবে। নির্বাচনের আগে এই প্রচার কার্যক্রমে কর্মী-সমর্থকদের উৎসাহও ছিল চোখে পড়ার মতো।

পুড়শুড়ায় তৃণমূলের প্রচারে অভিনেত্রী পায়েল সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১৬ এপ্রিল ঃ পুড়শুরা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পার্থ হাজরার সমর্থনে জমজমাট প্রচারে অংশ নিলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল সরকার। বৃহস্পতিবার সুদরুশ এলাকা থেকে ফতেপুর পর্যন্ত দীর্ঘ রোড শো অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ভিড় জমায় হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। রোড শো চলাকালীন রাস্তার দু’ধারে মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। ফুল ছিটিয়ে ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান পায়েল সরকার এবং প্রার্থী পার্থ হাজরা। তাঁদের দেখতে ভিড় জমায় বিভিন্ন বয়সের মানুষ। এই প্রচারে অংশ নিয়ে পায়েল সরকার বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের জয়ী করা জরুরি। তিনি সাধারণ মানুষের কাছে পার্থ হাজরার সমর্থনে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। অন্যদিকে পার্থ হাজরা জানান, মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনই তাঁর লড়াইয়ের শক্তি। এলাকার উন্নয়ন এবং মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তিনি ভোটের ময়দানে নেমেছেন বলে জানান।

NOTICE INVITING TENDER

Short Notice tender is Invited by undersigned for the works:

1. "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no, place i.e Bangur Avense Girls High School, Bangur Avenue, block-8, PS- Lake Town, BDNPC In the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convoy/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (**starting from 22.04.2026**) (Ref. Id -20013886)," Tender No: **NIQ No 33/Q** of Bidhannagar Electrical Division 2026-27.

2. "Arrangement of temporary electrical installation works at 01 (one) no, place i.e Techno India Main College Salt Lake. Sector-V, PS- Electronic Complex, BDNPC in the District of NORTH 24 PARAGANAS for accommodation of CAPF Convay/ State Force in connection with WB Assembly Election 2026 (starting from 24.04.2026) (Ref. Id -20013750)," Tender No. **NIQ No 34/Q** of Bidhannagar Electrical Division 2026-27. Bid Sabmission end date: **20.04.2026 up to 10:30 A.M**. Details may be downloaded. from **etender.wb.nic.in**

SD/-
Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল আলি হাসান পিতা- মৃত সোচান সাং- যোগিয়াকাল, পোষ্ট-ভিতিরাওয়াট, থানা- সাহজানোয়া, জেলা- গোরখপুর, রাজ্য- উত্তরপ্রদেশ। শ্রীমতী পুনম বেরা স্বামী- শ্রী বিশ্বজিত বেরা, সাং- সাঁকরাইল, পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১৩ এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০২১৪৯ / ২০২৪ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা পিতা- মরহুম আব্দুল অদুত মোল্লা সাং, পোষ্ট ও থানা - সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে থানা- সাঁকরাইল, মৌজা- সাঁকরাইল জলা, জে.এল. নং ২১ হাল ৪১৮৩ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল ১৮৩৬ নং দাগে অবস্থিত ০৩.৩০ শতক শালি জমি ০৫০৩০১২৮১ / ২০২৬ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রি করিয়া নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Pervez Nowaz Mollah
Advocate
Howrah Judge's Court
Enr. No-F-2070/2138/2017

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী জনার্দন কাঁজী পিতা- স্বর্গীয় দেবেন্দ্র নাথ কাঁজী সাং- সাঁকরাইল (শরপল্লী), পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। ১) শ্রীমতী শঙ্করী মালিক, স্বামী- নিলু মালিক, ২) শ্রী সমীর মালিক পিতা- নিলু মালিক, ৩) শ্রীমতী মিনু বাগ স্বামী- শ্রী সুকান্ত বাগ সর্ব্ব সাং- সাঁকরাইল (হাওয়াপোতা), পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাও।। পিন- ৭১১৩১৩, ৪) শ্রীমতী টুটু হাজরা স্বামী- শ্রী সুকচাঁদ হাজরা সাং ও পোঃ- কুলগাছিয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৩০৬, ৫) শ্রীমতী শিখা খাঁড়া স্বামী- শ্রী সঞ্জয় খাঁড়া, সাং ও পোঃ- বিপন্নপাড়া, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৪১১ এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০০৩৬৩ / ২০১৮ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী সমরেন্দ্র মালিক পিতা- অন্নদা মালিক সাং- সাঁকরাইল, পোষ্ট ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে থানা-সাঁকরাইল, মৌজা- সাঁকরাইল জলা, জে.এল. নং ২১ হাল ২৬৭৫ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল ৬৭৬ নং দাগে অবস্থিত ৬০ বর্গফুট বাস্তু জমি ০৫০১০৫৫৯৪ / ২০১৯ নং দলিল মূলে D.S.R.-I হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রি করিয়া শ্রীমতী তনুশ্রী কাঁজী স্বামী- শ্রী জনার্দন কাঁজী ক্রয় করে নাম পত্তন না করিয়া ০৫০৩০৬৪৫৬ / ২০২৫ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রি করিয়া নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Pervez Nowaz Mollah
Advocate
Howrah Judge's Court
Enr. No-F-2070/2138/2017

PWD (GOVT. OF WB) TENDER

NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites a Short Notice Inviting Quotation off line for the works. of:- 1. Temporary electrical installation for security lighting & hiring of DG set etc in connection. with VVIPs visit on 19th April, 2026 at helipad beside **Raibaghini Math [Sainik School Areal, Purulia in the District of Purulia.**

NIQ No. 03 of 2026-2027

The quotations will be received upto **02:00pm on 17-04-2026** and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from: **http:// wbpwd.gov.in**

Sd/ M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

প্রথম দফার ভোটে ৪০ হাজারেরও বেশি রাজ্য পুলিশ, সর্বাধিক মোতায়েন-জারি কমিশনের বিস্তারিত তালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল ঃ আসন্ন প্রথম দফার ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করল নির্বাচন কমিশন। রেকর্ড সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এবার বড় সংখ্যায় রাজ্য পুলিশও মোতায়েন করা হচ্ছে। কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দফার ভোটে মোট ৪০ হাজার ৯২৮ জন রাজ্য পুলিশ ভোটের দায়িত্বে থাকবেন। এর সঙ্গে যুক্ত থাকছে ২,৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, যা সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও কঠোর ও বিস্তৃত করেছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, কোন জেলায় কত পুলিশ মোতায়েন থাকবে তা বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলায়, যা নিরাপত্তার দিক থেকে এই দফায় বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। মুর্শিদাবাদ ছাড়াও উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল এবং দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে নিরাপত্তার জন্য বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। দার্জিলিংয়ে ১১৭০ জন, কালিম্পঙে ৬২৭ জন, আলিপুরদুয়ারে ১১৫৯ জন, জলপাইগু।তে ১৪৬৭ জন এবং কোচবিহারে ২৩৭০ জন রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ১২৯০ জন পুলিশকর্মী দায়িত্বে থাকবেন। মালদা জেলায় নিরাপত্তার জন্য ২৮১৮ জন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলায় ৪২১৬ জন এবং জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় ১৫৫০ জন পুলিশ ভোটের দায়িত্বে থাকবেন। একইভাবে উত্তর দিনাজপুর জেলাকেও দুই ভাগে ভাগ করে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ইসলামপুর পুলিশ জেলায় ১১১৯ জন এবং রায়গঞ্জ পুলিশ জেলায় ১০০৪ জন পুলিশকর্মী দায়িত্ব পালন করবেন। জঙ্গলমহল এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রামে ১১০৮ জন, পুরুলিয়ায় ৩০০৫ জন এবং বাঁকুড়ায় ৩১২৭ জন রাজ্য পুলিশ মোতায়েন থাকবে। বীরভূম জেলায় ৩২৪৮ জন পুলিশ ভোট পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন বলে জানানো হয়েছে কমিশনের তরফে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলিতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে ৩৯৮১ জন, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩৩২৭ জন এবং পশ্চিম বর্ধমানে, অর্থাৎ আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ৩১২৭ জন রাজ্য পুলিশ ভোটের দায়িত্ব সামলাবেন। এই সমস্ত জেলায় ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে কমিশন সূত্রে দাবি করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, ভোট প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সংবেদনশীল ও হিংসাপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলিতে বাড়তি নজরদারি রাখা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী বাহিনী বণ্টন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রথম দফার ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নিরাপত্তার অভূতপূর্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করাই এখন কমিশনের প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা, পুলিশের জালে গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ১৬ এপ্রিল ঃ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য হেরোইন- সহ উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা,

পুলিশের জালে গ্রেফতার এক ব্যক্তি, বড়সড় সাফল্য নদীয়ার নবদ্বীপ থানার পুলিশের। নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য, হেরোইন ও বিপুল পরিমাণে নগদ টাকা-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠাল নদীয়ার নবদ্বীপ থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম নন্দন রায় ওরফে মনোতোষ। বাড়ি নবদ্বীপ পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ কলোনী এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক বরুণ গায়েণের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী নবদ্বীপ শহরের দক্ষিণাঞ্চলের বিবেকানন্দ কলোনী এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থাকে উদ্ধার হয় ২৯ গ্রাম নিষিদ্ধ হেরোইন। পাশাপাশি পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগ থেকে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় লেনদেন হওয়া ২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা উদ্ধার করে। উদ্ধার হয় একটি মোবাইল ফোন। ধৃতের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলার রুজু করে বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরে বিশেষ আদালতে পেশ করার পর তদন্তের স্বার্থে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হবে বলে জানা গেছে পুলিশ সূত্রে। ধৃত ব্যক্তি কোথা থেকে হেরোইন সংগ্রহ করেছিল বা এই চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছেন নবদ্বীপ থানার পুলিশ। স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে সমাজ থেকে অপরাধমূলক কাজ দমন করতে তৎপর পুলিশ প্রশাসন।

তৃণমূলের নির্বাচনী পথসভা গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১৬ এপ্রিল ঃ গোঘাট থানার গোড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী ডঃ নির্মল মাঝির সমর্থনে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের পথসভায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী কর্মসূচি ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে সাধারণ মানুষের সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। সভায় উপস্থিত বক্তারা দাবি করেন, গত কয়েক বছরে রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগে এলাকায় প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে এবং আগামী দিনে এই অগ্রগতির ধারাকে আরও জোরদার করা হবে। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা সঞ্জয় খান, গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ভোলানাথ সাঁতরাসহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব। তাঁরা সকলেই দলীয় প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয় সমর্থন কামনা করেন। পথসভাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উৎসাহ ছিল তুঙ্গে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।

দুর্গাপুর পশ্চিমে বাসে বিজেপি প্রার্থীর ‘অশ্লীল’ পোস্টার, বিজেপি-তৃণমূলের চাপানউতোরে তপ্ত রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৬ এপ্রিল ঃ ভোটের মুখে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় নতুন করে বিতর্কের ঝড় উঠল একাধিক বাসে আপত্তিকর ছবি সাঁটানোকে কেন্দ্র করে। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুই। তাঁর ‘উলঙ্গ’ বা অশালীন ছবি একাধিক বাসে লাগানো অবস্থায় দেখা যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। বিষয়টি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে শুরু হয়েছে সরাসরি বাকযুদ্ধ। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্গাপুরের এইটিবি রুটে চলাচলকারী একাধিক বাসে ওই আপত্তিকর পোস্টার চোখে পড়ে সাধারণ মানুষের। বাসগুলি দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় চলাচল করায় অল্প সময়ের মধ্যেই এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়ে। যাত্রী ও পথচলতি মানুষের নজরে আসতেই বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়। কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই ঘটনার পরই মুখ খুলেছেন বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুই। তিনি অভিযোগ করেছেন, বিরোধী দলের প্রার্থী হওয়ায় তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, এই ছবিগুলি আসল নয়, বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। তাঁর কথায়, তৃণমূল পরিকল্পনা করে এই ভুয়ো ছবি তৈরি করেছে। ভোটে হারার ভয় থেকেই এই ধরনের নোংরা রাজনীতির আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাবেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করবেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কয়েক মাস আগেও একই ধরনের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল, যা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই সময়ও লক্ষ্মণ ঘোড়ুইকে অস্বস্তির মুখে পড়তে হয়েছিল। এবার সেই একই ছবির প্রিন্ট আউট করে

বাসে সাঁটানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে পুরনো বিতর্ক নতুন করে উসকে উঠেছে এবং রাজনৈতিক আবহ আরও উত্তপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের প্রার্থী কবি দত্ত জানিয়েছেন, এই ধরনের রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন। তাঁর বক্তব্য, এই ছবি আসল না মিথ্যা, তা নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমি এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি না। তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে, বিজেপি অযথা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর পশ্চিমে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। ভোটের আগে এমন ঘটনা যে নির্বাচনী পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন অনেকেই। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তির অপব্যবহার নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভুয়ো বা বিকৃত ছবি তৈরি করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার প্রবণতা যে বাড়ছে, এই ঘটনাকে ঘিরে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে, কে বা কারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত, তা এখনও ধোঁয়াশার মধ্যেই রয়েছে। তবে তদন্ত শুরু হলে আসল সত্য সামনে আসবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তার আগে পর্যন্ত এই বিতর্ক ঘিরে দুর্গাপুরের রাজনীতি যে আরও তপ্ত থাকবে, তা বলাই বাহুল্য।

Short Notice Inviting Tender No-02 of 2026-27/ ASSEMBLY ELECTION 2026

Tender is invited by the Executive Engineer, Hooghly Division, PHE Dte. for Election Urgent Works. Bid submission Closing Date 20.04.2026 up to 04.00 p.m. For Details, corrigendum / addendum, participating contact undersigned office.

Sd/-
Executive Engineer
Hooghly Division, PHE Dte.

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিট:** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিন:** ১০৯৬ দিন।

নিলাম কেটালগ নং. সি-পার্কিং-২৬

এসইকিউ নং.	লট নং. /শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-টিকেজি-এমএক্স-১৩৮-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের ঠাকুরগঞ্জ স্টেশনে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএক্স-১৪০-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত বাগডোগরা স্টেশনে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-কেআইআর-এমএক্স-১৫৭-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত কাটিহার স্টেশনে দুই চাকা এবং চার চাকাযুক্ত (প্রাইভেট ভেহিকল) বাহনের পার্কিং লট (এমবিও/পিআরএস দিশায়)
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-এইউবি-এমএক্স-৯৬-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের পার্কিং লট
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-এমএক্স-১৪১-২৫-৩ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের মালদা কোর্ট স্টেশনে দুই চাকা এবং চার চাকাযুক্ত (কার) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৬	পার্কিং-কেআইআর-ইকেআই-এমএক্স-১০৩-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের একলাখি স্টেশনে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৭	পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএক্স-১০৫-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের কিষাণগঞ্জ/পিআরএস দিশায় দুই চাকা এবং চার চাকাযুক্ত (প্রাইভেট ভেহিকল) এর জন্যে পার্কিং লট
এএ/৮	পার্কিং-কেআইআর-পিআরএনএ-এমএক্স-১৪৩-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের পূর্ণিয়া স্টেশনে শুধুমাত্র দুই চাকা এবং চার চাকা (কার) যুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৯	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএক্স-১৩৯-২৫-৩ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের ফরবেসগঞ্জ স্টেশনের গুডস সার্কুলেটিং এরিয়াতে দুই চাকা এবং চার চাকা যুক্ত (নন-কমার্সিয়াল) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/১০	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএক্স-১১১-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের আরারিয়া স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকা এবং চার চাকাযুক্ত (প্রাইভেট ভেহিকল) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/১১	পার্কিং-কেআইআর-বিএনডিপি-এমএক্স-১৬২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের বুনিয়াদপুর স্টেশনে দুই চাকা এবং চার চাকাযুক্ত (প্রাইভেট ভেহিকল) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/১২	পার্কিং-কেআইআর-কেআইআর-এমএক্স-১৭৩-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের কাটিহার ওল্ড মডেল স্টেশন ভবনের দিশায় দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি- পিসিসিভি-১৫৬-২৫-১ (পার্কিং-পেসেঞ্জার কেরিং কমার্সিয়েল ভেহিকেলস)	ফরবেসগঞ্জ স্টেশনের দ্বিতীয় প্রবেশপথের গুডস সার্কুলেটিং এরিয়াতে শুধুমাত্র তিন চাকা, চার চাকাযুক্ত ভারী বাহনের জন্য পার্কিং
এবি/২	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি- পিসিসিভি-১৪৪-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্সিয়াল ভেহিকেলস)	নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের গুডস শ্বেড এলাকায় শুধুমাত্র ট্রাকের পার্কিং
এবি/৩	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি- পিসিসিভি-১৫১-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্সিয়াল ভেহিকেলস)	মালদা কোর্টে তিন চাকা, চার চাকা (ট্যাক্সি) এবং ট্রাক/বাসের পার্কিং
এবি/৪	পার্কিং-কেআইআর-কেআইআর- পিসিসিভি-১৫৫-২৫-১ (পার্কিং-প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্সিয়াল ভেহিকেলস)	কাটিহার স্টেশনের এমবিও পিআরএস দিশায় শুধুমাত্র যাত্রী পরিবহন করা তিন চাকা, চার চাকা এবং ভারী যাত্রী পরিবহন করা বাহনের পার্কিং লট।

নিলাম প্রারম্ভের তারিখ এবং সময়: ৩০-০৪-২০২৬ তারিখের ১০:০০ ঘন্টায়। **নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ৩০-০৪-২০২৬ তারিখের ১৩:০০ ঘন্টায়। সম্ভাব্য বিডারদেরকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

ক্যান্ডিডেটস দাবা জয়ী ভারতের বৈশালী

সংবাদ সংস্থা, সাইপ্রাস, ১৬ এপ্রিলঃ ক্যান্ডিডেটস দাবা ২০২৬ মহিলা বিভাগে জয়ী ভারতের বৈশালী রমেশবাবু। ভারতের প্রথম মহিলা দাবাড়ু হিসেবে এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট জয় করল বৈশালী। আর এই প্রতিযোগিতা জিতেই বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের টিকিট হাতে পেলেন এই ভারতীয় দাবাড়ু। টুর্নামেন্টের প্রথম পাঁচ রাউন্ড ভালো যায়নি বৈশালীর। সকলের নীচের ছিলেন বৈশালী। টুর্নামেন্টের শুরুতে জু জিনেরের কাছে হেরে যায় এই ভারতীয় দাবাড়ু। যা পরিস্থিতিকে কঠিন করে দেয়। তবে দ্বিতীয়ার্ধে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন ২৪ বছরের এই তারকার। কোনো রকম ঝুঁকিপূর্ণ চাল চালেননি, বরং পজিশন ধরে রেখে সুযোগের অপেক্ষা করেন। ব্যাস! এভাবেই টুর্নামেন্টে ফিরে আসেন তিনি। টুর্নামেন্টের মধ্যভাগে এসে তাঁর কৌশল অনুসারে ফল ফলতে শুরু করে। কাতেরিনা

লাগনো, আলেকজান্দ্রা গোরিয়াচকিনা ও তান ঝংইয়ের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নেন। এছাড়া আনা মুজিচুকের মতো অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ড্র করে পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। এক সময় বিবিসারা আসসাউবায়েভা আর বৈশালী যৌথভাবে শীর্ষে। ফাইনাল রাউন্ডে সাদা ঘুঁটি নিয়ে লাগনোর বিরুদ্ধে খেলতে নামেন এই ভারতীয় দাবাড়ু। শুরু থেকেই লাগনোর হাত থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেন। আর পিছনে ফেলে তাকাতে হয়নি তাঁকে। এখন সামনে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ। প্রতিপক্ষ বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জু ওয়েনজুন। উল্লেখ্য ক্যান্ডিডেটসে পুরুষ বিভাগে বৈশালীর ভাই প্রজ্ঞানন্দ রাশ নিজের হাতে টেনেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে খুইয়ে ফেলেছেন, বাদ পড়েছেন শিরোপার লড়াই থেকে। আর সবাইকে চমকে দিয়ে মেয়েদের বিভাগে শেষ হাসি হেসেছেন দিদি বৈশালী। কোচ রমেশ জানেন, প্রজ্ঞানন্দের সামনে কঠিন সময়। বললেন, ''এখন প্রজ্ঞাকেও একই তুলনার সামনে দাঁড়াতে হবে। এটাই খেলার অংশ। মোকাবিলা করতে হবে!' বৈশালী করেছেন। যোগব্যায়াম করে, ধ্যান সেরে, মনোবিদের সঙ্গে কথা বলে-নিজেকে তৈরি করেছেন। ক্যান্ডিডেটসের অন্তিম রাউন্ডের জয় শুধু একটা দাবার ম্যাচ নয়। এক বছরের অদম্য পরিশ্রমের ফল।

থাইল্যান্ডে ইউএই-র বিরুদ্ধে জোড়া লড়াইয়ে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৭ দল

সংবাদ সংস্থা, ব্যাংকক, ১৬ এপ্রিলঃ এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৬-কে সামনে রেখে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৭ পুরুষ ফুটবল দল। সেই

প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতের জুনিয়র দল। ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৭ এপ্রিল এবং ২১ এপ্রিল, থাইল্যান্ডের সামুত প্রাকান শহরে। দুই দলই আসন্ন মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার আগে নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতা যাচাই করে নিতে চাইছে এই ম্যাচগুলির মাধ্যমে। জানা গিয়েছে, দুটি ম্যাচই হবে দর্শকশূন্য পরিবেশে, অর্থাৎ বন্ধ দরজার আড়ালে। সামুত প্রাকানের উইন্ডমিল ফুটবল ক্লাবে ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে। ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে চারটেয় শুরু হবে খেলা। ব্যাংককের কাছেই অবস্থিত এই ভেন্যুতে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে ভারতের ২৪ সদস্যের দল। বুধবার থাইল্যান্ডে পৌঁছে অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছে ব্লু কোল্টসরা। ভারতীয় দলের কোচ বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ এই প্রস্তুতি পর্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন। গত মাসেও তাঁর দল থাইল্যান্ডে তিনটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল। সেখানে স্বাগতিক থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করে ভারত। এরপর ইন্দোনেশিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়ায় তরুণ ফুটবলাররা। তবে শেষ ম্যাচে শক্তিশালী কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের কাছে ১-২ ব্যবধানে হার মানতে হয় ভারতকে। সেই তিন ম্যাচ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা নিয়েই দল আরও উন্নতির লক্ষ্যে অনুশীলন চালিয়ে যায় কলকাতার ক্যাম্পে। এবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে দুই ম্যাচ ভারতীয় দলের কাছে বড় পরীক্ষা হতে চলেছে। প্রতিপক্ষও এশিয়ান কাপের প্রস্তুতিতে রয়েছে, ফলে দুই দলের মধ্যেই জয়ের তাগিদ থাকবে। কোচিং স্টাফ চাইবেন ফুটবলারদের ম্যাচ ফিটনেস, কৌশলগত শৃঙ্খলা এবং দলগত বোঝাপড়া আরও ঝালিয়ে নিতে। এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৬-এ ভারত পড়েছে কঠিন গ্রুপে। গ্রুপ ডি-তে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তান এবং উত্তর কোরিয়া। ৬ মে ভারতের প্রথম ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। এরপর ১০ মে উজবেকিস্তান এবং ১৩ মে উত্তর কোরিয়ার মুখোমুখি হবে ব্লু কোল্টসরা। কঠিন গ্রুপে ভালো ফল করতে গেলে এই প্রস্তুতি ম্যাচগুলির গুরুত্ব অনেকটাই বেশি। তাই থাইল্যান্ডে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ দুটিকে ভারতীয় দলের এশিয়ান কাপ অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলেই মনে করা হচ্ছে।

মাঝপথেই আইপিএল ছেড়ে দিতে পারেন বিরাট-রোহিত!

অনুমান টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকার

নিজস্ব প্রতিবেদন

আইপিএলের মাঝপথে বড় জল্পনা। প্রয়োজন হলে টুর্নামেন্ট ছেড়ে জাতীয় দলে মন দিতে পারেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। এমনটাই মত প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার মুনাফ প্যাটেলের। তাঁর দাবি, এই দুই সিনিয়র খেলোয়াড়ের কাছে দেশের জার্সিই সবসময় প্রথম অগ্রাধিকার। মুনাফ প্যাটেল সাফ বলেছেন, ''আমি সবসময় দেখেছি বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা দেশের স্বার্থকেই আগে রাখে। ওদের অগ্রাধিকার একেবারে আলাদা স্তরের। প্রয়োজনে ওরা আইপিএল ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু ভারতীয় দলকে কখনও ছাড়বে না। এই বিষয়টা সবসময় দেখা যাবে!'' স্বাভাবিকভাবে, মুনাফের এই মন্তব্য নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে। বিরাট-রোহিত দু'জন ইতিমধ্যে টেস্ট ও টি-২০ ফরম্যাট থেকে সরে এসেছেন। এখন তাঁদের ফোকাস

একদিনের ক্রিকেট। সেই কারণে ঘরোয়া প্রতিযোগিতাতেও খেলতে দেখা গিয়েছে। লক্ষ্য স্পষ্ট-পরবর্তী বিশ্বকাপে প্রস্তুত হয়ে নামা। নিয়মিত ম্যাচ খেলে ছন্দ বজায় রাখাই আপাতত প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে দুই তারকা চোট সমস্যায় ভুগছেন। কোহলি অতিসম্প্রতি পায়ের সমস্যার নিয়ে খেলেছেন। অন্যদিকে রোহিতের অবস্থা তুলনায় বেশি উদ্বেগজনক। হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে আরসিবির বিরুদ্ধে মাঝ-ইনিংসে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। পরবর্তী কয়েকটি ম্যাচেও তাঁর খেলা অনিশ্চিত। ফলে আইপিএলের মাঝপথে 'রো-কো' জুটির ফিটনেস ও উপস্থিতি নিয়ে সওয়াল উঠছে। এই পরিস্থিতিতে দুজনের সম্ভাব্য অনুপস্থিতি সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য বড়সড় ধাক্কা হতে পারে। বেঙ্গালুরু ও মুম্বই-দুই দলই তাঁদের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে ফর্মে না থাকা মুম্বইয়ের ক্ষেত্রে রোহিতের অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি দলের কিছু বিদেশি ক্রিকেটার এখনও যোগ না দেওয়ায় সমস্যা বাড়ছে। সব মিলিয়ে, বিষয়টা এখনও অনুমানের স্তরে। তবে একটি বিষয় পরিস্কার-জাতীয় দলের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা এই দুই ক্রিকেটারের সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা নেবে। এখন দেখার, আইপিএলের বাকি পথে এই জল্পনা কতটা বাস্তব হয়।

ঘরের মাঠে ড্র করে শেষ চারে আর্সেনাল

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৬ এপ্রিলঃ এমিরেটস স্টেডিয়ামে বুধবার কোয়ার্টার-ফাইনালের ফিরতি লেগে গোলশূন্য ড্র হয়েছে। প্রথম লেগে ১-০ গোলে জেতায় পরের ধাপে পৌঁছে গেছে আর্সেনাল। লড়াইয়ে বল দখলে দুই দলই ছিল

প্রায় সমানে সমান। গোলের জন্য ১৫টি শট নিয়ে কেবল একটি লক্ষ্যে রাখতে পারে আর্সেনাল। স্পোর্তিংয়েরও আট শটের একটি লক্ষ্যে ছিল। আক্রমণে একটু এগিয়ে থাকলেও, প্রথমার্ধে পরিস্কার সুযোগই তৈরি করতে পারেনি আর্সেনাল। বারবার প্রতিপক্ষের রক্ষণে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছিল তারা। লক্ষ্যে একমাত্র শটটি রাখতে পারে তারা ৩০তম মিনিটে। তবে সেটি গোলরক্ষককে ভাবাতেই পারেনি। প্রথমার্ধের শেষ দিকে গোলের সবচেয়ে কাছাকাছি যেতে পারে স্পোর্তিং। কিন্তু কাতামোর কোনাকুনি শট লাগে পোস্টে। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পান স্পোর্তিংয়ের মাক্সি আরাউহো। কিন্তু বক্সে ঢুকে শট বাইরে মারেন তিনি। ৮৪তম মিনিটে কাছ থেকে লেয়ান্দ্রো ট্রসাডের হেড পোস্টে লাগে। দ্বিতীয়ার্ধে আর উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি আর্সেনাল। সেমি-ফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে খেলবে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা আর্সেনাল।

শুধু নাম নয়, যোগ্যতা প্রমাণও জরুরি!

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ১৬ এপ্রিলঃ বিশ্বকাপের দল নির্বাচন সাধারণত কোচ ও নির্বাচকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ব্রাজিলে সেই প্রক্রিয়া পৌঁছে গেল রাষ্ট্রপতির দফতরে। তারকা স্ট্রাইকার নেইমার জুনিয়রকে স্কোয়াডে নেওয়া উচিত কি না-এই প্রশ্নে সরাসরি দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন কোচ কার্লো অ্যান্সেলোত্তি। বিষয়টি সামনে আসতে ব্রাজিল ফুটবলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা জানিয়েছেন, অ্যান্সেলোত্তি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। মূল প্রশ্ন ছিল-নেইমারকে দলে নেওয়া উচিত কি না। জবাবে লুলা স্পষ্ট করেন, শুধুমাত্র নামের জোরে জাতীয় দলে জায়গা পাওয়া উচিত নয়। তাঁর বক্তব্য, ফিট থাকলে এবং খেলতে চাওয়ার মানসিকতা থাকলে নেইমারের সুযোগ পাওয়া উচিত। তবে সেটা প্রমাণ করতে হবে মাঠে নেমে। ইতালীয় ম্যানেজারের বক্তব্যও প্রায় একই। তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বকাপের দলে জায়গা পেতে পুরোপুরি ফিট থাকা বাধ্যতামূলক। নেইমার সম্প্রতি হাঁটুর চোটে ভুগেছেন। অস্ত্রোপচারও হয়েছে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন ঠিকই, তবু এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছননি। কোচের স্পষ্ট বার্তা-এই আবহে পারফরম্যান্স ও ফিটনেসই শেষ কথা। বিশ্বকাপের আগে হাতে সময় খুব বেশি নেই। প্রায় দু'মাসের মধ্যে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে নেইমারকে। দেখাতে হবে, তিনি উচ্চ পর্যায়ের ফুটবলের জন্য প্রস্তুত। ব্রাজিল ফুটবল সংস্থা ও কোচিং স্টাফ তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে। প্রতিটি ম্যাচ, প্রতিটি পারফরম্যান্স এখন গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাব স্তরেও নেইমারের ফিটনেস নিয়ে কাজ চলছে। চোট সারাতে বিশেষ চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ্য একটাই-ধীরে ধীরে ম্যাচ ফিটনেসে ফিরিয়ে আনা। কারণ সামনে টানা ম্যাচ, হাইভোল্টেজ টুর্নামেন্ট। সব মিলিয়ে, নেইমারের বিশ্বকাপ-ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। নাম, অভিজ্ঞতা বা অতীত সাফল্য-কিছুই আলাদা করে গ্যারান্টি দিচ্ছে না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে দুটো বিষয়ের উপর-তিনি কতটা প্রস্তুত এবং মাঠে সেই প্রস্তুতির প্রমাণ কতটা দিতে পারেন।

ভারত-পাক লড়াই থেকে 'মৃতপ্রায়' টেস্ট ক্রিকেট!

কখনও নরম পরামর্শ, কখনও গরম ধমক ললিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আপাতত দূরের স্বপ্ন-এমনই মনে করছেন আইপিএলের প্রাক্তন কর্ণধার ললিত মোদি। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কার্যপদ্ধতি থেকে শুরু করে টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ-একাধিক ইস্যুতে স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন তিনি। কোথাও কড়া সমালোচনা, কোথাও আবার কাঠামোগত পরিবর্তনের সুচিন্তিত প্রস্তাব। ললিতের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের উপর রাজনৈতিক প্রভাব। তাঁর বক্তব্য, বোর্ড স্বাধীনভাবে কাজ করতে অপারগ। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বাইরের শক্তির প্রভাব রয়েছে। এই অবস্থায় দু-দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া কঠিন। এমনকি ম্যাচ আয়োজন হলেও খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে বলে মনে করেন তিনি। ললিত মনে করিয়ে দিয়েছেন, আইপিএলের শুরুতে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু মুম্বই হামলার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানান, রাজনৈতিক টানাপড়েন যতদিন থাকবে, ততদিন এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগবে না। ললিতের নজরে, এই পরিস্থিতি ভবিষ্যতে আরও জটিল হতে পারে। শুধু পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ললিত মোদি। নিরাপত্তার

কারণ দেখিয়ে একটি বড় টুর্নামেন্টে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তকে সঠিক মনে মানতে নারাজ। তাঁর মতে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যা সমস্যার সমাধান নয়। ললিত মোদি টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, একদিনের ক্রিকেট ইতিমধ্যে গুরুত্ব হারিয়েছে, ভবিষ্যতে টেস্ট ক্রিকেটও একই পথে যেতে পারে। এই পরিস্থিতি এড়াতে তিনি ফরম্যাট পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছেন-চার দিনের দিন-রাতের টেস্ট চালু করা, যাতে দর্শক আগ্রহ বাড়ে। পাশাপাশি আরও বড় প্রস্তাব-আইপিএল ধাঁচে বেসরকারি মালিকানার মাধ্যমে টেস্ট দল পরিচালনা। এতে নতুন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়বে এবং প্রতিযোগিতার মানও উন্নত হবে বলে তাঁর মত। সব মিলিয়ে, ললিত মোদির বক্তব্যে পরিস্কার-বর্তমান ক্রিকেট কাঠামোতে বড় পরিবর্তন দরকার। রাজনৈতিক প্রভাব থেকে শুরু করে দর্শক আকর্ষণ-সব দিকেই নতুনভাবে ভাবার সময় এসেছে।

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে রিয়াল মাদ্রিদকে আবার হারিয়ে সেমিফাইনালে বায়ার্ন

দুই পাশেই বিব্রতকর ভুল করলেন দুই গোলরক্ষক। গোলের পর গোল হলো, বারবার বদলাল ম্যাচের মোড়। রোমাঞ্চকর লড়াইটি যখন অতিরিক্ত সময়ের পথে, তখনই বড় আঘাত পেল রিয়াল মাদ্রিদ, পরিণত হলো ১০ জনের দলে। এরপর, আরও দুটি গোল করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে পৌঁছে গেল বায়ার্ন মিউনিখ।

সংবাদ সংস্থা, মিউনিখ, ১৬ এপ্রিলঃ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বুধবার রাতে কোয়ার্টার-ফাইনালের ফিরতি লেগে ৪-৩ গোলে জিতে শেষ চারে পা রাখল আয়োজকরা। প্রথম দেখায় ২-১ ব্যবধানে জয়ী বায়ার্ন দুই লেগ মিলিয়ে ৬-৪ অগ্রগামিতায় এগিয়ে গেল। প্রথমার্ধে হয় গোল উৎসব। প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগে যার শুরুটা করেন আর্দা গিলের। পরে আরেকটি দারুণ গোল করেন তিনি। দুইবার পিছিয়ে পড়ে আলেকজান্ডার পাভলোভিচ ও হ্যারি কেইনের গোলে সমতায় ফেরে বায়ার্ন। কিলিয়ান এমবাপের গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় রিয়াল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে আর কিছু করতে পারেনি তারা। উল্টো শেষ সময়ে তাদের জালে বল পাঠান লুইস দিয়াস ও মাইকেল ওলিসে। পুরো ম্যাচে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২১ শট নিয়ে ৯টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বায়ার্ন। মূলত পাল্টা আক্রমণ-নির্ভর ফুটবল খেলা রিয়াল মোট ১২টি শট নিয়ে পাঁচটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। ম্যাচের শুরুতেই যেভাবে তালগোল পাকান মানুয়েল নয়ার, সত্যিই অবিশ্বাস্য। মাঝমাঠ থেকে সতীর্থের ব্যাকপাস পেয়ে, পোস্ট ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে ডান দিকে আরেক সতীর্থকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেন জার্মান গোলরক্ষক, কিন্তু বলে ঠিকঠাক গতি ছিল না। মাঝপথে বল ধরেই দারুণ বাঁকানো শট নেন গিলের, বল ক্রসবার ঘেঁষে জড়ায় জালে। ম্যাচের ঘড়িতে সময় তখন ৩৫ সেকেন্ড! চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রেকর্ড চ্যাম্পিয়নদের হয়ে সবচেয়ে দ্রুততম গোলের নতুন রেকর্ড গড়লেন তুর্কি মিডফিল্ডার। ওই ধাক্কা সামলে নিতে অবশ্য একদমই দেরি করেনি বায়ার্ন। পাঁচ মিনিট পরই ম্যাচে সমতা টেনে, দুই লেগ মিলিয়ে আবার এগিয়ে যায় তারা। জসুয়া কিমিখের কর্নারে একেবারে গোলমুখে হেডে গোলটি করেন পাভলোভিচ। আয়ত্বের মধ্যে হলেও, উড়ে আসা বলের গতি বুঝতে পারেননি রেয়াল গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন। আসরে প্রথম ১১ ম্যাচে ৩৪টি এবং এবারের বুন্ডেসলিগায় এখন পর্যন্ত রেকর্ড ১০৫টি গোল করা বায়ার্ন ক্রমেই চাপ বাড়াতে থাকে। ২৬-

২৭তম মিনিটে পরপর তিনটি কর্নার পায় বায়ার্ন। প্রথমটিতে ফের বলের গতি-প্রকৃতি বুঝতে ব্যর্থ হন লুনিন, দ্বিতীয়টিতে অবশ্য কিমিখের জোরাল শট ঝাঁপিয়ে রুখে দেন ইউক্রেইনের গোলরক্ষক। তৃতীয় কর্নারটি ঠেকিয়ে দ্রুত পাল্টা আক্রমণ শাণায় রিয়াল এবং দুর্দান্ত গোলে দলকে আবার ম্যাচে এগিয়ে নেন গিলের। ডি-বক্সের বাইরে ব্রাহিম দিয়াস ফাউলের শিকার হলে ফ্রি কিক পায় রিয়াল এবং অসাধারণ বাঁকানো শটে রক্ষণ দেয়ালের ওপর দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন 'তুরস্কের মেসি।' নয়ার ঝাঁপিয়ে বলে হাত ছোঁয়ালেও আটকাতে পারেননি। ৩৭তম মিনিটে লুনিন আরেকটি দারুণ সেভ করলেও, পরের মিনিটে ফের গোল হজম করে রিয়াল। উপামেকানোর পাস ডি-বক্সে ফাঁকায় পেয়ে কোনাকুনি শটে মরসুমে গোলের হাফ-সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন কেইন। তিন মিনিট পর ভিনিসিউস জুনিয়রের দারুণ শট গোলরক্ষককে পরাস্ত করলেও, বাধা পায় ক্রসবারে। অবশ্য পরের মিনিটেই দলকে আবার এগিয়ে নেন এমবাপে। ব্রাজিলিয়ান তারকার পাস ডি-বক্সে পেয়ে প্লেসিং শটে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৪ সমতা টানেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এমবাপের গোল হলো সর্বোচ্চ ১৫টি, মরসুমে সব মিলিয়ে ৩৯ ম্যাচে ৪০টি। দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণাত্মক শুরু করে বায়ার্ন। প্রথম আট মিনিটের প্রায় পুরোটাই খেলা হয় রিয়ালের অর্ধে। এরপর পাল্টা আক্রমণে ম্যাচে প্রথম কর্নার পায় সফরকারীরা। ওই কর্নারের পর, সতীর্থের ক্রস ডি-বক্সে পেয়ে ভলি করেন এমবাপে, দারুণ ক্ষীপ্রতায় সেটা আটকে দেন নয়ার। একটু পর রক্ষণের দুর্বলতায় বিপদে পড়তে যাচ্ছিল রিয়াল। ডি-বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে যান লুইস দিয়াস, তবে শট নিতে একটা মুহূর্ত দেরি করেন তিনি, পেছন থেকে বল কেড়ে নেন ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড। ৬৮তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে শট নেন ওলিসে, কোনোমতে এক হাত দিয়ে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান লুনিন। একটু পর পাল্টা আক্রমণে এমবাপের পাস ছয় গজ বক্সের বাইরে পেলেও, সুবর্ণ সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেননি ভিনিসিউস। নির্ধারিত সময়ের চার মিনিট বাকি থাকতে ১০ জনের দলে পরিণত হয় রিয়াল। ৬৮তম মিনিটে ব্রাহিম দিয়াসের বদলি নামার ১০ মিনিটের মাথায় প্রথম হলুদ কার্ড দেখেন কামাভিঙ্গা। আর আট মিনিট পর কেইনকে অহেতুক ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন ফরাসি মিডফিল্ডার। এরপরই রিয়ালের সব প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। ৮৯তম মিনিটে দিয়াসের জোরাল শটে বল একজনের পা ছুঁয়ে একটু দিক পাল্টে জালে জড়ায়, দুই লেগ মিলিয়ে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। আর চার মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে ওলিসের গোলে রেকর্ড ১৫ বারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়নদের সব আশা শেষ হয়ে যায়। একটু পরই বাজে শেষের বাঁশি। উল্লাসে ফেটে পড়ে বায়ার্ন শিবির। আর হতাশায় নুইয়ে পড়ে রিয়াল মাদ্রিদ। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে শিরোপাধারী পিএসজির মুখোমুখি হবে জার্মান চ্যাম্পিয়নরা।

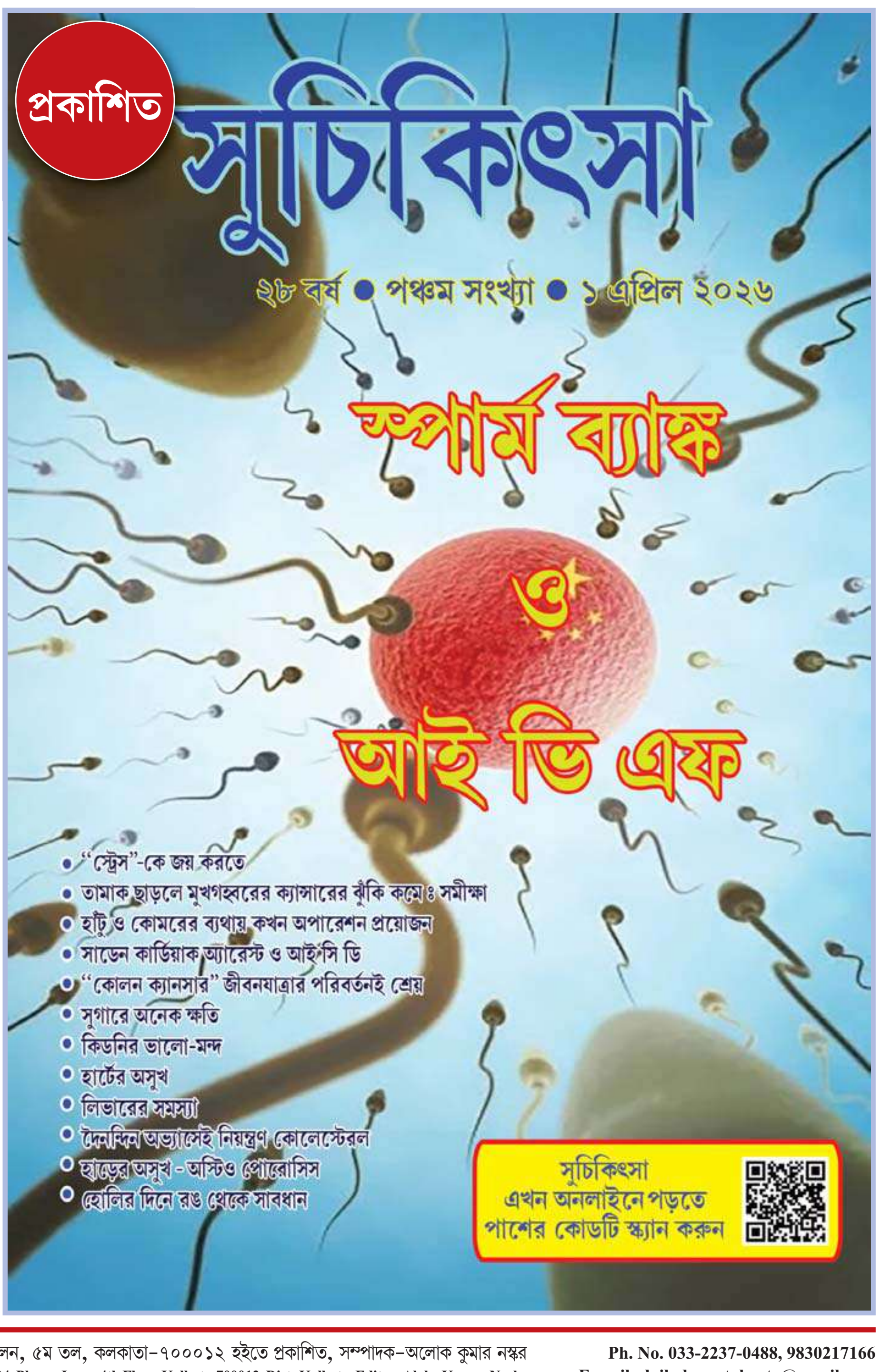

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com